শ্রীশ্রীতারকেশ্বর মাহাত্ম্য

বা

শিব-সংকীর্ত্তন।

স্বভাবসতী, সমাজ-কালিমা এবং

কুমারী, না বিধবা প্রণেতা

শ্রীপ্রাণবল্লভ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রণীত।

হাবড়া স্কুলের শিক্ষক

শ্রীজটিলাল দত্ত বি, এ দ্বারা

প্রকাশিত।

কলিকাতা,

পটলডাঙ্গা, ৬নং কলেজ-স্কোয়ার, সাম্যযন্ত্রে,

শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯১ সাল।

পূজ্যপাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রণীত পূর্ব্বোক্ত পুস্তক-গুলির মধ্যে সমাজ কালিমার প্রকাশক আমি। উপস্থিত পুস্তকখানি আমার বড়ই মিষ্ট লাগিল বলিয়া ইহার প্রকাশ ভার লইলাম। ইনি এক্ষণে প্রাচীন হইয়াছেন, কিন্তু অধ্য-বসায় উৎসাহ বা রচনাশক্তির কিছুই হ্রাস হয় নাই। নিজে তারকেশ্বরে গিয়া এই সকল সংগ্রহ করিয়াছেন।

শ্রীজটিলাল দত্ত।

বিজ্ঞাপন।

গত বৎসর শ্রীশ্রী তারকেশ্বর দর্শনে যাইয়া, হিন্দু সাধারণের দেবভক্তি এবং বাপার মাহাত্ম্য দেখিয়া মনে বড়ই আনন্দ হইল। এই সময়ে হাওড়ার চিন্তামণি বাবু প্রায় পোনের ষোল হাজার টাকা খরচ করিয়া মন্দির নাটমন্দির দুর্গাবাড়ী শ্বেতপাথর দিয়া বাধাইতে ছিলেন। এই প্রকার কাজে এবং নিত্য নৈমিত্তিক দানে চিন্তামণি দের অজস্র ব্যয়। শ্রীশ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্রে প্রসাদের অন্ন সত্র আছে, নিত্য শত শত অতিথির সেবা হয়। প্রতি অমাবশ্যা ও পূর্ণিমায় তাঁর বাড়ীতে অনাহুত অতিথির অবারিত দ্বার। দীন দুঃখী হইতে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব পর্য্যন্ত সমভাবে নানাবিধ মিষ্টান্নে পরিতৃপ্ত হয়। সহরে এসকল সামান্য ব্যাপার নহে। অথচ ইনি নামজাদা হইতে পারেন নাই। তাঁর এই কাণ্ড কাক পক্ষীও টের পায় না; এঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি নাই; দুঃখীর সন্তান, শৈশবে পিতৃহীন। সাবেক চাণক্যশ্লোক, এবং রামায়ণ মহাভারত আদি যাহা এক্ষণে বকয়া পাঁজির মত অগ্রাহ্য, তাহা হইতেই তরুণ চিন্তামণি উপদেশ সংগ্রহ করেন। "দেব দ্বিজে অকপট-ভক্তি, সত্য-নিষ্ঠাই সর্ব্ব-ধর্ম্মের মূল, পরিশ্রমে লক্ষ্মীর কৃপা ইত্যাদি হালকা সোলার মত উপদেশ গুলি একত্র করিয়া সহ্য এবং ক্ষমা লতায় দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া একটী সুন্দর ভেলা বানাইয়া সংসার সাগরে ভাসিয়াছেন। চিন্তামণির

সাক্ষাতে বড় বড় জাহাজ ডিঙ্গা কতই ডুবিয়া গেল কিন্তু এ-ভেলা ডুবিবার জিনিস নয়। জাহাজ ডিঙ্গীর ভিতর ফাঁপা উপরে মহা জাঁক জমক। ভেলার ভিতর বাহির দুই সমান। ইহার গতি মৃদু এবং নিঃশব্দ। সুতরাং চিন্তামণির নামডাক হবে কিসে? ইহাই প্রকৃত হিন্দু ভাব। এখনও ভারতে এরূপ অনেক হিন্দু আছেন।

বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের অধিকাংশের একটী স্বভাব আছে, তাঁরা সকল সামগ্রীই নিখুঁত চাহেন। সোণার প্রতিমার পদাঙ্গুলিতে যদি লোহার নখ থাকে, তবেই তাহা মাটি হইয়া গেল। পরের ছেলের চুলগুলি যদি একটু কটা হয়, তবে তার পদ্ম নয়ন থাকিলেও তাহা কোটোরে চক্ষু হইবে। মোহান্ত মহারাজ সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ হইয়াছে। সেকালে যে সেই মহাকবি কালিদাস তাঁর কুমার-সম্ভবে, হিমালয় বর্ণনে লিখিয়াছিলেন, "অনন্তরত্ন প্রভবস্য যস্য, হিমং ন সৌভাগ্য বিলোপিজাতম। একোহি দোষ, গুণ সন্নিপাতে নিমজ্জতিন্দু কিরণেম্বিবাঙ্ক।

এই বহুকালের পূরাতন কথায় তামাদি দোষ লাগিলেও হিমালয়ের দূরন্ত হিমে সেখানকার রত্নরাজি তো গলিয়া যায় নাই।

তারকেশ্বরে রেল রোড স্থাপন মোহান্ত দেবের সামান্য কীর্ত্তি নহে। ইহা আশুতোষ মহাদেবের প্রতিনিধির মতই কাজ হইয়াছে। অথবা তাঁর চেয়ে একটু বেশী বলিলেও বলা যায়। কেননা দেবদেব ভক্তের প্রতি সদাই সদয়। ভক্ত নিকটেই থাকুক বা সহস্র যোযন দূরে যাউক, তিনি স্বয়ং তার

পাছে পাছে ফিরেন। কিন্তু অভক্তের কোন উপায় নাই। আজকাল আবার এই ভাগই বেশী। মোহান্তের রেল স্থাপনের পর, অনেক অভক্ত কেবল এই কলের গাড়ী উপলক্ষে আমোদের খাতিরে এই পবিত্র স্থানে যাইয়া কৃতার্থ হইয়াছে। যাইবার সময়ে বগলে বোতল, সঙ্গে বারাঙ্গনা, এবং গাড়ীতে ঢলাঢলি করিয়াছে। এমন সকল পাষণ্ডও এই পবিত্র স্থানের মাহাত্ম্যে ভক্ত হইয়া ফিরিয়াছে।

পূর্ব্বকালে বাপার পুরীতে প্রসাদের কোন বন্দবস্ত ছিলনা। বর্ত্তমান মোহান্ত মধ্যাহ্নে নানাবিধ মিষ্টান্ন ভোগ দিয়া প্রসাদ বিতরণ করিতেছেন। ব্রাহ্মণ সজ্জন অতিথি ভিখারী কেহই অভুক্ত ফিরে না।

মোহান্তের নিঃস্বার্থ পরহিত ব্রতের সাক্ষ্য দিবার জন্য শত শত বালক পাঠ্যপুস্তক হাতে লইয়া আসিতেছে। এদেশে মূলে স্কুল ছিলনা। মোহান্ত হইতেই ইহার সৃষ্টি।

সর্ব্বভূতে তাঁর যে সমান দয়া, তা তাঁর কৃত ডাক্তারখানাতেই পরিচয় পাওয়া যায়। তারপর সে দিন সংস্কৃত কলেজে বেদ শিক্ষার জন্য কয়েক সহস্র টাকা দিয়াছেন। মোহান্তের ধন সম্পত্তি সমগ্রই সাধারণ লোকের উপকারের জন্য। প্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান করা এঁর কোষ্ঠীতে লিখে নাই। পুষ্করিণীর মাছ, বাগানের ফল, ক্ষেত্রের ফসল সমস্তই দেশবাসীদের জন্য। জমিদারির প্রজারা সর্ব্ব সুখে সুখী।

পণ্ডিতের সম্মান, বেদ পুরাণ অনুশীলনে উৎসাহ দান এবং সাধু সন্ন্যাসীর পোষণ আদি কার্য্য এঁর নিত্য ব্রত। নাট মন্দিরে বেদ পুরাণ পাঠের বেশ ব্যবস্থা আছে। সুতরাং এঁরে

সৰ্ব্ব গুণান্বিত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তবে বৃদ্ধ মহর্ষি দুর্ব্বাসা আদি যে পিচ্ছিল ভূমিতে আছাড় খাইয়া সর্ব্বাঙ্গে কাদা মাখিয়া ভূত সাজিয়াছিলেন, সেই পিচ্ছিলে যদি এই আজীবন ব্রহ্মচারীর কদাচিৎ পা টলিয়া থাকে, তাহা কি একেবারে অপরিহার্য্য !

ব্যাপার সম্বন্ধে যতদূর জানিয়াছি সাধ্যমতে তাহা বর্ণন করিলাম। সমাজে একটী চির প্রচলিত বচন আছে, "বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর" এই পবিত্র ধামেই এই কথার সার্থকতা হয়।

গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত হইলে চিন্তামণি বাবুই ইহার মুদ্রাঙ্কন কার্য্যে অৰ্দ্ধেকাংশ অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। আন্দুল রাজধানীর অধিপতি বাবু ক্ষেত্রকৃষ্ণ মিত্র, এবং জুজারসাহাবানা জমিদার বাবু প্যারিলাল মান্না প্রভৃতিও বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

শ্রীপ্রাণবল্লভ শর্ম্মা মুখোপাধ্যায়,
নিবাস জনাই, সম্প্রতি হাওড়া।
১৮৯২ সাল।

শিব সংকীর্ত্তন।

দেখিতে দেখিতে বাড়ে কলির প্রতাপ।
বেদ বিধি লোপ হ'ল বেড়ে গেল পাপ॥
অজ্ঞান তিমীর ঘোরে ঘুরে নর নারী।
রোগ শোকে জীর্ণ শীর্ণ তবু স্বেচ্ছাচারী॥
ভবিষ্য পুরাণ বাণী খণ্ডে সাধ্য কার?
কলৌ পঞ্চ সহস্রাব্দে ম্লেচ্ছ অধিকার॥
যেমন ভূপতি কলি সেই মত চেলা।
হাটে মাঠে পথে ঘাটে জুটে গেল মেলা॥
নূতন আইন জারি পুরাতন রদ।
শূদ্র করে চণ্ডীপাঠ ব্রাহ্মণ গো-বধ॥
ধরেন বেদের ভুল দাস ঘোষ মিলে।
বলেন, "চাষার গীত" ব্রাহ্মণের ছেলে॥
বেদোক্ত ঋষিরা সব হইলেন চাষা।
পবিত্র প্রণব হলো ইতরের ভাষা॥
প্রাচীন নিয়মে সব পদে পদে দোষ।
কাজেই কলির প্রতি সবাই সন্তোষ॥

নূতন নিয়মে সুখ কথায় কথায় ।
বকয়া পাঁজির সঙ্গে শাস্ত্র উড়ে যায় ॥
জ্বরে উপবাস নাই বৈদ্যরা তফাৎ ।
কুইনাইন খেলে পায় পরদিনে ভাত ॥
নিমেষে মাসের পথে সম্বাদ পাঠায় ।
রেলগাড়ী চ'ড়ে একদিনে কাশী যায় ॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপরের গেল অহঙ্কার ।
উঠিল কলির নামে জয় জয়কার ॥
পরলোকে যেতে আরো বিশেষ সুবিধা ।
সাত ডিঙ্গা আছে শুনি ভব ঘাটে বাঁধা ॥
প্রতি পোতে নামজাদা পাকা কর্ণধার ।
দ্বারে দ্বারে ফিরে সেথো হাজার হাজার ॥
বুক ঢাকা সাদা দাড়ি হাতে হাড় মালা ।
ছাঁটা গোঁফ লেড়া মাথা কিন্তু কাছা খোলা ॥
জুটায় ভবের যাত্রী মিঠা মিঠা বোলে ।
"বড় মজাদার পথ ঝট্ এসো চলে ॥
নেকা সাদি যত খুসি অবারিত দ্বার ।
না বনে তাল্লাক দেও দাওয়া নাই তার ॥
কণ্ঠা কেটে মাংস খাও কিছু মানা নাই ।
এক জানোয়ার কিন্তু বাদ দিও ভাই ॥
পশ্চাতে দ্বিতীয় সেথো বলে ধীরে ধীরে ।
যেওনা উহার সঙ্গে এথা এসো ফিরে ॥

জনমে জানেনা চাচা সে মাংসের স্বাদ।
তাই বলে দেও ঐ জানোয়ার বাদ।
পরীক্ষা করিয়া দেখ এক তোলা খাও।
এলোভ ছাড়িয়া পরে যেতে পার যাও॥
এ জগতে নানা পথে আদি গুরুগণ।
করেছেন ব্রহ্মপদে আত্ম সমর্পণ॥
গুণগ্রাহী-গুণ আর নাই এ ভারতে॥
দ্বেষাদ্বেষ ঘটে তাই ভিন্ন ভিন্ন মতে।
ফলে কিন্তু কোন পথ মন্দ নয় মূলে,
আদি গুরুগণ যাহা গিয়াছেন খুলে।
ঈষা, মুসা, মহম্মদ, গৌর, বুদ্ধ আদি।
সর্ব্বভূতে আত্মজ্ঞান প্রেম ভক্তিবাদী॥
এখনো পবিত্র যাত্রী মিলে শত শত,
কাল দোষে ভক্তি ভাগ বেশি অসঙ্গত॥
পবিত্র সকল মত সত্য যার মূলে।
কিন্তু সে পবিত্র পথে কয়জন চলে?
পবিত্র গৌরাঙ্গ প্রেমে জড় নেড়া নেড়ী।
গৌতমের কীর্ত্তি লোপ বৌদ্ধ হস্তে পড়ি॥
বিশেষতঃ ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম সর্ব্ব সারাৎসার।
হাবুডুবু যনকাদি খেলেন সাঁতার॥
ইহাতেও দেখা যায় ভাক্ত ভাগ বেশী।
দ্বেষাদ্বেষি অন্তরেতে, বাহ্যে মহা ঋষি॥

দেখিয়া কলির কাজ শিব দয়াময় ।
অবোধ জীবের প্রতি হলেন সদয় ॥
প্রস্তর মুরতি ধরি মাঠে বৃক্ষ মূলে ।
বসিলেন সদানন্দ বিজন বিরলে ॥
প্রথমে দিলেন দেখা, গোপ-বাল-দলে ।
নাজানি দেখিল তারা কোন্ পুণ্যফলে ॥
অপার বাপার লীলা বুঝিবো কেমনে ।
মাখা মাখি ধুলা খেলা রাখালের সনে ॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র যাঁরে ধ্যানেতে না পায় ।
রাখালে তাঁহার শিরে ধান কুটে খায় ॥
মস্তকে হইল ক্রমে গভীর গহ্বর ।
কেজানে তথাপি কিসে আনন্দে বিভোর ॥
হাড় জ্বলি যায় শুনি রাখালের খেলা ।
তাই তাঁরে বলি ক্ষেপা মহেশ্বর-ভোলা ॥
নতুবা কি বুঝি কিবা ঈশ্বরের কার্য্য ।
হৃদয় কন্দরে যাঁর দয়া অনিবার্য্য ॥
অর্ঘ্য বলি লন সেই কোটা ধান গুলা ।
হাসুক পাষণ্ড কিন্তু তাঁর এই লীলা ॥
ভাগ্যবতী ধবলাঙ্গী সুরভী তথায় ।
বরষিল ক্ষীর ধারা বাপার মাথায় ॥
তাড়া দিলে নাহি ফিরে না শুনে বারণ ।
কি কাজ দোহরী কিবা বৎস প্রয়োজন ॥

অগ্রে দিল অচর্ব্বিত নব-দুর্ব্বাদল।
নিরখি পশুর পূজা মুগ্ধ আখণ্ডল॥
নিজে করিলেন মহা পূজা আয়োজন।
মেঘের চাঁদোয়া আনি খাটান পবন॥
নামিল জল-কুঞ্জর ভাগীরথী বক্ষে।
শুণ্ড দোলাইয়া জল তুলে অন্তরীক্ষে॥
জলস্তম্ভ মত তাহা বড় চমৎকার।
একালে হইলে "পম্প নাম হতো তার॥
পম্প, স্তম্ভ, যে যা বলে ক্ষতি নাই তায়।
ঢালিল বিমল ধারা বাপার মাথায়॥
আহ্লাদে পবন দেব নাচিয়া নাচিয়া।
নব নব বিল্বদল দিলেন ঢালিয়া॥
গাছে গাছে বেড়াইয়া নানা ফুল তুলি।
মহেশের পাদোপান্তে দেন পুষ্পাঞ্জলি॥
হাস্যমুখে অম্বরে গম্ভীরে কাদম্বিনী।
বাজায় মৃদঙ্গ যন্ত্রে "বোম্ বোম্" ধ্বনি॥
বিদ্যুৎ দীপক-মালা স্বহস্তে লইয়া।
আরতি করেন ইন্দ্র শূন্যে দাঁড়াইয়া॥
তুষ্ট হয়ে ইন্দ্রে বাপা দিলেন বিদায়।
বলিলেন কাজ নাই এরূপ পূজায়॥
ঘটাইল কলিরাজ বিষম জঞ্জাল।
ইচ্ছা তাই মহীতে রহিতে কিছুকাল॥

এরূপে প্রচ্ছন্ন ভাবে দিন গত হয় ।
ভাবিলেন কার প্রতি হবেন সদয় ॥
নন্দীরে দিলেন আজ্ঞা লইতে সন্ধান ।
মাঠ পারে পল্লি-গ্রামে কেবা পূণ্যবান ॥
নাস্তিক তুলিবে তর্ক এই কথা শুনি ।
তবে নাকি শঙ্কর সর্ব্বজ্ঞ চুড়ামণি ॥
স্বয়ং সপ্রকাশ যদি সবার অন্তরে ।
তবে কেন তত্ত্ব নিতে পাঠান অপরে ॥
ভক্ত বিনা এ-মর্ম্ম বুঝে না অন্যজনে ।
আদেশ পালনে কত সুখ হয় মনে ॥
বাড়াতে ভক্তের মান তিনি চিরদিন ।
অকারণে হতে চান ভক্তের অধীন ॥
নতুবা ব্রহ্মাণ্ড প্রতি লোম কূপে যাঁর ।
তাঁর অগোচর বিশ্বে কোন্ সমাচার ॥
আনন্দে চলিল নন্দী গ্রাম অভিমুখে ।
প্রথমে ব্রাহ্মণ-পল্লী সাবধানে দেখে ॥
ছদ্ম-বেশ ক্লিষ্ট কায় কটিতে কৌপীন ।
ক্ষীণ কণ্ঠ জ্বরাজীর্ণ নন্দী দিন হীন ॥
অতি কষ্টে বিপ্র গৃহে যায় যষ্টি ভরে ।
"অভুক্ত অতিথি" বলি দাঁড়াইল দ্বারে ॥
''হবেনা এখানে, ফিরে দেখ অন্য ঠাঁই ।
প্রসব হয়েছে গাভী ভিক্ষা দিতে নাই ॥

গৃহিণীর শুনি এই মধু-সম্ভাষণ।
উদর দেখায়ে নন্দী করিল রোদন॥
"দুদিন অভুক্ত দেও গোটাকত ভাত।
পাতিয়াছি বহির্দ্বারে কদলির পাত॥
"হবেনা এখানে অন্ন বাড়ন্ত তণ্ডুল।"
অতিথি বলিল তবে দেউ ফলমূল॥
"কে পাড়ে গাছের ফল? ঘরে কেহ নাই।"
নন্দী বলে আজ্ঞা পেলে নিজে পেড়ে খাই॥
ধন পুত্র লক্ষ্মী পাইয়াছো গুণবতী।
কেমনে ফিরাতে চাও অভুক্ত অতিথি॥
রাগভরে গৃহিনী দিলেন গালাগালি।
ধন পুত্র প্রতি তুই কেন চক্ষু দিলি॥
এতক্ষণে বিপ্রদেব হলেন বাহির।
অতিথির আচরণে বদন গম্ভীর॥
"অতিথি সবার গুরু" অসভ্য আইন।
শুভক্ষণে বাতিল হয়েছে বহু দিন॥
পর দ্রব্য লোভী, যারা ভিক্ষা মেগে খায়।
চোরের সামিলে তারে শাস্তি দেওয়া যায়॥
উচ্চ কণ্ঠে চৌকিদারে ডাকি সেই ক্ষণে।
বলেন, চালান দেও অতিথি রতনে॥
গতিক দেখিয়া নন্দী দিলেন গা-ঢাকা।
চারি দিকে ছুটাছুটি আর নাই দেখা॥

সুশিক্ষা পাইয়া নন্দী অতিথি সৎকারে।
ধীরে ধীরে যায় চলি রাজ-দরবারে ॥
নবাবী আমল কাজি করে রাজ-কাজ।
কাবা চাপকান গায়ে শিরে সাচ্চা-তাজ ॥
অনুগত প্রজা পুঞ্জ পুরা এজলাষ।
যবনের মুখে হাসি কাফের নিরাশ।
বগলে আইন বই উকীল মোক্তার।
অতি সূক্ষ্ম চুল চেরা কাজির বিচার ॥
গুড়্‌গুড়ি নল মুখে তাকিয়া হেলান।
ইত্যাদি অনেক বিচারের অনুষ্ঠান ॥
অপুত্রা ষোড়শী বালা বিধবা শৈশবে।
গর্ব্ভবতী সম্প্রতি সে, বুঝি অনুভবে ॥
শাশুড়ী দেবর সহ জ্ঞাতি বন্ধু মিলে।
কেড়ে নিল পতিধন এই তুচ্ছ ছলে ॥
কাজি বলিলেন, তুমি নেকা কর আগে।
পাইবে পতির ধন এক আনা ভাগে ॥
"হিন্দুবালা নেকা নাই" বলিল উকীল।
দ্বিচারিনী হয়েছে, পাবে না এক তিল ॥
বিধবা- বিবাহ-বিধি ছিলনা সে কালে।
রাগে গর গর কাজি পুনরায় বলে ॥
সর্ব্বস্ব পাইবে তবে বিধবা রমণী।
হেঁদুর ব্যবস্থা পুঁথি আমি খুব জানি ॥

দেবরের পক্ষে ছিল উকীল হাজির।
মনুর বচন খুঁজে করিল বাহির॥
স্পষ্টাক্ষরে স্মৃতি শাস্ত্রে লিখেছেন তিনি।
পাবেনা পতির ধন শয্যা কলঙ্কিনী॥
কাজি বলে, থাক্ থাক্ শুণিনে ও-কথা।
লিখিয়াছে মনু তার মুণ্ড আর মাথা॥
বিধবা-বিবাহ যদি শাস্ত্রে নিবারণ।
কোন্ মুখে কেড়ে লবে পতি দত্ত ধন॥
টানিয়া ছিড়িতে চায় সংহিতার পাত।
মানা করে মুন্শি জুড়িয়া দুটী-হাত॥
দু-পাত ছিড়িয়া কেন, মিছা বদ-নাম।
স্বহস্তে হেঁদুর ছেলে পোড়াবে তামাম॥
সমাজে ঘুরিয়া আমি লয়েছি সন্ধান।
জন কত বুড়ার মনুর দিকে টান॥
তারাই সকল কাজে বাধায় জঞ্জাল।
কিছুই বুঝেনা কিন্তু করে গোলমাল॥
আগে ছিল এক চেটে মনুর পসার।
সহিল ভারতবাসী মহা অত্যাচার॥
নিষ্ঠুর হুকুম তার, উপবাস নিত্য।
পদে পদে জরিমানা কত প্রায়শ্চিত্ত॥
মরিয়া হয়েছে তাই দল দল ছোঁড়া।
মোহাড়া দিয়াছে রণে নিয়ে ঢাল খাঁড়া॥

ইহা ছাড়া আরো বীর আছে তলে তলে ।
গায়ে ঢাকা নামাবলি মুরলী বগলে ॥
সমাজের বাকী লোক দুভাগে বিভক্ত ।
অকর্ম্মণ্য গুলা নাকি মনু অনুরক্ত ॥
স্বার্থবাগীসের দল শ্রেষ্ঠ অন্য ভাগে ।
যে দিকে লাভের অঙ্ক সেই দিকে লাগে ॥
সিয়ানা চতুর এরা মান্য সর্ব্ব ঠাই ।
না পারেন হেন কর্ম্ম পৃথিবীতে নাই ॥
রাজ-দরবারে এরা বিপদে স্বহায় ।
যাচিয়া নিজের মাথা দেয় পর-দায় ॥
নন্দী ভাবে অন্বেষণে বৃথা কেন কষ্ট ।
ধর্ম্ম পথে ব্রাহ্মণের নমুনা যথেষ্ট ॥
এ-হেন ব্রাহ্মণ যথা দেন নীতি শিক্ষা ।
কিকাজ তথায় আর বিশেষ পরীক্ষা ॥
বাম দিকে ইতর জাতির বসবাস ।
সম্মুখেতে মাঠ পথে চলে শিব দাস ॥
মাথায় ধানের বোঝা বলিষ্ঠ শরীর ।
আসিতেছে মাঠ হতে কৃষক আভীর ॥
কিজানি কিরাগে রবি অগ্নি অবতার ।
নিদাঘ মধ্যাহ্নে দগ্ধ করেন সংসার ॥
শুকায় গায়ের রক্ত বসুমতী ক্ষীণ ।
ভয়ে জড়সড় বায়ু গতি শক্তি হীন ॥

নিরখি হৃদয় নাথে নিঠুর নিদয় ।
দয়াবতী প্রকৃতীর আকুল হৃদয় ॥
জনকের কোপে রক্ষা করিতে তনয় ।
মাতা বিনা যাচিয়া মধ্যস্থ কেবা হয় ॥
আবরিয়া মেঘাম্বরে চারু মুখ খানি ।
শূন্যে বায়ু কোণে দেখা দিলেন জননী ॥
মায়ের আঁচল ধরি চঞ্চল পবন ।
নেচে নেচে পাছে পাছে ছুটিল তখন ॥
পতি পত্নী দেখা শুণা হলো দুজনার ।
ঘুচেগেল রাগতাপ জুড়ালো সংসার ॥
কে বুঝিবে জননীর স্নেহ পরিমাণ ।
নিজ অঙ্গ দগ্ধ করি বাঁচান সন্তান ॥
ঢালিলেন স্নেহনীর সংসার ভাসিল ।
জীব জন্তু পশু পক্ষী আবার হাসিল ॥
ছদ্ম বেশী দ্বিজে গোপ বলে ভক্তি ভাবে ।
এদুর্য্যোগে-ঠাকুর এদিকে কোথা যাবে ॥
নন্দীবলে অমি উদাসীন নিরাশ্রয় ।
গৃহস্থের গলগ্রহ ফিরি দেশময় ॥
অতিথি ব্যবসা বাপু ! বড় জুয়াচুরি ।
ব্রাহ্মণের নিকটে খাটেনা ভারি ভুরি ॥
"দূর দূর" বলি তারা দিল তাড়াইয়া ।
ফল নাই আর হেন স্থানে দাঁড়াইয়া ॥

বিপ্রহীন গ্রাম যথা শূদ্রের বসতি।
মানিবোনা ঝড় বৃষ্টি যাবো শীঘ্রগতি ॥
ব্রাহ্মণের মত নহে তাহারা সিয়ানা।
অতিথি দেখিলে ভক্তি করে ষোলআনা ॥
অবোধ অধম জাতি চাতুরি না বুঝে।
ব্রাহ্মণ না থাকে যদি যাকরি তা সাজে ॥
হাসিয়া কৃষক তারে করিল প্রণাম।
পরিচয় দিল আপনার নাম ধাম ॥
বলিল অধম আমি হীন গোপ-জাতি।
দয়া করি মম গৃহে হউন অতিথি ॥
নন্দী বলে যেতেপারি আছি উপবাসী।
না থাকে যদ্যপি তোর, দ্বিজ প্রতিবেশী ॥
কলির ব্রাহ্মণ দেখে ভয়ে কাঁপে হিয়া।
পরকে মজায় আগে আপনি মজিয়া ॥
নিজের সুবিধা খুঁজে শাস্ত্র অর্থ করে।
বাহিরে ভড়ং সার নাস্তিক অন্তরে ॥
দৈবে যদি হাতে লাগে দক্ষিণা দ্বিগুণ।
স্মৃতির বচন কেটে ঘষে দেয় চুণ ॥
সাক্ষী তার যার তার গলে যজ্ঞ সূত্র ॥
ছলে বলে সমাজে পতিত বৈশ্য পুত্র ॥
গোয়ালা বলিল দেব ! আমি হীন জাতি
লেখাপড়া শিখিনাই গোচারণে প্রীতি ॥

বিপ্রের পবিত্র বাক্য বুঝিনা জানিনা ।
কি কাজ সে গোলযোগে কাণেও শুনিনা ॥
ছোট লোক চাষা আমি থাকি এক পাশে ।
নিশায় ঘুমাই ঘরে দিন কাটে চাষে ॥
শত্রু নয় মিত্র নয় বিপ্র প্রতিবেশী ।
ভাল বাসে তারা মোরে আমি ভাল বাসি ॥
পাপ পুণ্য কারে বলে কিছুই জানিনা ।
ধর্ম্মাধর্ম্ম মনে ভেবে সংকল্প করিনা ॥
এ জীবন জলবিম্ব সব ফক্কীকার ।
দরদ করিতে এতে ইচ্ছা হয় কার ?
বুঝিতে পারিনা এর কর্ত্তাটী কোথায় ।
তথাপি চাতক প্রাণ তাঁর দিকে ধায় ॥
যে দিকে ফিরান তিনি সেই দিকে চলি ।
বিপদে পড়িলে তাঁরে শিব শিব বলি ॥
তাঁর ইচ্ছা অনুসারে করি নিমন্ত্রণ ।
তাঁহার দোহাই, কর আতিথ্য গ্রহণ ॥
চমকিল শিব দাস বাক্য নাই আর ।
ভাবিল প্রকৃত ভক্ত এই তো বাপার ॥
আনন্দেতে গোপ সুতে করি আশীর্ব্বাদ ।
বাপার চরণে নন্দী দিলেন সংবাদ ॥
মুকুন্দ সামান্য জাতি গোপের তনয় ।
ইচ্ছা যদি হয় তারে হউন সদয় ॥

(২)

দুরাচারে রত যত ব্রাহ্মণ সন্তান।
তাদের আশ্রয়ে গেলে থাকিবেনা মান ॥
ঈষৎ হাসেন দেব নন্দীর কথায়।
মান অপমানে তাঁর কিবা এসে যায় ॥
দিবসে তপন তাপে বসুধা কর্ষণ।
নিশাভাগে গোপ-সুত ঘুমে অচেতন ॥
নিষ্পাপ-চরিত্র চাষা হৃদয় বিমল।
স্বপন দেবের মনোমত লীলা স্থল ॥
মুকুন্দ আনন্দে দেখে বিচিত্র স্বপন।
বৃষভ বাহনে শূন্যপথে পঞ্চানন ॥
মূরতি রজত-গিরি অতি জ্যোতির্ম্ময়
বেদে অগোচর, কিবা দিবো পরিচয় ॥
অনাদি অনন্ত তিনি নিত্য সনাতন।
নখরে রবির হার উজলে চরণ ॥
কটি তটে পরিপাটি বাঘছাল আঁটা।
অনন্ত পন্নগ দোলে গলে যোগ পাটা ॥
দিক-করী-কর ভ্রম হয় জটাজুটে।
বিমল জাহ্নবী তায় উছলিয়া উঠে।
অতি উগ্র ব্রহ্মতেজে ঝলসে নয়ন।
চাপিয়া মুদিল আঁখি গোয়ালা নন্দন ॥
মাভৈঃ মাভৈঃ তারে বলেন শঙ্কর।
এসেছি এদেশে বাছা! তোরে দিতে বর

গাঁয়ের নিকটে মাঠে আছি কিছু কাল।
গাভী তোর দুধ দেয়, তণ্ডুল রাখাল॥
ধবলী কপিলা তোর অতি চমৎকার।
নিত্য ঢালে ক্ষীর ধারা মস্তকে আমার॥
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাখাল বালক গুলি জুটে॥
অতি কষ্টে পূজা করে মাঠে ধান খুঁটে॥
পূজার ব্যবস্থা তুমি করহ আমার।
তোমা হতে হবে যত পাতকী উদ্ধার॥
ভীত চিত মুকুন্দ বলিল মৃদুবাণী।
হীন জাতি আমি হে! পূজার কিবা জানি?
প্রাণপণে করি যদি দ্রব্য আয়োজন।
বল প্রভু কোথা পাবো পূজক ব্রাহ্মণ
গোরস মিসালে পচা জল দিলে খায়।
বাড়ীতে চরণ ধুলে কিন্তু জাতি যায়॥
নাবুঝে এসেছো প্রভু অধমের ঘরে।
নাজানি তোমারে কালি ফেলে কোন্ ফেরে॥
কিজানি ব্রাহ্মণগণ যদি ছল ধরে।
পূজা বন্ধ হবে তুমি হবে এক ঘরে;
আশ্বিনে শূদ্রের গৃহে এলে ভগবতী।
প্রতিমা দেখিয়া বিপ্র করে না প্রণতি
শালগ্রাম-শীলা যদি শূদ্র গৃহে আনে।
শুদ্ধ করি লয় তারে পঞ্চ-গব্য স্নানে।

স্বচক্ষে দেখেছি সব শিখিয়াছি ঠেকে।
তাই বলি সাবধান পাছে কেহ দেখে ॥
হাসিয়া শঙ্কর কন শুনরে বাছনি।
আমার দ্বিতীয় দেহ দ্বিজ-ব্রহ্ম-জ্ঞানী ॥
তা-ছাড়া গায়ত্রী-হীন দ্বিজ-দুরাচার।
আসিয়াছি সে গুলারে করিতে উদ্ধার ॥
উচ্চনীচ সর্ব্বজাতি আমার সমান।
ভক্তিমূলে কেনা থাকি ভক্ত মম প্রাণ ॥
বড় ছোট দেখিয়া করি না পক্ষপাৎ।
সমভাবে লবো পূজা বুঝিবে পশ্চাৎ ॥
ভক্তিভাবে শূদ্র মম শিরে দিবে হাত।
অভক্ত দ্বিজের পূজা কণ্টক আঘাৎ ॥
ভয় নাই আয়োজন করহ ত্বরায়।
আসিবে ব্রাহ্মণগণ আমার আজ্ঞায় ॥
হরিহর ব্রাহ্মণ একই তনু তিন।
এই হেতু ভেদ জ্ঞান করে না প্রবীণ ॥
প্রাতে উঠে মুকুন্দ ছুটিল মাঠ পানে।
চারি দিকে ঘুরে ফিরে দেব অন্বেষণে ॥
প্রস্তর মূরতি বেড়ি রাখাল খেলায়।
সে দিকে মুকুন্দ ঘোষ ফিরিয়া না চায় ॥
স্বপ্ন-দৃষ্ট মহামূর্ত্তি দেখিতে না পায়।
নিশ্বাস ছাড়িয়া দুঃখে বসিল ধরায় ॥

নিরাশ হইয়া ভাবে গোপের তনয় ।
বাতিকের খেলা স্বপ্ন সত্য কভু নয় ॥
অধম পাপিষ্ঠ আমি হীন গোপ জাতি ।
পাইবো বাপার দেখা অসম্ভব অতি ॥
কিন্তু তবে কেন তাঁর এরূপ ছলনা ।
ক্ষুদ্র মানবের প্রতি বৃথা বিড়ম্বনা ॥
যে মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দিলেন স্বপনে ।
দেখা দূরে থাক কভু মনেও ভাবিনে ॥
লোকে বলে দয়াময় সেবক-বৎসল ।
ভাগ্যবান ভাগ্যে বুঝি ফলে সে সকল ॥
কর্ম্ম করি ফল পায় সে তো জানা কথা ।
তাহাতে বাপার আর কিবা আধিক্যতা ॥
দেনা শোধ দিলে তারে কেবা বলে দাতা ।
কর্ম্ম হীনে দয়া যাঁর তিনিই দেবতা ॥
স্বপনে চরণ দেখি মজিনু আশায় ।
ঘরে ফিরে যেতে আর প্রাণ নাহি চায় ॥
হত্যা দিবো তাঁর পায়ে পড়ে রবো বনে ।
না পূরিল আশা যদি কি কাজ জীবনে ॥
নিকটে রাখাল দল ক্ষেতে ধান খোঁটে ।
মুকুন্দের দশা দেখি এলো সব ছুটে ॥
এ বলে উহারে ওরে দেখ দেখ ভাই ।
পড়ে আছে মড়া হেন বাহ্য জ্ঞান নাই ॥

এ কেমন ঘুম ভাই আধ আঁখি মিলে।
তারা দুটো ঊর্দ্ধ দিকে উঠিতেছে ঠেলে॥
উত্তর দিল না গোপ রাখালের ডাকে।
নিশ্বাস পরীক্ষা করে হাত দিয়া নাকে॥
ওষ্ঠ নড়িতেছে দেখি, জল দিল আনি।
মৃদু রবে বলে গোপ শিব শিব বাণী॥
শিবু নামে শিশু এক গোধন চরায়।
রাখালেরা ভাবে বুঝি তাহাকেই চায়॥
"ডেকে আনি তারে" বলি কেহ যায় ছুটে।
ধরাধরি করিতে আপনি গোপ উঠে॥
ভাঙ্গিল পরম ধ্যান হইল চঞ্চল।
কোথা বাপা কই বাপা বলিয়া পাগল॥
কোথারে! রাখাল বাপ! লুকাও না আর।
কারে অর্ঘ্য দিব্ তোরা দেখা একবার।
এইতো ছিলেন তিনি চক্ষের উপর।
নয়ন মেলিতে কেন হলেন অন্তর॥
মিথ্যা অপবাদ শুনে শঙ্কিত রাখাল।
বলে, বাপু! মিছে কেন বাধাও জঞ্জাল॥
জনমে জানিনে মোরা অর্ঘ্য কারে বলে।
স্বপনে দেখিনে কভু বাপা নামে ছেলে॥
আমরা কজন জুটে গোধন চরাই।
পাথরে ভানিয়া ধান ভাগ করে খাই॥

বাপা নামে ছেলে যদি তোমার রাখাল।
তবে কেন এলো মেলো ফিরে গোরু পাল ॥
নিত্য কেন আসে হেথা ধবলী তোমার।
ধান-কোটা পাথরে ঢালিতে দুগ্ধ ধার ॥
চমকে মুকুন্দ শুনি, রাখালের বাক্য।
স্বপ্ন মিথ্যা নয়, এক অংশ হ'লো ঐক্য ॥
ব্যগ্রভাবে এক দৃষ্টি চাহে শীলা প্রতি।
দেখিল ধবলী আসিতেছে মন্দ গতি ॥
সুন্দর বিপুল উধঃ ক্ষীর ভরে ভারি।
পাছে পাছে আছে কিন্তু পিয়েনা বাছুরি ॥
পেটের জ্বালায় তৃণ-দুর্ব্বা খুঁটে খায়।
ক্ষণে ক্ষণে শীলা পানে ফিরে ফিরে চায় ॥
এদিকে শুনিল শূন্যে শঙ্খ ঘণ্টা রোল।
কক্ষ তাল, গাল বাদ্য, "ব্যোম, ব্যোম" বোল ॥
অশরীরী বেদমন্ত্র হয় উচ্চারণ।
"নমো শ্রীশিবায়" শব্দে জুড়ালো শ্রবণ ॥
পাইল ধবলী যেন সঙ্কেত কাহার।
সুসময়ে শীলা শিরে ঢালে ক্ষীর ধার ॥
গদগদ ভাবে গোপ কৃতাঞ্জলি হয়ে।
"দেখা দেও" বলি ভূমে পড়িল লুটায়ে ॥
পাথর দেখিয়া তার মন কষ্ট উঠে।
বিশেষে গহ্বর যুক্ত গেছে চটে ফেটে ॥

কেঁদে বলে, সে মূর্ত্তি কোথায় ত্রিপুরারি ?
পাথরে দুধের ভেল্কি বুঝিতে না পারি ॥
শিবরাত্রে দয়া তব হীনজাতি ব্যাধে ।
এ দাস বঞ্চিত তবে কোন্ অপরাধে ॥
পশু পক্ষী রহে তব কৃপায় বঞ্চিত ।
নতুবা গাভীর ছিল কি পুণ্য সঞ্চিত ॥
কি পুণ্যে বিমল জ্ঞান পেলে বৎসতরি ।
অগ্র ভাগে পূজা সারি প্রসাদ ভিখারী ॥
এতক্ষণ মুনিব্রত সাধিল যতনে ।
লাঙ্গুল নাড়িয়া পিয়ে পূজা অবসানে ॥
মরি মরি ধবলী করিলি কোন পুণ্য ।
মাথায় চরণ দে-মা ! হই আমি ধন্য ॥
নালাগে শরীর যদি সেবায় বাপার ।
কিজন্য বহন করি মাংস পিণ্ড ভার ॥
অনশনে এই স্থানে ত্যজি কলেবর ।
যা ইচ্ছা করেন পাছে করুন শঙ্কর ॥
বাপার ইঙ্গিতে নন্দী কাণে মন্ত্র দিল ।
আনন্দেতে গোপ পুত্র চাহিয়া দেখিল ॥
প্রস্তরেতে সপ্রকাশ হলেন শঙ্কর ।
কোটি সূর্য্য প্রভা জিনি দীপ্ত কলেবর ॥
আনন্দে মুকুন্দ ঘোষ ভূমিতলে পড়ি ।
বদনে না সরে বাক্য যায় গড়া গড়ি ॥

বর দিতে চাহিলেন অখিলের পতি।
গোপ বলে শ্রীপদে থাকুক চির মতি ॥
একথা লাগেনা ভাল আমাদের কাণে।
অবোধ বলিবে লোক আভীর সন্তানে ॥
এমন সুযোগ পেয়ে ছাড়িল সহজে।
বাপার করুণা লাগিল না কোন কাজে ॥
সমশ্যার সংশয় ভঞ্জন কেবা করে।
মায়া-বদ্ধ জীব মোরা বড় লোভ বরে ॥
কাটিলে মায়ার ঘুম হলে দিব্য জ্ঞান।
পাপ পুণ্য সুখ দুঃখ একই সমান ॥
মজিল গোপের সুত হর পাদ পদ্মে।
নিত্য মাতোয়ারা সেই মকরন্দ সদ্মে ॥
কি আছে অভাব তার চায় কোন্ বর ?
তার চক্ষে তৃণ তুল্য জগত নশ্বর ॥
পর দিনে করে গোপ পূজা আয়োজন।
ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি, ব্রাহ্মণ ভোজন ॥
আনন্দে ভাসিল দেশ এলো ভক্ত কুল।
খলের যাতনা বাড়ে হিংসায় আকুল ॥
নরকের কীট কি সুধার স্বাদ জানে।
সহজে কুমতি হয় কর্ম্ম সূত্রে টানে ॥
দেব দ্বেষী পাষণ্ড নাস্তিক দল ভুক্ত।
জীয়ন্ত পিশাচ কিন্তু নর-দেহ যুক্ত ॥

দিন কত লম্ফ ঝম্ফ মহা হুল স্থুল।
তার পর ক্রমে ক্রমে সমূলে নির্ম্মূল
কেহ কুঠে কেহ পঙ্গু অন্ধ কত জন।
যৌবনে বার্দ্ধিক্য ভাব অকালে মরণ॥
প্রথিবাড়ে ছাড়িলাম তাদের প্রসঙ্গ।
দেখিতেছে নিত্য লোক বঙ্গে কত রঙ্গ॥
যে আসে বাপার কাছে এরা দেয় বাধা।
ফেরে ঘোরে কথা কয় মনে লাগে ধাঁধা॥
বলে, "বেটা গোয়ালা বিষম ধূর্ত্ত ভণ্ড।
ভুলাইয়া কড়ি নিতে করেছে এ-কাণ্ড॥
দেবতা তেত্রিশ কোটি ব্রাহ্মণের কেনা।
শূদ্র ছুঁলে তাঁহাদের দেবত্ব থাকেনা॥
চিরকাল আছে পড়ে সামান্য পাথর।
রাখালে কুটিতো ধান মাথায় গহ্বর॥
দেবতা হইলে কি শূদ্রের হাতে খায়।
সহজ বুঝেনা লোক ধূর্ত্তের মায়ায়॥

দিন কত পরে এক সিদ্ধ-ব্রহ্ম ঋষি।
চতুর্দ্দশী নিশিযোগে উপনীত আসি॥
বাপারে প্রণাম করি বিনয়ে শুধান।
কোন্ হেতু দাসে দেব! কাননে আহ্বান॥
বাপা কন মোহান্ত হইয়া কর বাস।
যতনে জগতে কর আমারে প্রকাশ॥

হেন দীক্ষা শিক্ষা দেও বাড়ে প্রেম ভক্তি।
মাহাত্ম্য প্রচার হেতু এই ভাল যুক্তি॥
তাপস বলেন দেব! এ-কেমন কথা।
পূজার জন্যতে কেন এতো মাথা ব্যথা॥
বিধি বিষ্ণু লালায়িত পদ রেণু তরে।
তোমার মহিমা কি বুঝিবে মূঢ় নরে?
বিধি বিষ্ণু মহেন্দ্র তোমার পদানত।
ছার নর জন্য কেন এতেক বিব্রত॥
যাচিয়া লইবে পূজা বল কোন দায়।
বৈদ্য কোথা রোগী খুঁজে ঔষধ খাওয়ায়॥
বাপা কন্ কলি তেজে নরজাতি অন্ধ।
না পারে চিনিতে মোরে লাগিয়াছে ধন্দ॥
লইয়া আমার নাম দেও পরিচয়।
পবিত্র প্রস্তর রূপে আমার উদয়॥
তাপস বলেন আমি দাস অনুগত।
আমা প্রতি এ কেমন আজ্ঞা অসঙ্গত॥
হেন অসম্ভব শুনি নাই কোন কালে।
দেখিতে মধ্যাহ্ন সূর্য্যে কেবা দীপ জ্বালে?
স্বয়ং সপ্রকাশ তুমি বিশ্বের আধার।
দেবতা তেত্রিশ কোটি বিভুতি তোমার॥
সর্ব্ব স্থলে বিদ্যমান তুমি হে গোসাঞিঃ।
তুমি বিনা এ জগতে কিছু মাত্র নাই॥

না জানে কে জগতে মহিমা তোমার ।
কার কাছে পরিচয় দিবো আমি কার ॥
বিশ্বেশ্বর বিশ্বাধার প্রস্তরে সংযত ।
কেমনে বলিবো হেন বাক্য অসঙ্গত ॥
অসীম ব্রহ্মাণ্ডে যাঁর আঁটে নাই স্থান ।
ক্ষুদ্র-শীলা-খণ্ড কি তাঁহার পরিমাণ ॥
মহিমার হানি হয় বলিলে একথা ।
ক্ষমা দেও ভাবিতে মরমে লাগে ব্যথা ॥
কত কষ্টে কাটিয়াছি সংসারের মায়া ।
বড় আশে আশ্রয়ে লয়েছি পদছায়া ॥
আবার সাজিবো সং হইয়া মোহান্ত ।
বিষয়ে জড়িত হয়ে হবে মতিভ্রান্ত ॥
না জানি এ শাস্তি প্রভু কোন অপরাধে ।
জেনে শুনে কেমনে ফেলিতে চাও ফাঁদে
বিজনে আনন্দে থাকি সমাধি সাধনে ।
সুধা ফেলি আসিব বিষয় বিষ পানে ॥
ভয় হয় বলিতে হে কথা হবে কটু ।
হরি হর দুজনেই ছলনায় পটু ॥
তাই বলি মিছা কাজে ঘুরাওনা প্রভু ।
মোহান্ত হইতে আমি পারিবো না কভু ॥
ঈষৎ কুপিত ভাবে বলেন শঙ্কর ।
বুঝিলাম তুমিহে নিতান্ত স্বার্থপর ॥

আপনা লইয়া ব্যস্ত মত্ত আত্ম সুখে।
তিলেক কাতর নহ পর দুঃখ দেখে॥
জ্ঞান হীন অভাগা কলির নরনারী।
সন্মুখে পাপের স্রোতে ভাসে সারি সারি॥
ইহাদের প্রতি যার দয়া মায়া নয়।
নিষ্ঠুর চণ্ডাল তারে তপস্বী কে কয়?
কলির দৌরাত্মে ছন্ন হইল সংসার।
আবাল বণিতা বৃদ্ধ সব স্বেচ্ছাচার॥
ব্রহ্মজ্ঞান ভান করি ফিরে মূর্খ নর।
ইতভ্রষ্ট স্তুতো নষ্ট ন পূর্ব্ব ন পর॥
না করিয়া কর্ম্ম এরা আগে ফল চায়।
সুক নারদাদি যাহা ধ্যানে নাহি পায়॥
মোহ অতিক্রম করি হইবে মোহান্ত।
স্বচ্ছন্দে বেদান্ত পাঠ কর অবিশ্রান্ত॥
নিষ্কাম হইয়া কর পর উপকার।
নাজানি ইহার বাড়া কার্য্য কিবা আর॥
নীরবে তপস্বী পুনঃ করিয়া প্রণতি।
বসিলেন বৃক্ষমূলে কুশাসন পাতি॥
সারানিশি এই আন্দোলন মনে মনে।
চরমে নির্ব্বান লাভ সমাধি সাধনে॥
নির্ব্বানের অর্থ এই জীবাত্মার ধ্বংস।
মিটে যায় অহং বুদ্ধি ঘুচায় বার্য্যংশ॥

কিন্তু তাতে কিবা সুখ না পাই ভাবিয়া।
কোন সাধে চির-মৃত্যু আনিব ডাকিয়া॥
মৃত্যুঞ্জয় দাস হয়ে রব তাঁর দ্বারে।
যমের হবেনা সাধ্য ছুঁইতে আমারে॥
যুগে যুগে জন্মে জন্মে আনন্দ অপার।
নিতি নিতি করিব পরের উপকার॥
এইরূপে মোহান্ত হইল যোগীরাজ।
বাপার মানব মূর্ত্তি সংসারে বিরাজ॥
গগনে উঠিলে রবি রহে কবে ছাপা।
দেশে দেশে রটিল দয়াল বড় বাপা॥
নর-নারী সারি সারি উপনীত মঠে।
হত্যা দেয় পূজা করে কেহ দণ্ডী খাটে॥
কাঁদিয়া আইসে লোক ফিরে যায় হেসে।
দুর্ম্মতি কুটিল গুলো পুড়ে মরে দ্বেষে॥
নিকৃষ্ট খলের এই নীতি চিরকাল।
যাচিয়া বান্ধব হয় বাধাতে জঞ্জাল॥
অপরের জন্য যেন কতই কাতর।
রাজপুরে বার্ত্তা দিতে চলিল সত্বর॥

নগরের রাজ্যেশ্বর, বার মল্ল নরবর,
অসীম বিক্রম ন্যায়বান।
সামদানে সর্ব্ব জিত, দণ্ডভেদ কদাচিৎ,
সদা বাঞ্ছা প্রজার কল্যাণ॥

রাজা রাজ সিংহাসনে, পাত্র মিত্র মন্ত্রি সনে,
রাজ কার্য্য করে আলোচনা।
বুঝি শুভ অবসর, হটু দত্ত অগ্রসর,
কেঁদে কয় প্রাণের যাতনা॥
যায় যাক্ ঘর বাড়ী, যাব তব রাজ্য ছাড়ি,
ধন কড়ি করিনে প্রয়াস।
মরি মরি মহা কষ্ট, ধর্ম্ম কর্ম্ম হ'ল ভ্রষ্ট,
গোয়ালা করিল জাতি নাশ॥
ফাটা নোড়া ছিল মাঠে, তিন ঠাঁই গেছে চটে,
রাখাল কুটিত তায় ধান।
তাকেই দেবতা বলে, মুকুন্দ এনেছে তুলে,
ঘোর ঘটা পূজার বিধান॥
ভুলিয়ে তাহার বোলে, এসে সব মেয়ে ছেলে,
বেটা, বলে পেয়েছি স্বপনে।
কি জানি কি ভেল্কি জানে, কত লোক পূজা মানে,
কেহ হত্যা দেয় ধরাসনে॥
ব্রাহ্মণের বৃত্তি গেল, গোয়ালা পূজারি হল,
কালে কালে দেখিব বা কত।
দেবত্ব থাকিত যদি, সদ্য হত মহাব্যাধি,
কলিতে দেবতা নিদ্রাগত॥
হেন ঘোর অত্যাচারে, রাজ্য যায় ছারেখারে,
আমরা মরিলে ক্ষতি নাই।

কিন্তু প্রাণ কেঁদে উঠে,   রাজার অনিষ্ট ঘটে,
ছুটা ছুটি আসিয়াছি তাই ॥
হটুর কাহিনী শুনি,   মহা কোপে নরমণি,
জিজ্ঞাসেন নগর কোটালে।
পাপাচারী হলো প্রজা,   শূদ্র করে দেব-পূজা,
কোন্ প্রাণে একথা লুকালে ?
কোটাল ভয়েতে বলে,   পইতা পরেছে গলে,
গেরুয়া বসন পরিধান।
দেখিয়াছি চৈত্র মাসে,   দিন কাটে উপবাসে,
আমি ভাবি ব্রাহ্মণ সন্তান ॥
কেঁদে পুনঃ কয় হটু,   কোটাল ছলনা-পটু,
জানি আমি ওঁর গুণাগুণ।
প্রতিদিন মাঠে যান,   সাধেন যাত্রীর দান,
উনি পান ভাগ দুই গুণ ॥
কেবল আমার ডরে,   লোক ভুলাবার তরে,
দু-দিন এনেছে ভণ্ড যোগী।
গলায় পইতা দিয়ে,   বসেছে মোহান্ত হয়ে,
বঞ্চকের ধূর্ত্ত সহযোগী ॥
এ-দাস সরল সোজা,   শঠের চাতুরি বুঝা,
নহে কভু আমাদের কাজ।
যা কিছু জানে এ ভৃত্য,   কহিল সরল সত্য
বুঝে কাজ কর মহারাজ ॥

রাষ্ট হলো দেশে দেশে, গোয়ালার সঙ্গে মিশে,
কোটাল করিল জাতি নাশ।
সে যদি নিষ্কৃতি পায়, ডঙ্কা মেরে ঘরে যায়।
কে আর করিবে রাজ্যে বাস॥
কোটালের জোর ডঙ্কা, সকলেই করে শঙ্কা,
সত্য কথা বলে কার সাধ্য।
হিন্দুয়ানি অধোগামী, কেমনে দেখিবো আমি,
প্রাণ দিতে হইয়াছি বাধ্য।

লোহিত লোচন বারমল্ল নরমণি।
হটুর প্রত্যেক বাক্যে হইল বিশ্বাস।
"ধরে আন্" আজ্ঞা মুখে হইল প্রকাশ॥
গোপাধম মুকুন্দেরে বাঁধিয়া এখনি।

সভায় নিস্তব্ধ ভয়ে অমাত্য সামন্ত।
স্তুতি-বাদী ভট্ট বুঝি সময় উচিত।
ক্রোধ উদ্দিপক ভাবে গাইল সঙ্গীত॥
রাজার কলঙ্ক রাজ্যে থাকিলে দুরন্ত॥

বিধি প্রতিনিধি রাজা ধন্য ধরাতলে।
অপার্থিব রাজশক্তি অতি মনোহর।
একাধারে শীত-উষ্ণ যথা জলধর॥
বারি বরিষণ সহ বজ্র অগ্নি জ্বলে॥

নিরীহ সুশীল স্নিগ্ধ সূক্ষ্ম সুবিচারে ।
রাজদণ্ডে ছন্নভন্ন দুরন্ত দুর্ম্মতি ।
শাস্তিদণ্ড একযোগে অবারিত গতি ॥
ঘুরে ফিরে রাজ্যময় প্রজা রক্ষা তরে ॥

এদিকে মুকুন্দ ঘোষে করিল হাজির ।
চৈত্রের গাজন হেতু উত্তরি গলায় ।
বাড়িয়াছে শোভা আরো কুসুমমালায় ॥
চন্দনে চর্চ্চিত সেই চাষার শরীর ॥

সাক্ষীর অপেক্ষা নাই বলেন নৃপতি ।
পইতা পরেছে বেটা এতো অহঙ্কার ।
শূলে দেহ প্রাণ দণ্ড ব্যবস্থা ইহার ॥
ভণ্ড মোহান্তেরে পুনঃ আন শীঘ্রগতি ।

কেঁদে কেঁদে মুকুন্দ বলিতে কিছু চায় ।
কে শুনে তাহার কথা পিঠে ঢেকা মারে
পায়েতে শিকল দিয়া ফেলে কারাগারে ।
বাপার দোহাই দিলে দুনা মার খায় ॥

মোহান্তেরে আনি রাজা চান পরিচয় ।
তর্জ্জন গর্জ্জন দেখে হাসেন মোহান্ত ।
তথাপি বুঝে না কিছু রাজা মতিভ্রান্ত ॥
বলে বল্ কোথা বাস কাহার তনয় ॥

আত্ম পরিচয় রাজা জনমে জানি না।
জড়পিণ্ড নরদেহ বাকশক্তি হীন।
জীবাত্মা উন্মত্ত ভাব মায়ার অধীন॥
পারি নাই পরমাত্মা করিতে চেতনা॥

বল মহারাজা! "আর শুধাই বা, কারে?"
মাতা পিতা ভাই বন্ধু পথিকের মত।
সকলেই আত্মহারা বিষম বিব্রত।
পাতানো সম্পর্কে কেবা কারে দয়া করে?

যে অবধি জানিয়াছি ওরা কেউ নয়।
ছেড়েছি ঘনিষ্ঠ ভাব যাইনা নিকটে।
পথে পথে ঘুরিতেছি ভাগ্যে যাহা ঘটে॥
জানি না ইহার বাড়া অন্য পরিচয়॥

মোহান্তের বাঁকা বাক্যে জ্বলিল ভূপতি।
আজ্ঞা দিল "বেড়ি দিয়া দেহ কারাগারে।
স্থবির ব্রাহ্মণ মন্ত্রি কন ধীরে ধীরে॥
বিচারের অগ্রে দণ্ড নহে শাস্ত্র নীতি॥

কোন্ দোষে দোষী এই ব্রাহ্মণ সন্তান?
ক্ষান্ত হও, কারে দিতে চাও কারাদণ্ড?
কে বাঁধিবে তৃণ গুচ্ছে অনল প্রচণ্ড॥
ব্রহ্মতেজে স্বর্ণরাজ্য হইবে শ্মশান॥

রাজা বলে বৃদ্ধ হলে বুদ্ধি লোপ পায় ।
এ-যদি ব্রাহ্মণ তবে কোথায় পইতা ?
পরিচয় দিতে কেন, মুখে নাই কথা ॥
কি দেখে ভুলিলে তুমি ভণ্ডের মায়ায় ॥

সময় পাইয়া উঠে চাটুকার বটু ।
জাতীয় ব্রাহ্মণ কিন্তু গায়ত্রী বর্জিত ।
কানন ভোজন যাগে ইনি পুরোহিত ॥
মদিরা শোধনে আর বলিদানে পটু ॥

গলায় পবিত্র গ্রন্থি পইতা ত্রিগুণা ।
ব্রাহ্মণ শূদ্রের এই ভেদাভেদ চিহ্ন ।
তাই যার নাই তার কিসের ব্রহ্মণ্য ॥
চিহ্ন না থাকিলে ষাঁড় হয় গাড়িটানা ॥

অভেদ্য কবচে যথা আবরিত দেহ ।
পইতা থাকিলে কেহ করে না প্রহার ।
শাঁপ বা ভিক্ষার কালে বড় দরকার ॥
এর গুণে চব্য চোষ্য চলে অহরহ ॥

কে বুঝে এ যজ্ঞসূত্রে কত উপকার ।
কাক-ত্রাশ ধনু যথা গৃহীর উঠানে ।
পাকাটির শর বাঁধা জরাজীর্ণ ঘুণে ॥
স্বস্থানে থাকিয়া করে কার্য্যের উদ্ধার ॥

মন্ত্রি বলে ধিক্! এ কি জঘন্য তুলনা।
পবিত্র পবীত সহ কাক ত্রাশ ধনু?
মূর্খ বলে তুচ্ছ ধুলা রাম-পদ রেণু।
মানবী হইল যায় অহল্যা ললনা॥

পবীতের প্রয়োজন প্রথম সাধনে।
আঁধারে আলোক যথা পথিকের করে॥
রবির উদয়ে তাহা ফেলে দেয় দূরে।
সাধক রবির রবি দেখে তত্ত্ব জ্ঞানে॥

তেজো পুঞ্জ জীবন্মুক্ত সিদ্ধ ব্রহ্মচারী।
সঙ্কেতে দিলেন ইনি আত্ম-পরিচয়॥
না চিনিলে শালগ্রামে নুড়ি ভ্রম হয়।
পোড়াইয়া চুণ করে অধম চুর্ণারি॥

হাসিয়া বিদ্রুপ ভাবে বলে পুনঃ বটু।
ঠিক ঠিক, ঠাকুর চিনিতে খুব পটু॥
পেয়েছে গোয়ালা ভাল জীবন্মুক্ত যোগী।
মিলেছে পাথর টুকু তারি উপযোগী॥
ব্যাস দেব করেছেন ব্যাস-বারাণসী।
এখানে 'মুকুন্দ—কাশী' করিবে সন্ন্যাসী॥
গাধা হয় পরজন্মে তথা যদি মরে।
গর্দ্দভত্ব লাভ হেথা সদ্য সশরীরে॥

মন্ত্রি বলে তোর মত যদি মূঢ়মতি।
আকারের গুণে গণ্য হয় নরজাতি॥
তার চেয়ে ভাল বরং গর্দ্দভ আকার।
গাছতলা ভাল গৃহে দীপ নাহি যার॥
রাখালেরা তোর মত পশু নরাকারে।
তাতেই কুটিল ধান দেব দেব শিরে॥
পশুমূর্ত্তি কিন্তু দেখ গোমাতা সুরভী।
স্বেচ্ছায় ঢালেন ক্ষীর শিব শিরে দেবী॥
তত্বজ্ঞানী ভরতের মৃগ কলেবর।
তোর চক্ষে পশু তিনি তুই শ্রেষ্ঠ নর॥
মন্ত্রি মুখে শুনি এই আশ্চর্য্য কাহিনি।
ব্যগ্র হয়ে মঠ পানে ছুটে নরমণি॥
সুরভীর কার্য্য তিনি দেখেন প্রত্যক্ষে।
শুনিলেন "বোম্ বোম্" ধ্বনি অন্তরীক্ষে॥
গাজনে সন্ন্যাসী জুটিয়াছে দলে দলে।
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ মাথা চালে॥
হৃদয়েতে ভক্তিভরা গলায় উত্তরি।
জালজীবী জেলে মালা আদি ব্রহ্মচারী॥
অন্য দিকে অনশনে কত নরনারী।
ভক্তিভাবে হত্যা দেয় ঔষধ ভিখারী॥
তার মধ্যে উঠিলেন জনেক যুবতী।
নিকটে শাশুড়ী তাঁরে বলিলেন সতী॥

দেখ মা ! স্বপনে বাপা দিলেন কি ধন ।
যতনে অঞ্চলে এই করেছি বন্ধন ॥
স্নানান্তে খাইতে হবে আজ্ঞা আছে তাঁর ।
তাহলে এ রোগে তিনি পাবেন নিস্তার ॥
তাড়াতাড়ি শ্বাশুড়ী বস্ত্রের গ্রন্থি খুলে ।
দ্রব্য দেখি সিহরিল, ভয়ে দিল ফেলে ॥
সচক্র গোক্ষুরা সর্প, একি বিড়ম্বনা ।
বুঝিলেন সতী ইহা বাপার বঞ্চনা ॥
অবশ্য চরণে হইয়াছে অপরাধ ।
তথাপি বিধবা হয়ে বাঁচিয়া কি সাধ ॥
বিশেষে বাপার আজ্ঞা লঙ্ঘিবো কেমনে ।
সর্পে ধরি পুন সতী বাঁধিল যতনে ॥
কোন মতে শ্বাশুড়ীর মানা নাহি মানে ।
স্নান হেতু চলিলেন সরোবর পানে ॥
ডুব দিয়া আর্দ্র বস্ত্রে অতি সকরুণে ।
বিদায় লইল সতী শ্বাশুড়ী চরণে ॥
বাঁচিবেন তিনি গো মা কৃপায় বাপার ।
খেদ এই দেখিতে পাবোনা আমি আর ॥
ছাড়িয়া প্রাণের আশা খুলিল অঞ্চল ।
সর্পের বদলে দেখে সুমধুর ফল ॥
বুঝিয়া বাপার কৃপা ভক্তিভরে সতী ।
দণ্ডাকারে ভূমে পড়ি করে স্তুতি নতি ॥

বার-মল্ল দেব লীলা দেখি আদ্যোপান্ত।
দূরে গেল রৌদ্রভাব ভক্তিভরে শান্ত॥
কিন্তু ভাবে ধুতুরার ঝোঁকে শূলপাণী।
এলেন গোপের কাছে ছাড়ি রাজধানী॥
নগরে বিবিধ দ্রব্য যোগায় পসারী।
কি সুখে আছেন মাঠে বুঝিতে না পারি॥
এত দিনে বুঝিলাম ঠিক ক্ষেপা বটে।
তিনকাল গেছে তবু বুদ্ধি নাই ঘটে॥
ইতর গোয়ালা জাতি ছুঁতে ঘৃণা হয়।
ঠাকুরে রাখিবে ঘরে কার প্রাণে সয়?
কিজানে পূজার বিধি কিবা তার জ্ঞান।
ইতরের স্পর্দ্ধা দেখে জ্বলে উঠে প্রাণ॥
রাজা আমি এস্থানে আমার অধিকার।
কে রাখে বাপারে হেথা অমতে আমার॥
নগরে থাকুন প্রভু যথা প্রাণ চায়।
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ রবে নিযুক্ত পূজায়॥
কত ভক্তি করে গোপ কি আছে সম্বল।
দুবেলা জুটেনা অন্ন শয্যায় কম্বল॥
আমি দিব চিনি ছানা দধি দুগ্ধ ক্ষীর।
গঙ্গাজলি শাল দিয়ে ঢাকিব শরীর॥
খুসি হবে দেখিলে সুন্দর শ্রীমন্দির।
পুরী বেড়ি দিবো উচ্চ ইটের প্রাচীর॥

প্রতীবেশী রাধাকান্ত রাধারাণী সহ।
সদালাপে শান্তি সুখে রবে অহরহ॥
মা, যদি আসেন সঙ্গে হয় তাঁর দয়া।
চিনি তাঁরে তিনি কাত্যায়ণী মহামায়া॥
ভক্তিভাবে নিত্য তাঁর যোগাইবো পূজা।
প্রাণভরি নয়নে দেখিবো দশ ভূজা॥
সেবার হবেনা ত্রুটি কহিলাম সত্য।
তবে কিনা ঘটিবেনা পশু বলি নিত্য॥
যদি যুদ্ধ বাধে পাই মোগল বিপক্ষ।
স্বহস্তেতে নর-বলি দিবো লক্ষ লক্ষ॥

চঞ্চল রাজন গৌণে, ভাবিল সম্মতি মৌনে,
আজ্ঞা দিল উঠাও ঠাকুর।
লইয়া কোদালি ঝোড়া, লেগে গেল শত কোড়া,
চারি দিকে খুঁড়িল প্রচুর॥
গহ্বর হলো গভীর, ভূপতির চক্ষু স্থির,
দেখিতে না পায় লিঙ্গ মূল।
যতই উঠায় মাটি, পাতালেতে পরিপাটি,
ততই দেখিল অঙ্গ স্থূল॥
জল দেখি কোড়া ভাগে, ভূপতি আপনি লাগে,
ভক্তি ঈর্ষা বিষম বালাই।
ভাসিয়া নয়ন জলে, বড় অভিমানে বলে,
পক্ষপাৎ কিহেতু গোশাঞী॥

কি ত্রুটি করিনু কবে, কেন গোয়ালার হবে,
কোন্ গুণে তারে এতো তুষ্ট।
তবে কেন রাজ্য দিলে, বিড়ম্বনা বাড়াইলে,
বাক্যবাণে ব্যথা দিবে দুষ্ট॥
বুঝেছি তোমার কার্য্য, প্রিয় ভক্তে দেও রাজ্য,
না রাখিবো এ পাপ পরাণ।
প্রজাপুঞ্জ করপুটে, তার কাছে যায় ছুটে,
কেবা সহে এত অপমান॥
তারে দিলে চিত্ত-শক্তি, সবাই করিবে ভক্তি,
আমি হবো জগতের বৈরি।
চাপিয়া মনের ব্যথা, ভয়ে নোয়াইবে মাথা,
ধিক ধিক হেন দশ্য গিরি॥

অভিমানে নরপতি পড়িল ভূতলে।
অন্নজল ত্যাগ করি মুদিল নয়ন॥
স্বপন আবেশে দেখে ঘোর নিশাকালে।
উপনীত বৃষভ বাহনে পঞ্চানন॥

বলিলেন কেন বৎস! হেন অভিমান।
কেমনে বুঝিলে আমি গোয়ালার কেনা।
মাঠে মঠে ঘটে পটে সর্ব্বত্র সমান॥
স্থানের মাহাত্ম্য বৃথা, দৃঢ় ভক্তি বিনা॥

ওতপ্রোত ভাবে আমি ব্যাপ্ত চরাচর ।
কিন্তু এই মধ্য মাঠে সংপ্রতি প্রকাশ ।
নতুবা বুঝিবে কেন ক্ষীণ বুদ্ধি নর ॥
নিরাকার ভাবি হয় মানস উদাস ॥

কিন্তু বৎস ! তুমিও সামান্য মূর্খ নও ।
শুনিয়াছো মম দেহ অনাদি অনন্ত ।
তথাপি আমার মূল উপাড়িতে চাও ॥
নীরব যাহার তত্ত্বে অভ্রান্ত বেদান্ত ॥

বিরাট শরীরে মম প্রতি লোম কূপে ।
ধরা সহ নবগ্রহ ব্রহ্মাণ্ড বিপুল ।
কোটি কোটি বিশ্ব আমি ধরি এই রূপে ॥
কেমনে পাইবে তুমি মম আদ্য মূল ॥

যাও বাছা ! ঘরে যাও চিত্ত কর স্থির ।
ভক্তিভাবে পূজা কর পাইবে আমারে ।
মুকুন্দ মোহান্ত তুই আমার শরীর ॥
ভেদ বুদ্ধি গেলে তুমি বুঝিবে তা, পরে ॥

ঘুচিল মনের ধাঁধা উঠিল নৃপতি ।
বুঝিল সকলি মিথ্যা, ভক্তি মাত্র মূল ।
মুকুন্দে মোহান্তে ডাকি করে স্তুতিনতি ॥
হৃষ্ট ভাবে মল্ল-রাজ হইল বাতুল ॥

সুরম্য মন্দির হলো দিব্য সরোবর ।
সেবায় নিযুক্ত যত ব্রাহ্মণ মণ্ডলি ।
দোকানী পসারী আসি বসিল বিস্তর ॥
রাজা সাজিলেন বাপা, ফেলে ছেঁড়া ঝুলি ॥

শূল অস্ত্র বাঘছাল বাজনা ডমরু ।
এই মাত্র পুঁজি পাটা গাছতলা সার ।
বাহন সম্পদ ছিল বুড়া এঁড়ে গরু ॥
জুটিলে ভিক্ষার চাল দিনান্তে আহার ॥

অভাব ভাবিয়া ঘুচাইতে দৈন্যদশা ।
যোগাইল মল্লরাজ নানা রত্ন মঠে ।
বিতৃষ্ণা বিষয় বিষে তবু ভক্ত আশা ॥
পূরণ করিতে বাপা ঠেকেন সঙ্কটে ॥

যাত্রা কালে বৃষগজ উভয়ে হাজির ।
বিচিত্র আমারি পিঠে উন্নত আসন ।
শুণ্ড দোলাইয়া গজ গরজে গভীর ॥
ভীত চিত বৃদ্ধ বৃষ সজল নয়ন ॥

দূরে থাকি সঘনে বাপার পানে চায় ।
সঙ্কেতে চরণে যেন করে নিবেদন ।
দীন হীন বলিয়া কি ঠেলিবেন পায় ॥
তবে আর কে বলিবে, কাঙ্গাল রঞ্জন ॥

নানা স্থানে নানা জনে, হত্যা দেয় অনশনে,
ভক্তিভাবে গড়াগড়ি যায়।
দুই দিনে কেহ উঠে, যত্নে লয়ে করপুটে,
স্বপ্ন-দত্ত নিধি যাহা পায়॥
হত্যা দেন রাজরাণী, পার্শ্বে তার কাঙ্গালিনী,
সংবাদ না জানে কেহ কার।
কেহ নাই মধ্যবর্ত্তী, কারো নাই প্রতিপত্তি,
ধন্য রে বাপার দরবার॥
নিরাশ না হয় প্রায়, হাস্য মুখে ফিরে যায়।
মরি কিবা দয়ার সাগর।
কেবল ভক্তির কেনা, কুষ্ঠে পঙ্গু নাহি মানা,
পাপী তাপী কেহ নহে পর॥
জীর্ণ শীর্ণ ক্লিষ্টকায়, অধিকাংশ দেখা যায়,
রোগীর দেবতা ভক্তি বেশী।
দৈবে এক দিন দেখি, কুলবতী শশী মুখী,
মাতৃ সহ উপনীত আসি॥
ভক্তি ভাবে স্নান করি, বাপার চরণ স্মরি,
মন্দগতি শ্রীমন্দিরে যায়।
করিয়া শত প্রণতি, সজল অঞ্চল পাতি,
ভক্তি মতি পতিতা ধরায়॥
ষোড়শী সুবর্ণলতা, রূপে আলো পতিব্রতা,
মানসে ধরিয়া শ্রীচরণ।

হৃদয় মন্দিরে আনি, বলিছে মধুর বাণী-
ভক্তিভাবে মুদিয়া নয়ন ॥
সব জান অন্তর্যামী, কু-সঙ্গে পতিত স্বামী
পাপ মুখে বলি বা কেমনে।
কিন্তু না বলিলে নয়, দয়াকর দয়াময়,
অকিঞ্চন অবোধ অজ্ঞানে ॥
আসিয়াছি তাঁর হয়ে, থাকিবো সকল সয়ে,
শাস্তি দেও যদি থাকে কোপ।
রোগের যাতনা তাঁর দেখিতে পারিনা আর,
শ্বশুরের হয় বংশ লোপ ॥
ইত্যাদি অনেক মত, কাঁদে সতী অবিরত,
ক্রমে হলো গভীরা রজনী।
গাঢ় চিন্তা অনশনে, মোহ নিদ্রা ক্ষণে ক্ষণে,
স্বপ্নে সতী শুনে ঘোর ধ্বনি ॥
সভয়ে ফিরিয়া চায়, নিকটে দেখিতে পায়,
ভীমকায় ভৈরব ভীষণ।
কট মট চক্ষে চায়, ধোরে যেন খেতে যায়,
কড়্‌গড় দীঘল-দশন ॥
চারিদিকে বিভীষিকা, সর্পমুখ পিপীলিকা,
ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে গায়ে পড়ে।
উল্কামুখী পালে পালে, বদনে অনল জ্বলে,
গাত্র-মাংস খেতে এসে ছিঁড়ে ॥

সতী বলে মৃদু বাণী, কে তুমি নিঠুর প্রাণী,
পুণ্যধামে বসতি কি গুণে ?
আশুতোষ দয়াময়, তাঁহার কলঙ্ক হয়,
চলে যাও নিজ যোগ্য স্থানে ॥
বাপার চরণ যুগে, স্মরণ লয়েছি মেগে,
আমি কি গো তোমারে ডরাই ? ।
মৃত্যুঞ্জয় পুরে আসি, হইয়াছি ব্রত দাসী,
যমের যোগ্যতা হেথা নাই ॥
ভৈরব ভৈরব স্বরে, বলে আমি চিনি তোরে,
পাপিষ্ঠ নাস্তিক-সহচরী ।
মদ্যপায়ী মাংসাহারী; দেব দ্বেষী স্বেচ্ছাচারী
পাপে পূর্ণা তার দেহ তরী ।
ডুবিবে ভব তুফানে, নরকে বিরল স্থানে,
বসবাস হবে চিরকাল ॥
পাবে না পাপে নিস্তার, বৃথা কেন তবে আর,
হত্যা দিয়া বাড়াও জঞ্জাল ।
গর্ব্ব ভরে বলে সতী, তুমি অতি নীচ মতি,
বাপার মাহাত্ম্য তত্ত্ব কিছুই জান না ॥
সু-সঙ্গ তোমার বৃথা, শিব অঙ্গে সর্প যথা,
দশনে গরল দোষ কদাপি গেল না ।
কি হেন পাতক আছে, ঘুচেনা বাপার কাছে,
ব্রহ্ম হত্যা গো হত্যা তো তুচ্ছ ॥

ভক্তিভাবে একবার, স্মরণ লইলে তাঁর,
মহা পাপে ত্রাণ পায় ম্লেচ্ছ।
ভৈরব পুনশ্চ বলে, পাতকী স্মরণ নিলে,
সত্য বটে পায় পরিত্রাণ।
সে থাকিল দর্পভরে, তুই এলি তার তরে
ফাঁকি দিয়া সাধিতে কল্যান॥
মদ্য মাংস তার সাথে খেয়েছিস্ এক পাতে,
দেবা দেবী উভয়ে সমান।
যম ধরিয়াছে জুটে, তাই এসেছিল ছুটে,
এতকাল ছিল না এ জ্ঞান॥
মরে যায় যদি পতি, তাতে তোর কিবা ক্ষতি,
বঙ্গে আছে বিধবার বিয়ে।
নূতন মাতাল পাবি, সঙ্গে সঙ্গে মদ খাবি,
বৃথা কষ্ট কেন হত্যা দিয়ে॥
চিতায় ঢালিলে মদ্য, অশৌচ ঘুচিবে সদ্য
সঙ্গে সঙ্গে প্রেতাত্মা উদ্ধার।
জন্মান্তরে পাবে দেহ, সারমেয় কি বরাহ,
শ্রাদ্ধে নাহি প্রয়োজন তার॥
বাক্যানলে জ্বলে শ্রুতি, সজল নয়নে সতী
উত্তর দিলেন ধীরে ধীরে।
পতি পত্নী এক দেহ, যে করে এতে সন্দেহ,
পিশাচ গণনা করি তারে।

না জানি আগম মর্ম্ম, পতি সেবা সার ধর্ম্ম
পতিই প্রত্যক্ষ নারায়ণ।
না শুনিবো ইহা বিনা, বিধির বিধি মানিনা;
পতিপদে আত্ম সমর্পন॥
পতির পত্র-উচ্ছিষ্ঠ, ব্রহ্ম-চরু হতে শ্রেষ্ঠ,
এই মম হৃদয়ে বিশ্বাস।
তাতে যদি পাপ থাকে, যাই যাবো কুম্ভী পাকে,
পতি সঙ্গে সেই স্বর্গবাস।
শাস্ত্রে লিখিলেন মনু, একপ্রাণে দুই তনু,
পতি পত্নী চনক-সমান।
বাপা তবে কি বিচারে, বিমুখ হবেন তাঁরে
কি দোষে হইবে ভেদ জ্ঞান॥
বলিয়া বহু কু-কথা, দিলেছে মরমে ব্যথা,
দিতে পারি প্রতিফল তার।
কিন্তু হেন দুঃসময়, বিরোধ উচিত নয়,
চলে যাও করি পরিহার॥
বিধবা হবোনা আমি, জানেন তা অন্তর্যামী
একান্ত না হয় যদি কৃপা।
পতি পদ ধরি বুকে, চিতায় উঠিবো সুখে,
পরকালে যা করুন বাপা॥
এদিকে রজনী ভোর, ভাঙ্গিল মোহের ঘোর
উঠে সতী ছাড়িয়া নিশ্বাস।

দেখিল, পাশে জননী, জাগিয়া সারা যামিনী
দিতেছেন অঞ্চল-বাতাস ॥
প্রণতি চরণে যার, মরি হেন স্নেহ কার,
দেহপাৎ তনয়ের জন্য।
হেন জননীর ধার, শোধিতে যতন যার
সেই এই ধরাতলে ধন্য ॥

বস্ত্রাঞ্চলে মুছাইয়া চারু মুখখানি।
মুখে জল দিয়া তারে বলেন জননী ॥
উঠে আয় জল খেয়ে ঘরে যাই চল।
মাতৃ হত্যা করিয়া এহত্যায় কিবা ফল ॥
হত্যা দিলে একদিনে যা হবার হয়।
দু-দিন থাকিতে মানা, ভৈরবের ভয় ॥
আমরি দুধের বাছা এ-কি বিড়ম্বনা।
বয়স হইলে এসো করিবোনা মানা ॥
কালি হয়ে গেল হেন সোণার বরণ।
ননির পুতলি মোর ধূলায় শয়ন ॥
দুই দিন উপবাস পিয়াসে বিকল।
মা হইয়া কোন্ প্রাণে দেখিবো মা বল ॥
এইরূপে যদি তুমি থাক চক্ষু চেয়ে।
কিলাভ হইবে তবে হেন হত্যা দিয়ে ॥
জামাই বাঁচিলে বিয়ে হইবে আবার।
আমার হবেনা গেলে ফুরাবে সংসার ॥

কাঁদি পতিব্রতা বলে মা'র পায়ে ধরি।
বুঝে দেখ ক্ষতি নাই আমি যদি মরি॥
ভেবে দেখ জননী গো কি দশা তোমার।
বিধবার পক্ষে বিশ্ব দিবসে আঁধার॥
মনে আছে আমার সে দারুণ কাহিনি।
হৃদে বেঁধা আছে তব "হাহাকার ধ্বনি॥
যেরূপে হলেন পিতা চির নিদ্রাগত।
সেদিন লইলে তুমি বৈধব্যের ব্রত॥
নিত্য শুনি তব মুখে মরণ কামনা।
প্রতি ক্ষণে দেখি তুমি, সজল নয়না॥
সেই দিন উপনীত আমার কপালে।
জানিয়া প্রবোধ দিতে চাও গো কি বোলে॥
বলিয়াছো উপন্যাস মনে আছে গাঁথা।
জড়পিণ্ড নারী দেহ স্বামী তার মাথা॥
বিধবা মস্তক-হীন কবন্ধ সমান।
মৃত্যু বিনা তাহার নাহিগো পরিত্রাণ॥
আগে যেন যেতে পারি কর আশীর্ব্বাদ।
কর মা মায়ের কাজ পূর্ণ হক্ সাধ॥

উথলিল পতিশোক বিধবা আকুল।
নয়নের জলে ভাসে অঙ্গের দুকুল॥
ক্ষণমাত্রে দশ দিক দেখিলে আঁধার।
শোকের চরম সীমা দুখের সঞ্চার॥

জঞ্জালের মূল বিশ্ব হলো বিস্মরণ।
নিস্তব্ধে ভূমেতে পড়ি মুদিল নয়ন॥
এদিকে বালিকা পুনঃ স্থির করি মন।
চক্ষু মুদি চিন্তা করে বাপার চরণ॥
বাহ্য জ্ঞান লোপ ক্রমে আনন্দ অপার।
শিবময় দেখে সতী জগৎ সংসার॥
স্বামী শিব মাতা শিব নিজে শিবদাসী।
শান্তিময় শিবজ্ঞানে ডুবিল রূপসী॥
হায় রে ! এই কি সেই পবিত্র সমাধি।
পাইল বালিকা তবে কোন্ যোগ সাধি॥
তন্ত্র মন্ত্র পূজান্যাস কিছুই জানে না।
করেছে সাজুতিব্রত দিয়া আলিপনা॥
তাই বলি দীক্ষা শিক্ষা কিছুতেই নয়।
ভক্তিগুণে ভক্তের অধীন ইচ্ছাময়।
যাচিয়া বলেন বাপা, উঠে যাও ঘর।
চিরজীবী হবে স্বামী আমি দিনু বর॥
চকিতে চমক যেন ভাঙ্গিল বালার।
লুপ্ত হলো ব্রহ্মজ্ঞান কুহকে মায়ার॥
কেঁদে বলে প্রভু হে ! বিশ্বাস কই হয়।
অভাগীর ভাগ্যে তিনি তব ভক্ত নয়॥
শুনিলে তোমার নাম তাঁর অঙ্গ জ্বলে।
ভয়ে মরি তাঁহার দুষ্কৃতি মনে হলে॥

জীবন পাবেন পতি সে ভরসা নাই।
এসেছি যে ভিক্ষা লাগি শুনহে গোসাঞী ॥
যকৃত পাকিয়া হলো উদর বিদার।
দুই এক দিন বাকী পরমায়ু তাঁর ॥
বুঝাইনু পায়ে ধোরে ফিরিল না মতি।
না জানি কালের হাতে হবে কোন্ গতি ॥
এই ভিক্ষা চাহি দেব চরণে তোমার।
পরকালে সঙ্গে যেন যেতে পারি তাঁর।
যেখানে যাবেন তিনি যাবো সেই লোকে ॥
কৃমিকীট পরিপূর্ণ দুস্তর নরকে।
পতিসহ সেই মম মনোরম স্থান।
পতি বিনা ব্রহ্মলোক ভীষণ শ্মশান ॥
যেখানে যেরূপে থাকি ক্ষতি নাই তায়।
চিরকাল মতি যেন থাকে তব পায় ॥
তব ইচ্ছাধীন দেব ! মানবের মতি।
ফিরাও নাথের মন অন্তে তোমা প্রতি।

তুষ্ট হয়ে বালিকারে কন্ দয়াময়।
ঘরে যাগো পতি তোর বাঁচিবে নিশ্চয় ॥
বুঝে না বালিকা তবু লুটে পদতলে।
বঞ্চনা করোনা দেব পুনঃ পুনঃ বলে ॥
বুঝিলেন বাপা তার মনোগত কথা।
বড় কষ্ট পাপাত্মার পত্নী পতিব্রতা ॥

কুমতি পতির পাপ বাড়ে দিনে দিনে ।
জীবনের চেয়ে বরং মঙ্গল মরণে ॥
পাপ পঙ্কে যতক্ষণ হাবুডুবু খায় ।
যত্ন করি জটে ধরি তুলে আনা যায় ॥
ডুবিলে অতলে তারে তুলে আনা ভার ।
নরকের কীট মরে করিলে উদ্ধার ॥
কিন্তু যাঁরে তাঁর কৃপা কিবা ভয় তার ।
বুঝে না বালিকা তাই কাঁদে বার বার ॥
স্বহস্তে চরণামৃত দেন মুখে তুলে ।
নিদ্রা অভিভূত সতী ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে ॥
বিনা যাতনায় শুভ রজনী প্রভাত ।
কনক অচলে দেখা দেন দিননাথ ॥
মায়ে ঝিয়ে এখনো নিদ্রায় অচেতন ।
কে বুঝে বাপার লীলা কখন কেমন ॥

পরদিন প্রাতঃকালে, কনক উদয়াচলে,
ক্রমে ক্রমে আলোক সঞ্চার ।
তস্কর ছুটে পলায়, পেচক কোটরে ধায়,
গুহায় লুকায় অন্ধকার ॥
বসনে বদন ঢাকি, মাতৃ কোলে শশিমুখী,
নিদ্রা যায় ভুলিয়া যাতনা ।
বেলায় পূজার গোল, শঙ্খ ঘণ্টা মহা রোল,
ইহাতেও হলো না চেতনা ॥

দূরদেশী যাত্রী জুটে, মাঠে মঠ পানে ছুটে,
দূর হতে দেখি শ্রীমন্দির।
আনন্দে নাচিয়া উঠে, নতি করে করপুটে,
প্রেমভরে রোমাঞ্চ শরীর॥
এই সঙ্গে শিবিকায়, যুবা এক ক্লিষ্ট কায়,
আসিতেছে বাহকের কাঁধে।
শব্দ শুনে দ্বার খুলে, শীঘ্র নামে ভূমি তলে,
দণ্ডবৎ করে মনোসাধে॥
রূপ অতি মনোহর, কিন্তু রুগ্ন কলেবর,
ভক্তিপূর্ণ তরুণ হৃদয়।
চিত্তদগ্ধ অনুতাপে, কোন্ পাপে দেহ কাঁপে,
জানি না বিশেষ পরিচয়॥
জননী আছেন সঙ্গে, হাত বুলাইয়া অঙ্গে,
বলে বাছা; গায়ে নাই বল।
তাতিল মাঠের মাটি, করিও না হাঁটা হাঁটি,
দেব দ্বারে দোলা চেপে চল॥
ছোট লোক দণ্ডী খাটে, বুকে মুখে কাঁটা ফুটে,
দুঃখী সহে শারীরিক কষ্ট।
টাকা দিবো মুঠা পূরে, সর্ব্ব দোষ যাবে দূরে,
নগদে দেবতা বড় তুষ্ট॥
জান না কি ক্ষেপা ছেলে, ধনে স্বর্গ মোক্ষ মিলে,
দেব দেবী বশীভূত ধনে।

অল্প দিলে থাকে ক্ষোভ, পায় যদি বেশী লোভ,
যত্ন চেষ্টা করে প্রাণপনে ॥
কিন্তু বৃথা টানাটানি, গুণাগুণ সব জানি,
এঁরি হাতে মৃত্যু হয় তাঁর।
ডাক্তার ছিল না ভাল, তাতেই বিপদ হলো,
তিন দিনে ঘটিল বিকার ॥
দিলাম আগামী পূজা, রাশি রাশি সিদ্ধি গাঁজা,
মানিলাম সোণা দশ ভরি।
ফল তো ফলিল সেই, উলটিয়া লাভ এই,
মোহান্তের বাক্যে জ্বলে মরি ॥
ভক্তি ভাবে সকাতরে, কাঁদি নাই পায়ে ধোরে,
তাই আমি হারাইনু স্বামী।
ইতর লোকের মত, হবো যদি পদানত,
পূজা তবে কি জন্য আগামী ?
"কর্ত্তার বড়ই আশ, সত্বরে কৈলাস বাস;
জীবনে ছিল না সাধ তাঁর।"
সত্য বটে মিথ্যা নয়, কিন্তু তবে কই হয়,
বাপার উচিত সুবিচার ॥
টাকা দেন নাই তিনি, স্ত্রী-ধনে দিলাম কিনি,
দুধ কলা বড় বড় ওলা।
তবু তাঁর বাঞ্ছা পূর্ণ, আমার কপাল চূর্ণ,
আমরি কি দয়াময় ভোলা ?

পাপিনীর পায়ে ধোরে, কুমার বিনয় স্বরে,
বলে, ক্ষান্ত হও গো জননী।
বলোনা হেন কু-বাণী, দয়াল ত্রিশূল পাণী,
পরিচয় আমি বেশ জানি॥
আশুতোষ মৃত্যুঞ্জয়, দীনহীনে দয়াময়
বিধির বিধাতা বিশ্ব সার।
চৌদিকে ফিরিয়া চাও, যা কিছু দেখিতে পাও,
সকলি বিভুতি মাত্র তাঁর॥
তাঁর আজ্ঞা ধরি শিরে, রবি শশী ঘুরে ফিরে,
তাঁর খেয়ে বাঁচে ত্রি-সংসার।
আশুতোষ তিনি গো মা, সর্ব্ব দোষে দেন ক্ষমা,
পাপী যদি ডাকে একবার॥
মজিয়া যৌবন মদে, ডুবিনু পাপের হ্রদে,
কোন্ আশা ছিল-মা! আমার?
এহেন দয়াল প্রভু, কে কোথা দেখেছে কভু,
অযাচকে করিতে উদ্ধার॥
সদা মত্ত মদ্য পানে, বেশ্যাসনে একাসনে,
দিবানিশি আহার বিহার।
কেবল পশুর মত, করেছি কুকর্ম্ম কত,
খাদ্যাখাদ্য ছিলনা বিচার॥
ভুলিয়া গায়ত্রী দীক্ষা, প্রেত মন্ত্র করি শিক্ষা,
করিলাম পিশাচ আচার।

যেদিকে ফিরিয়া চাই; সঙ্গী সেনা ঠাঁই ঠাঁই,
ভুত প্রেত বিনা নাহি আর ॥
পিশাচী বেশ্যার দাস, সংসর্গ নরক বাস,
কীট প্রায় কুটনী বিকট ।
থাকিলে গরলে ঝরি, ছাড়িলে উদাসে মরি,
ঘটে ছিল উভয় সঙ্কট ॥
বণিতা সতী সরলা, বলিতো কেঁদে দুবেলা,
কি হবে গো ; গতি পরকালে ?
দেখাতেম বাহাদুরি, কভু ব্রাহ্ম পথ ধরি,
কভু মিশে মিষণরি দলে ॥
না-খ্রীষ্টান নহি ব্রাহ্ম, কে জানে সে ধর্ম্ম মর্ম্ম,
তবু তর্কে আঁটে কার সাধ্য ।
ধন লাভে গুরু ক্ষান্ত, প্রহারে রমণী শান্ত,
উপদ্রবে প্রতিবেশী বাধ্য ॥
আমরি সরলা সতী, পাইল এত দুর্গতি,
পাপিষ্ঠ পতির হাতে পড়ি ।
তবু ক্ষুধা নিদ্রা ভুলে, পড়ে ছিল পদতলে,
দেখিয়া রোগের বাড়াবাড়ি ॥
শেষে অন্তর্জ্জলি কালে, জীবন সঁপিল জলে,
নিরাশায় সংসার ছাড়িল ।
মরিয়া তবু সপক্ষ, নতুবা দেব-কটাক্ষ,
পাপী প্রতি কি হেতু পড়িল ?

স্বপনে দেখেছি গো মা ; শঙ্করের বামে শ্যামা,
পদতলে বধু-মা, তোমার ।
চৌদিকে অনল জ্বলে, আমি তার মধ্যস্থলে,
গাত্র দাহে করি হাহাকার ॥
অভাগার সে দুর্গতি, বাপারে দেখায় সতী,
চরণ ভাসায় অশ্রুপাতে ।
চাহিলেন দীনবন্ধু, উথলিল কৃপা-সিন্ধু—
অনল নিবিল খর স্রোতে ॥
সতীরে সান্ত্বনা করি, হাস্য মুখে ত্রিপুরারি,
দেখিতে দেখিতে অন্তর্ধান ।
আমি শীঘ্র ব্যগ্র ভরে, ধরিনু সতীর করে,
ছেড়ে দিতে না চাহিল প্রাণ ॥
সাদরে কহিল সতী, উঠ নাথ শীঘ্রগতি
"এই মাত্র শুনিতেছি কাণে ।
এদিকে হলো চেতন, ভাঙ্গিল সুখ-স্বপন,
অশ্রুজলি স্থলে ধরাসনে ॥
দিয়াছি দারুণ জ্বালা, বুঝিনু তাতেই বালা,
সঙ্গে না রাখিল লোকান্তরে ।
রহিল বড়ই খেদ, ঘটিল চির-বিচ্ছেদ,
মৃত দেহে প্রাণ দিল ফিরে ॥
ঘুচায়ে মনের ব্যথা, বলিতাম দুটো কথা,
না দিল তেমন অবকাশ ।

নহি তার যোগ্য পতি, পাই যদি অনুমতি,
সঙ্গে থাকি যেন ক্রীত দাস ॥
ঔষধ খাইবো কার, ধন্বন্তরি কোন্ ছার,
ডাক্তারে ধরিনা গণনায় ।
শুন নাই তুমি কি মা ! বাপার নাম মহিমা,
পথ ছেড়ে শমন পলায় ॥

অপূর্ব্ব বাপার লীলা, অদ্ভুত কাহিনি ।
ভক্তিভাবে যে যা মাগে তাই দেন তিনি ॥
যুবকের ক্ষীণ তনু বলে পরিপূর্ণ ।
দণ্ডবৎ নতি করি উঠে পুন তুর্ণ ॥
পুন দণ্ডবৎ পুন ভূমে অঙ্গ পাতি ।
অপরূপ দণ্ডীব্রত দণ্ডাকারে গতি ॥
তাতিল পথের বালি বাড়ে যত বেলা ।
পাপিনী জননী তার হইল উতলা ॥
রাগে গর গর মাগী বিষম ব্যাপিকা ।
চলিতে না পারি নিজে চাপিল শিবিকা ॥
এদিকে যুবক দেখে মানস নয়নে ।
উদয় পার্ব্বতীনাথ বৃষভ বাহনে ॥
প্রতি প্রণিপাতে পাতি দেন বাঘছাল ।
ঢাকেন তপনে বিস্তারিয়া জটাজাল ॥
ভক্তিভাবে বলে যুবা গদগদ বাণী ।
বল দেব ! সত্য কি আপনি শূলপানী ॥

তব নিন্দা বিনা কভু ফেলিনে নিশ্বাস।
তাই বলি কিসে ইহা হইবে বিশ্বাস?
নিজে মজিয়াছি আরো মজায়েছি পরে।
জল-মগ্ন জন যেন ধরে অন্য নরে॥
বাড়িতো কৌতুক পেলে ঘুমন্ত সন্ন্যাসী।
ঢালিতাম মুখে মদ শিয়রেতে বসি॥
দণ্ডী-খাটা-যাত্রী দেখে আসিতাম ছুটে।
পাঁচ জন জুটে তারে তুলিতাম পিঠে॥
পতিব্রতা পত্নী মম প্রতি সোমবারে।
করিতো তোমার পূজা নানা উপচারে।
শুনিয়া দাসীর মুখে জ্বলে গেল অঙ্গ।
বাহিরে বীরত্ব করি ঘরে একি রঙ্গ॥
গুপ্তভাবে সোমবারে থাকিয়া সন্ধানে।
হাতে লোতে ধরিলাম দিবা অবসানে॥
না শুনিনু সরলার কাকুতি মিনতি।
পদানত পেয়ে তারে মারিলাম লাথি॥
আমার বণিতা হয়ে শিবপূজা করে।
জগত যুড়িয়া যশ, যায় দ্বারে দ্বারে॥
পর-পতি-সঙ্গ দোষ, বরং ঢাকা যায়।
এ কাজে সমাজে মোর ঘাড় তোলা দায়॥
হায় হায় মনে হলে প্রাণ কেঁপে উঠে॥
ছড়াছড়ি উপাচার পদাঘাত চোটে॥

সিহরি, বলিল সতী, সজল নয়নে।
ক্ষমা কর বিশ্বনাথ; মতিহীন জনে।
তথাপি আমার দেব! চৈতন্য হলোনা।
হায় পাপ প্রাণ কেন তখনি গেল না॥
কি বলি মাগিবো ক্ষমা আজি তব পায়।
তাই বলি নাহি দেব; আমার উপায়॥
যাচিয়া মার্জ্জনা করা তোমার অভ্যাস।
কিন্তু প্রভু; তাতে নাই আমার প্রয়াস॥
ঘৃণা লজ্জা অনুতাপে তনু জ্বলে যায়।
মুখ দেখাইতে ইচ্ছা হয় না তোমায়॥
দোষ অনুরূপ দণ্ড দেও গুণনিধি।
করিবো নরক ভোগ যথা শাস্ত্রবিধি॥
বিশেষতঃ তব কৃপা অব্যর্থ অক্ষয়।
সর্ব্ব সুখী হয় নর ঘুচে ভব ভয়॥
আমারে করিলে কৃপা সে যশ রবে না।
যেহেতু অভাগা ভাগ্যে সে সুখ হবে না॥
জীবনের সার নিধি পত্নী পতিব্রতা।
অন্তরে অন্তরে এক সূত্রে ছিল গাঁথা॥
হায় যবে মদ গর্ব্বে ছিলাম মাতাল।
ছিঁড়িয়া লইল তারে নিদারুণ কাল॥
ইহ পরকালে দেখা পাইবো না আর।
মরিলে ফিরেনা জীব নিয়ম ধাতার॥

তাই বলি সুখ নাই জীবনে মরণে।
অন্তরের জ্বালা কবে ঘুচায় চন্দনে॥
হাত দিলে ইহাতে রবে না তব মান।
শিবের অসাধ্য ইহা হইবে প্রমাণ॥
সে মোর সুখের মূল জগতে অতুল।
সে বিনা কৈলাস বাস যাতনা সঙ্কুল॥
আমিই বধের ভাগী হইয়াছি তার।
পৃথিবীতে পাপী নাই সমান আমার॥
ইচ্ছা হয় অন্য দোষে ক্ষমা কর নাথ।
করিও না কিন্তু নারী বধে পক্ষপাৎ॥
বিনা দণ্ডে না চাহি এ পাপে পরিত্রাণ।
নরকে ডুবিয়া জ্বালা করিবো নির্ব্বান॥
না জানিল পথশ্রম গভীর চিন্তায়।
মন্দিরের দ্বারে এসে দণ্ডী খাটা সায়॥
অনুতাপ উগ্র বহ্নি প্রচণ্ড উত্তাপ।
সঙ্গে সঙ্গে দগ্ধ হয় হৃদয়ের পাপ॥
পশুপক্ষী মুগ্ধ শুণি যুবার বিলাপ।
মূঢ় জন বলে ইহা মোহের প্রলাপ॥
আমরা পারি না এর করিতে বিচার।
বাপা বুঝিবেন যদি থাকে কিছু সার॥

দ্বিজকুলে কুলাঙ্গার, আমি বাল্যকালে হে!
ম্লেচ্ছ মন্ত্র করি সার, মিশি সেই দলে হে!

আর্য্যশাস্ত্র বেদ বিধি, সব দিনু জলে হে !
ইট্ মিট্ লিট্ সাধি, বীজমন্ত্র বলে হে !
যুবা হয়ে ব্রাহ্ম হই, যজ্ঞ সূত্র ফেলে হে !
কিন্তু তায় শ্রদ্ধা কই, ঘুরি বাহ্য গোলে হে !
ব্রহ্মচিন্তা কদাচিত, করি নাই ভুলে হে !
তা হলে তো হিতাহিত, জ্ঞান হতো মূলে হে !
সে চিন্তা কঠিন কাণ্ড, বলি আজি খুলে হে !
যোগীদের ঘুরে মুণ্ড, কোথা লাগে ছেলে হে !
আছে বটে জন কত, ঋষি এই দলে হে !
কিন্তু সে কঠোর ব্রত, ভাক্ত কবে পালে হে !
করেছি পাতক যত, ভণ্ডামীর বলে হে !
বেদ বিধি শাস্ত্র মত, শাস্তি তুষানলে হে !
কে জানিতো বিষ ফল, ছল-বৃক্ষে ফলে হে !
চক্ষু মুদে তাই জল, ঢালিয়াছি মূলে হে !
পতিব্রতা গুণবতী, পেয়েছিনু কোলে হে !
আত্মঘাতী হলো সতী, এই বিষে জ্বলে হে !
আর না আর না নাথ ! বাঁচি আমি মলে হে !
দেখে যাক্ মুণ্ডপাৎ, বঙ্গে যত ছেলে হে !
দু-পাত ইংরাজি শিখে, যার বুক ফুলে হে !
সেই যেন যায় দেখে, হৃৎপিণ্ড খুলে হে !

আয় আয় বুদ্ধিমান ! একবার আয় রে !
বুজে আছে দুটো কাণ, তোদের কথায় রে !

কার্য্য দেখে কারণের খোঁজ নিতে চায় রে !
খুজিয়া না পেলে হায়, হাসিয়া উড়ায় রে !
কোন্ বা কীটানুকীট ইহারা ধরায় রে !
শিখে দুটো ইট্ মিট্ স্বর্গ মর্ত্ত্য চায় রে !
এই তো লোহার তারে বার্ত্তা চলে যায় রে !
কজন বুঝিতে পারে কারণ কি তায় রে !
তা বলে কি মিথ্যা হয় সংবাদ যা পায় রে !
তাইতো সাধক পূজে অব্যক্ত রূপায় রে !
বুঝে না জ্যেঠামী করে, অঙ্গ জ্বলে যায় রে !
উড়ায় দর্শন ষড়, মুখের কথায় রে !
গারুড়ী জানে না কিন্তু তক্ষকে ঘাঁটায় রে !
অবোধ অজ্ঞান ভুলে মণির ছটায় রে !
ভারতে শিশুর মাথা, এইরূপে খায় রে !
রসাতল যায় দেশ এদের জ্বালায় রে !
এখনো সময় আছে, আয় ছুটে আয় রে !
দেখ্ এসে দয়াময় পাতকী তরায় রে !
আরো কি সংশয় আছে বলে যা তামায় রে !
কৃপাসিন্ধু কল্পতরু থাকিতে সহায় রে !
নাস্তিকতা ঘোর মরু কেন চায় হায় রে !

এই মত বহুতর প্রলাপের পরে ।
স্থির চক্ষে যুবক নিরখে মহেশ্বরে ॥

(৬)

মনে হলো যেন কেহ বলিলেন কাণে।
ত্যজ বৎস! অনুতাপ থেকো সাবধানে॥
জাগ্রতে নিদ্রার ভাব অপূর্ব্ব স্বপন।
হৃদয়ে আনন্দ পূর্ণ প্রত্যক্ষ লক্ষণ॥
যাচিয়া বলেন বাপা, মাগ বাঞ্ছা বর।
যা চাহ বাসনা পূর্ণ হবে অতঃপর॥
হরিষ বিষাদে যুবা চক্ষে ঝরে জল।
শশিমুখী মুখ ভাবি হইল চঞ্চল॥
রাজ্যধন বর কি ইহার ভাল লাগে।
কীটে কাটে মর্ম্ম কিবা সুখ অঙ্গ রাগে॥
ভাবিতে ভাবিতে শোক বাড়িল অপার।
হা প্রিয়ে! হা প্রিয়ে! বলি জুড়িল চিৎকার।
স্বর্গে বসি কটাক্ষে দেখগো গুণবতী।
তোর পূণ্যে পাতকী পাইল অব্যাহতি॥
সুর-নদী গঙ্গা তুমি বারি নিরমল।
আমি হে মলিন খাল পচা ঘোলা জল।
দৈব যোগে স্রোত বেগে মিশিয়া তরঙ্গে।
বাপার চরণ লাভ হলো তোর সঙ্গে॥
বলিতে বলিতে যুবা হইল বিহ্বল।
ভক্তিভাবে গদ গদ প্রেমে ঢল ঢল॥
পার্শ্বে পড়ি হত্যা দেয় পতিব্রতা বালা।
দেখিয়া যুবার ভঙ্গী হইল চঞ্চলা॥

শীঘ্র উঠে যুবার চরণ দুটী ধরি।
অধোমুখে পদতলে বসিল সুন্দরী॥
অন্তর্ব্বাষ্পে কণ্ঠ রোধ বিজড়িত স্বরে॥
অতি ক্ষীণ কণ্ঠে সতী বলে ধীরে ধীরে॥
পাইয়াছি তপস্যার ফলে গুণমণি।
বাপার কৃপায় এই চরণ দুখানি॥
নিত্য মাগি এই বর বাপার চরণে।
পাই যেন এই ধন জীবনে মরণে॥
যুবা বলে কে তুমি গো! কেন ভ্রমে ভুলে,
আশ্রয় লইতে এলে ছিন্ন তরুমূলে।
অনুতাপ কীটে মম মরম আকুল॥
নীরস পাদপে যথা পিপীলিকা কুল॥
জ্বালায় অধীর হয়ে ছাড়িনু সংসার।
মৃত্যুকালে কি করিবো তব উপকার।
গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দিনু নারী-রত্ন।
নারীঘাতী আমি গো! জানি না তার যত্ন।
কৃষ্ণবর্ণ নীর-হীন জীমূত পাতকী।
অশীতল ছায়া মম ছুঁয়ো না চাতকী॥
রুচি যদি হয় এই পাতকীর ধনে।
যত চাও দিতে পারি এনে এইক্ষণে॥
আত্মঘাতে প্রাণ প্রিয়া গেল পরলোকে।
আমিও সে পথে যাবো ভাগ্যে যাহা থাকে।

ধীরে ধীরে পুন তারে বলিল ললনা।
দেখিবো তোমারে আর মনে তা ছিল না।
এ-প্রাণ এ-দেহ নাথ! সকলি তোমার।
আত্মঘাতে দাসীর কি আছে অধিকার॥
স্বেচ্ছাচারী নারী বিনা কে কবে কোথায়!
স্বামী আজ্ঞা না পাইয়া প্রাণ দিতে যায়।
নহি নহি নহি নাথ! তেমন অবাধ্য।
তা হলে কি চরণ ছুঁইতে হতো সাধ্য॥
সবে মাত্র এক দোষ কর পরিহার।
আসিয়াছি হত্যা দিতে অজ্ঞাতে তোমার॥
চিনিল যুবক যুবতীর কণ্ঠ স্বরে।
ভাবিল কৈলাসে আসিয়াছি সশরীরে।
রজত পর্ব্বত প্রভা মোহান্ত মুরতি।
সাক্ষাৎ শঙ্কর জ্ঞানে করিল প্রণতি॥
কর যোড়ে পদযুগে বলে গদ বাণী।
অধম অজ্ঞান স্তব স্তুতি নাহি জানি॥
অন্তর্যামী জান হে! আমার পরিচয়।
বলিতে আপন মুখে বিদরে হৃদয়॥
দেখিতেছি অসম্ভব সমস্ত ঘটনা।
শঙ্কা হয় এ বুঝি হে! স্বপ্ন বিড়ম্বনা।
বাঞ্ছা কল্পতরু তুমি শুনেছি গোসাঞী।
তাই হে তোমার পায়ে এই ভিক্ষা চাই॥

এই স্বপ্ন চিরকাল থাকুক আমার।
সংসারে ফিরিতে প্রভু সাধ নাই আর ॥
শুষুপ্তি স্বপন কিম্বা জাগরণে স্থূল।
আত্মারাম তুমি দেব! সকলের মূল ॥
তথাপি শুষুপ্তি চেয়ে স্বপ্নের প্রয়াশী।
সুধা হয়ে সুখ নাই খেতে ভাল বাসি ॥
কোলেতে লইয়া তারে মোহান্ত আদরে।
বলিলেন পত্নী লয়ে যাও বাছা ঘরে ॥
সতী সাধ্বী গুণবতী কিঙ্করী বাপার।
তার গুণে তুমি বাপু হইলে উদ্ধার ॥
ভক্ত তুমি হৃদে তব ভক্তির উচ্ছাস।
ধরায় বসিয়া তুমি পাইবে কৈলাস ॥
কথায় বুঝিনু পাইয়াছো দিব্য জ্ঞান।
পতিব্রতা পত্নী গুণে সর্ব্বত্র কল্যাণ।
উঠ বাছা পতিব্রতে! পূর্ণ আকিঞ্চন।
করিলে কলিতে অদ্য অসাধ্য সাধন।
সাবিত্রীর গুণে মৃত পতি প্রাণ পায়।
সে সতী লজ্জিতা আজি তোর তুলনায় ॥
জীবন্মৃত প্রেততুল্য ম্লেচ্ছভাব পতি।
দেবত্ব পেয়েছে এই লও গুণবতী ॥
সঁপিলাম হাতে হাতে বাপার আজ্ঞায়।
ভয় নাই ভবিষ্যতে ঘটিবে না দায় ॥

পরশের স্পর্শে সোণা হলে একবার।
ফিরে তারে লোহা করে হেন সাধ্য কার॥
আহ্লাদে অধীরা সতী প্রেমাশ্রু নয়নে।
অনিমেষে চেয়ে আছে পতি মুখ পানে॥
যুবকের অশ্রু নীরে ভাসিল বদন।
অন্তর্ব্বাষ্পে কণ্ঠরোধ সরে না বচন।
বালার চিবুক ধরি কষ্ট-সাধ্য স্বরে।
বিনীত বচনে যুবা বলে ধীরে ধীরে॥
সম্বন্ধেতে গুরু আমি কাজে কিন্তু নয়।
দিলেন মোহান্ত বাপা সত্য পরিচয়॥
পাইলাম পরমার্থ তোমার কৃপায়।
আজি হতে কেনা দাস হইলাম পায়॥
আজ্ঞাকারী হয়ে রবো জীবনে মরণে।
পায়ে ধরি ক্ষমা কর অনুগত জনে॥
বুঝিলাম বর-পুত্রী তুমি গো বাপার।
কৃপা করি কর জননীর প্রতিকার॥
বাপার চরণে যেন হয় তাঁর মতি।
দয়াকরি হেন শিক্ষা দেও গুণবতী॥
শুনিয়া পতির বাক্য সিহরে সুন্দরী।
বাধা দিল অধরোষ্ঠে দুহাত আবরি॥
বলে কেন বল হেন অনুচিত বাণী।
জাননা কি কিজন্য প্রসন্ন শূলপাণী॥

তব দাসী বলি তিনি করেন আদর।
তোমার দোহাই দিলে কাঁপে চরাচর॥
পতিব্রতা নামে যম ছুটিয়া পলায়।
ভেবে দেখ পতি মূল, সতীর স্বহায়॥
তুমি যম তত্ত্বমশি উপাস্য অভিষ্ট।
এজগতে কেহ নাই পতি হতে শ্রেষ্ঠ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অল্পকালে এইরূপে মাহাত্ম্য বাপার।
দেখিতে দেখিতে বিশ্বে হইল প্রচার॥
যে করে চরণে ভক্তি হৃদয়ে বিশ্বাস।
ইহ পরকালে তার হয় না বিনাশ॥
দীন হীন প্রতি আরো বেশী কৃপাবান।
কতই লিখিবো আছে অসংখ্য প্রমাণ॥
একদিন দীন হীনা নারী শূদ্র জাতি।
বাপার উদ্দেশে মাঠে চলে দ্রুতগতি॥
নূতন কলসে লয়ে গোরস নির্জ্জলা।
পূর্ব্বদ্বারে উপনীত দুপ্রহর বেলা॥
যাহারে সম্মুখে দেখে তাহারে শুধায়।
কে লবে বাপার দুগ্ধ রাখিবো কোথায়॥
মাগী জানে এখানে কপট শঠ নাই।
দেব স্থানে ঋষি তুল্য সরল সবাই॥
কিন্তু হায় কালের মাহাত্ম্য কোথা যায়।
গ্রহদোষে দুঃখিনী ঠেকিল ঘোর দায়॥
সর্ব্বভূতে সমভাবে করুণা বাপার।
শত অপরাধে ক্ষমা অভ্যাস তাঁহার॥
দেখিয়া উদার ভাব সাধু সঙ্গে মিশে।
জীয়ন্ত পিশাচ কত ফিরে ছদ্ম বেশে॥

কেহ বিপ্ররূপ কেহ সেজেছে দোকানী।
কেহ পুরাতন কেহ নয়া আমদানি॥
কেহ বা পূজক বেশ কেহ বা পাঠক।
ঘুরে ফিরে চারিদিকে নানামত ঠক॥
নিয়ত বাছাই হয় তবুও কমেনা।
তাই বলি ভুত বিনা বাপার চলে না॥
জুটিল জনেক ধূর্ত্ত পুরীর বাহিরে।
গেরুয়া বসনধারী জটাজুট শিরে॥
বিরলে মাগীরে ডাকি বলে কাণে কাণে।
ঠেকিবে ঠকের হাতে যেওনা ওখানে॥
ডালাধরা পূজারী সবাই এক যোগ।
দিবে না বাপারে তারা এ তুধের ভোগ॥
ধনী যাত্রী ধরি এই তুধ দেখাইয়া।
হাতে হাতে তুনা মূল্য লইবে গণিয়া॥
উৎসৃষ্ট নৈবেদ্য দিয়া লয় পুরা দাম।
তবুও সংকল্পে লইবে না তোর নাম॥
ছল করি নানা মতে লয় দশ গুণ।
টাকা কম দিলে তারে মেরে করে খুন॥
তোর তুঃখ ভেবে ইচ্ছা হয়েছে আমার।
নিজে গিয়া ঢালি তুগ্ধ মস্তকে বাপার॥
মাগী ভাবে শুভক্ষণে আসিয়াছি মঠে।
এ-হেন সাধুর সঙ্গ ভাগ্য গুণে ঘটে॥

হাতে পায়ে ধরি করে কাকুতি মিনতি।
আপনি করুন কৃপা দুঃখিনীর প্রতি॥
ধূর্ত্ত বলে দেহ তবে সামান্য দক্ষিণা।
হয় না বাপার পূজা রূপা সোণা বিনা॥
ছুঁইনা শূদ্রের দান আমি ব্রহ্মচারী।
বাপারে না দিলে কিছু পাপ হবে ভারি॥
মাগী বলে, এ-কি কথা কিসের দক্ষিণা।
পূজা দিতে টাকা লাগে আগে তা জানিনা।
অঞ্চলে সর্ব্বস্ব ধন দু-আনিটী ছিল।
পায়ে ফেলে দিয়া তারে কাঁদিয়া বলিল॥
বাপার দোহাই দেব কিছু নাই আর।
এই নিয়ে দুঃখিনীরে করহ উদ্ধার॥
মহা কোপে ধূর্ত্তরাজ দেয় গালাগালি।
টাকা যদি নাই কেন আমারে মজালি॥
ঠেকিনু বাপার কোপে আমি তোর জন্য।
হয় টাকা আন নয় দিবো শাপ মন্য॥
বিনা দানে যেতে চাও মথুরার পার।
তিন দিনে তিন বেটা মরিবে তোমার॥
মানসিক দুগ্ধ তোর ফেলে দিবো জলে।
ভুত প্রেত খাবে তোর ব্রহ্ম-রন্ধ্র খুলে॥
যদ্যপি মঙ্গল চাও ঘরে ফিরে যাও।
ঘটি বাটি বাঁধা দিয়া, আন যাহা পাও॥

মাগী বলে, ঠাকুর মালায় জল খাই।
পায়ে হাত দিয়া বলি, চালে খড় নাই ॥
শিশু ছেলে খায় নাই হলো এত বেলা।
গোহালে বাছুর বাঁধা মাঠে গাই মেলা ॥
কিছুই সম্বল নাই কেবা দিবে ধার।
নিতি নিতি ভিক্ষা মাগা ভরসা আমার ॥
এক দণ্ড ক্ষমা কর যাই মাঠ পারে।
দাঁতে কুটা করি দাড়াইবো দ্বারে দ্বারে ॥
এরূপে বিদায় নিয়ে চলে চক্ষু মুদে।
উদরেতে অন্ন নাই মাথা পোড়ে রোদে ॥
মধ্য মাঠে উপনীত মধ্যাহ্ন সময়।
ধুধুকার চারি দিক যেন অগ্নিময় ॥
মানবের সাড়া নাই দারুণ প্রান্তরে।
নীরব বিহগকুল তরুর কোটরে ॥
নিকটে বিটপি-বট শাখা সুবিস্তার।
তার তলে দেখে মাগী আশ্চর্য্য ব্যাপার ॥
তেজোময় শ্বেতমূর্ত্তি যজ্ঞসূত্র গলে।
মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড যেন উদয় ভূতলে ॥
রূপার গেলাস হাতে লয়ে বিপ্রবর।
ডাকিয়া বলেন আমি পিয়াসে কাতর ॥
দয়া করি তুমি বাছা! কর প্রাণ রক্ষা।
ঘুরিলাম সারা দিন না মিলিল ভিক্ষা ॥

বৃদ্ধ দশা সহিতে না পারি উপবাস।
গেলাসে গোরস ঢাল মিটাই পিয়াস॥
ছাড়িয়াছি ঘর দ্বার গাছ তলা সার।
বড় পুণ্য হবে দেও ব্রাহ্মণে আহার॥
মহাপাপ হবে যদি করগো বঞ্চিত।
বুঝিয়া করহ কার্য্য যা হয় উচিত॥
মাগী ভাবে, দায়ের উপরে একি দায়।
ক্ষমা কর ঠাকুর ধরি গো দুটী পায়॥
এনেছি বাপার দুগ্ধ বলি সত্য কথা।
খাও যদি এখনি ধরিবে শূল ব্যথা॥
অথবা মরিবে সদ্য মুখে রক্ত উঠে।
ভেবে দেখ দুই দিকে ব্রহ্মহত্যা ঘটে॥
এক দণ্ড ক্ষুধা সহ্য কর দ্বিজবর।
এসো হে গোপের গৃহে পাবে ক্ষীর সর॥
আমিও মাগিতে যাবো তাদের নিকটে।
বাপার দক্ষিণা লাগি ঠেকেছি শঙ্কটে॥
দুঃখিনীর প্রতি বাবা, কারো দয়া নাই।
নগদ দক্ষিণা তাঁর দুটী টাকা চাই॥
দিনান্তে যুটে না অন্ন বিধবা রমণী।
হাতে আটা মেখে, মাঠে ধান খুটে আনি॥
ধানভানা কাজে বাবা দুই বেলা যাই।
মধ্যাহ্নে পতিত মাঠে গাইটী চরাই॥

ধূলায় লুটায়ে কাঁদে দুগ্ধপোষ্য ছেলে।
অবকাশ নাই স্তন দিতে কোলে তুলে ॥
মানসিক ছিল এই চরণে বাপার।
অগ্রভাগ দুগ্ধ দিয়ে সত্যে হবো পার ॥
হইয়াছে এই দুগ্ধ প্রথম দোহনে।
কে জানে ঘটিবে দায় দক্ষিণা বিহনে ॥
না জেনে করেছো লোভ তবু ভয় হয়।
অপরাধ ক্ষমা চাও, তিনি দয়াময় ॥
দ্বিজ বলে বাছা তুমি কেমন চণ্ডাল।
বাজে কথা লইয়া তুলিলে গোলমাল ॥
দারুণ পিয়াশে ব্রাহ্মণের যায় প্রাণ।
কে বাপা ! তাহার জন্য এত কেন টান ॥
এ কাজে যদ্যপি কোপ করে তোর বাপা।
বুঝিলাম তবে সেটা নিতান্তই ক্ষেপা ॥
নফর ভেজায়ে করে দক্ষিণা আদায়।
আমি তো মানিনা বাছা ! হেন দেবতায় ॥
শুষিবো কলসী তোর একই চুমুকে।
যা করে করুক বাপা সাধ্য যদি থাকে।
দয়া মায়া নাই তার হৃদয় কঠিন।
তার মঠে লোক কেন যায় প্রতিদিন ॥
দুগ্ধ দিয়া যদি মোর রক্ষা কর প্রাণ।
মঙ্গল করিবো তোর বাড়াবো সম্মান ॥

যা চাও তাহাই দিবো সত্য অঙ্গীকার।
চিরজীবী হবে তব যুগল কুমার॥
শীঘ্র দুগ্ধ দেও রাখ এই অনুরোধ।
বিলম্বে পাবে না বর হবে বাক-রোধ॥
তেজোপুঞ্জ দ্বিজ দেখে ভক্তি ছিল আগে।
শুনিয়া বাপার নিন্দা জ্বলে মাগী রাগে॥
কলসী রাখিয়া ভূমে দিয়া অঙ্গ ঝাড়া।
বলে, রাখ ঠাকুর গো বামনাই নাড়া॥
পরে বর দিতে চাও, ক্ষমতা তো ভারি।
পেটের জ্বালায় নিজে পথের ভিখারী॥
তেল বিনা গায়ে খড়ি জটা ঝুলে চুলে।
ছেঁড়া খোঁড়া চর্ম্ম ঝুলি হাতে লো-লো ঝুলে।
বস্ত্র নাই ছেঁড়া চাম তোমার কৌপীণ।
কি ধন বিলাবে তুমি নিজে দীন হীন॥
ব্রাহ্মণ বলিয়া কিবা কর অহঙ্কার।
দেখেছি তোমার মত কত অবতার॥
রোগে জীর্ণ শীর্ণ দেহ দাড়ি নখ চুল।
মুখে, বাপা বাপা রব কাঁদিয়া আকুল॥
পাঁজি পুথি ফুল কুশ ভূমে ছড়াছড়ি।
উঠানে ব্রাহ্মণগণ যান গড়াগড়ি॥
দ্বিজ বলে, রাখ্ তোর বাপার বড়াই।
কি করে করুক আমি দুধ্ ঢেলে খাই॥

দ্বিগুণ জ্বলিয়া মাগী বলে রাগ ভরে।
পিপীড়ার পাখা উঠে মরিবার তরে॥
মৃত্যুকালে মতিচ্ছন্ন ঘটিল তোমার।
সুযোগ করিলে নষ্ট করি অহঙ্কার॥
উপবাসে মৃত্যু যদি ঘটিতো তোমার।
দেখিয়া অবশ্য দয়া হইতো বাপার॥
শঙ্কায় শমন দূত পলাইতো ত্রাশে।
শিবের কিঙ্কর সহ যাইতে কৈলাসে॥
দ্বিজ কন, ভাল বরং খাইয়া মরণ।
শঙ্কটে লবো না কভু ক্ষেপার শরণ॥
হাস্য মুখে কলসী তুলিয়া দ্বিজরাজ।
গেলাসে ঢালিয়া শীঘ্র সারিলেন কাজ॥
নিমেষে গোরস শেষ উঠিল উদ্গার।
মাগী ভাবে রক্ত বমি হইবে এবার॥
নিরাশ হইয়া দেয় বাপার দোহাই।
ভয় এই, এখানে কেহই সাক্ষী নাই॥
কলসী কাড়িয়া দুগ্ধ করিয়াছে পান।
কেমনে একথা তবে হইবে প্রমাণ॥
করাঘাত করে বক্ষে ভূমিতলে লুটে।
ব্রাহ্মণ প্রবোধ দিলে আরো জ্বলে উঠে॥
"বাপা বাপা" বলি শেষে জুড়িল চিৎকার।
স্বচক্ষে দেখেন তিনি এই ইচ্ছা তাঁর॥

রক্ত বমি না দেখিয়া ভাবিয়া আকুল।
বুঝিল ভোলার আজি হইয়াছে ভুল॥
লাগায়েছে মিথ্যা কথা বুঝি মন্দলোকে।
না হলে উঠিতো রক্ত ঝলকে ঝলকে॥
ঘন ঘন করাঘাত করে শিরে বক্ষে।
সহিতে না পারে কষ্ট ধুণ্ডা দেখে চক্ষে॥
অসাড় হইয়া মাগী লুটায় ভূতলে।
দ্বিজ ভাবে এভাবে কেমনে যাই ফেলে॥
ধরি তারে তুলে আনিলেন বৃক্ষ মূলে।
মরি কি হাতের গুন, কষ্ট গেল ভুলে॥
নিকটে বসিয়া তারে করেন সান্ত্বনা।
আনন্দে বিভোর মাগী ঘুচিল যাতনা॥
এদিকে বাপার পূরে পূজক আকুল।
রূপার গেলাস নাই মহা হুলস্থুল॥
ধুমধাম মহাতম্বি চোর অন্বেষণ।
সন্দেহে পড়িয়া বাঁধা গেল একজন॥
সেই চোর বলিয়া সবাই দিল সায়।
দুম্ দাম্ কিল ঘুষা দেদার লাগায়॥
কেহ বলে শীঘ্র বল্ গেলাস কোথায়।
"জানিনা" বলিলে আরো দুনা মার খায়॥
বিপাকে ঠেকিয়া দোষ করিল স্বীকার।
বলে, বাবা ক্ষমা কর মারিওনা আর॥

অযথা স্বীকারে বাড়ে দ্বিগুণ জঞ্জাল।
সবে বলে বল্ বেটা কোথা চোরা মাল॥
কাতর করুণ স্বরে বলিল আবার।
কিছুই জানিনা বাবা দোহাই বাপার॥
কেবা কাণ দেয় হায় চোরের কান্নায়।
দয়া মায়া দেশ ছাড়ি ছুটিয়া পলায়॥
আমরা বিশেষ জানি চোরের খবর।
রজত গেলাস হস্তে মাঠে দ্বিজবর॥
নির্দ্দোষির প্রতি হলো পীড়ন প্রহার।
হাসিবে নাস্তিক দল দেখে অবিচার॥
কিন্তু ভাই পাঠক ! তুমিতো বিচক্ষণ।
চোরের বদন প্রতি কর নিরীক্ষণ॥
এই সেই ছদ্মবেশী ব্রহ্মচারী ভণ্ড।
বুঝে দেখ কি পাপে হইল কোন্ দণ্ড॥
ইহার দুর্গতি দেখে কিছু দঃখ নাই।
মরি কি ধর্ম্মের খেলা বলিহারি যাই॥
কোন্ পাপে কোন দণ্ড কবে হয় কার।
সে হিসাব ধর্ম্ম বিনা কেবা রাখে আর॥
তথাপি মানব জ্ঞান গরিমায় মাতি।
বিধির বিচারে ক্ষুৎ ধরে দিবা রাতি॥
খুঞা বুনে ক্ষুদ্র তাঁতী এক হাত তাঁত।
তথাপি লাগায় ছুটে তসরেতে হাত॥

বাপার অভিন্ন-তনু মোহান্ত ধীমান ॥
ধূর্ত্তে জিজ্ঞাসিয়া লন বিশেষ সন্ধান ॥
বিরক্ত হইয়া তারে কন উগ্রস্বরে।
বিষকীট তুমি বাবু ক্ষীর-সরোবরে।
থাকিয়া পবিত্রপুরে হেন অত্যাচার।
ভক্তজনে প্রতারণা আশ্চর্য্য ব্যাপার ॥
চেয়ে দেখ জ্যোতি-ছটা-শূন্য শ্রীমন্দির।
অপ্রসন্ন ক্ষীণপ্রভ প্রভুর শরীর ॥
গিয়াছেন তিনি সেই ভক্তের পশ্চাতে।
বল্ তুই, দুঃখিনী গিয়াছে কোন পথে ॥
পাপী প্রতি গুরু দণ্ড ইচ্ছা নয় তাঁর।
তাই তুই মমহস্তে পাইলি নিস্তার ॥
বরঞ্চ তোদের প্রতি করুণা বিশেষ।
আজ্ঞা তার পাতকীরে দিতে উপদেশ ॥
কিন্তু বাপু সেই কাজ অসাধ্য আমার।
পোড়ালে ছাড়েনা মলা বাঁশের অঙ্গার ॥
নশ্বর শরীর ক্ষণে পুড়ে হবে ছাই।
রবে মাত্র কর্ম্ম সূত্র সঙ্গের বালাই ॥
সোজা কথা বুঝিলে নিমেষে যায় বুঝা।
তথাপি বাঁধিতে চাও পাতকের বোঝা ॥
বলিতে বলিতে গুরু চলিলেন দ্রুত।
পাছে পাছে চলে চেলা ভৃত্য অনুগত ॥

নিরখি ব্রহ্মণ্য দেবে বট বৃক্ষ মূলে ॥
আলুথালু মোহান্ত পতিত পদতলে ॥
উত্তাপে মূর্চ্ছিত ভাবি ছুটে যত দাস।
মুখে জল দেয় কেহ জুড়িল বাতাস ॥
সস্নেহে করুণাময় তুলি তাঁরে কোলে।
কি জানি কি বাণী বলিলেন কর্ণমূলে ॥
চিনিলনা কেহ তাঁর মায়া কলেবর।
ব্রাহ্মণ ভাবিয়া মাত্র করিল আদর ॥
অদূরে বিটপি তলে দুঃখিনী লুটায়।
জনেক প্রহরী দৈবে সেই দিকে চায় ॥
বাপার রজত পাত্র পড়িয়া নিকটে।
দেখিয়া চিনিল ইহা চোরা মাল বটে ॥
আপনি দেখিয়া পরে সঙ্গীরে দেখায়।
মহা ধূর্ত্ত সঙ্গী তার আগে ছুটে যায় ॥
আরো জন কত তার পাছে পাছে ছুটে।
মহা গণ্ডগোল করে একত্রেতে জুটে ॥
এবলে মাগীরে আমি ছুঁইয়াছি আগে।
চোরধরা পুরস্কার পাবো পূর্ণ ভাগে ॥
আমি ছুঁইয়াছি আগে সকলেই বলে।
কেকরে নির্ণয় তাহা হেন গণ্ডগোলে ॥
সবাই দিতেছে কিন্তু বাপার দোহাই।
হায় রে বিষয় তৃষ্ণা বলিহারি যাই ॥

সবার প্রধান ধূর্ত্ত চতুর প্রবীর।
গেলাস লইয়া হাতে আঁটিল ফিকির ॥
মোহান্তে বলিল অবধান মহারাজ।
প্রমাণ দেখুন মিছা কথায় কি কাজ ॥
চরণে মালুম আমি কত বড় ভক্ত।
বিনা বেতনের ভৃত্য কাজে অনুরক্ত ॥
মধ্যাহ্নে প্রসাদ বন্ধ কৌশলে আমার।
ঘুচায়েছি সন্ন্যাসী সাধুর অত্যাচার ॥
প্রশংসা নিজের মুখে অতি অনুচিত।
সেই জন্য দাসের রসনা শঙ্কুচিত ॥
মাগীরে ধরেছে যত নির্ব্বোধ নির্দ্দয়।
আমি জানি মাগী কিন্তু নিজে চোর নয় ॥
সঙ্গে ছিল এক বেটা দস্যুর সর্দ্দার।
তালবৃক্ষ সম হাতে লম্বা হাতিয়ার ॥
এই মাগী মাঠে বসি ছিল বহুদূরে।
চুরি করিয়াছে সেই প্রবেশিয়া পুরে ॥
বাপার মন্দিরে গিয়া ছিল দ্বিজ বেশে।
ধরিলাম তারে আমি মধ্য মাঠে এসে ॥
চোরের কৌশলে বাবা বুদ্ধিমান ভুলে।
ফেলে দিল চোরা মাল মাগী নিল তুলে ॥
মনে হলো চোর ছেড়ে মাগীরেই ধরি।
ভয়ে মরি কেমনে ছুঁইব পর নারী ॥

ভেবে দেখ দাস তব কত বুদ্ধিমান।
পাথর মারিয়া তারে করিণু অজ্ঞান॥
হাতে ছিল চোরা মাল পড়িল ভূতলে।
তুলিয়া এনেছি তাহা বিস্তর কৌশলে॥
বলিলাম সত্য কর উচিত বিচার।
ধর্ম্মে সহিবে না অন্যে দিলে পুরস্কার॥
বঞ্চকের বাক্য শুনি মোহান্ত ভূপতি।
জলদ গর্জ্জন রবে কন তার প্রতি॥

রে মুর্খ! নাজানি তুমি কতই দুষ্কৃতি।
জন্ম জন্মান্তর কালে করেছো অর্জ্জন।
বাপার মাহাত্ম্য এতো দেখ নিতি নিতি॥
তথাপি হলো না হায়! কুমতি মার্জ্জন॥

হায় রে ডুণ্ডুভ সর্প যদি দৈব যোগে।
আজন্ম ডুবিয়া থাকে জাহ্নবী জীবনে।
এ-শুভ সংসর্গ তার কোন কাজে লাগে॥
গোধনে দংশন করে এলে জল পানে॥

অন্তর্যামী আত্মারাম পূর্ণ জ্ঞান ময়।
ছল চাতুরিতে ভুলাইতে চাও তাঁরে।
নখর জ্যোতিতে যাঁর ভাস্কর উদয়॥
তাঁরে কি খদ্যৎ ক্ষুদ্র ঢাকা দিতে পারে॥

কেমনে ঘুচিবে তব এ বিষম ঘোর।
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র যাঁরে ধ্যানে নাই পায়।
তোমার বিচারে যদি সেই জন চোর॥
ধরিলেনা কেন তাঁরে গাছের তলায়॥

বুঝিলনা বাক্য মূঢ়, বলে গর্ব্ব ভরে।
এখনি ধরিতে পারি আজ্ঞা যদি পাই।
সঙ্গিনী ফেলিয়া বেটা যাবে কত দূরে॥
সন্ধান বলিবে মাগী, সঙ্গে নিতে চাই॥

সকলি বলিবে এরে করিলে পীড়ন।
কি জাতি কি কাজ করে কোথায় বসতি।
পর্ব্বত কানন গ্রাম করি অন্বেষণ॥
বাঁধিয়া তস্করে এনে দিবো রাতারাতি॥

পুনঃ মিষ্টভাষে তারে বুঝান মোহান্ত।
কিজানে তাঁহার তত্ত্ব দুঃখিনী অবলা।
নীরব যাঁহার তত্ত্বে অভ্রান্ত বেদান্ত॥
বাঙমন অগোচর যাঁর লীলা খেলা॥

কি জাতি কি কাজ তাঁর বসতি কোথায়।
আমিই তোমারে বাপু বলে দিতে পারি।
বুদ্ধি থাকে বুঝে লও যদি প্রাণ চায়॥
বেশী কথা নয় মোটে গোটা দুই চারি।

সর্ব্বত্র সমানভাবে তাঁর অধিষ্ঠান।
সৃজন পালন লয় নিত্য কার্য্য তাঁর।
শিব নাম তাঁর তিনি মঙ্গল নিদান॥
দেখা দেন নানারূপে কিন্তু নিরাকার॥

এইমাত্র দিলেন তাহার পরিচয়।
ভক্ত হেতু বিপ্রমূর্ত্তি করি পরিগ্রহ।
পাত্র হস্তে মধ্য মাঠে হলেন উদয়॥
করিলেন তার সঙ্গে আনন্দ কলহ॥

অদ্য হতে কৃতার্থ হইল গোপ-নারী।
মুকুন্দের মত পাবে অতুল সম্পদ।
জীয়ন্তে সন্তানে লয়ে হবে রাজ্যেশ্বরী॥
মরণে কৈলাস বাস তুচ্ছ ব্রহ্মপদ॥

কথা শুনে অঙ্গ জ্বলে, ধূর্ত্ত মনে মনে বলে,
কড়াকড়ি হলোনা উপায়।
মিছে বকে এলো মেলো, অর্থ নাই কথা গুলো,
পুরস্কার ফাঁকি দিতে চায়॥
স্বত্ব রজ তম গুণ, কিবা বলে পুনঃ পুনঃ,
আগুন লাগুক সে কথায়।
লাভালাভ যাতে নাই, পড়ুক তাহাতে ছাই,
কেন সঙ্গে আসিয়াছি হায়॥

থাকিলে একাকী মঠে,　　　করিতাম একচেটে,
　　ষোল আনা হইতো আদায়।
মোহান্ত থাকিলে পুরে,　　　যাত্রীরা কাঁদিয়া সারে,
　　পূজা করে বিনা দক্ষিণায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

এই রূপে নিত্য নিত্য কত লীলা হয়।
সংখ্যা নাই কেমনে বা দিব পরিচয়॥
বিশেষতঃ হীন মতি আমি ক্ষুদ্র প্রাণী।
তথাপি বলিতে সাধ যাহা কিছু জানি॥
ব্রাহ্মণ তনয় দুটী মাঠ পারে বাস।
বড় ভাই প্রেমদাস, ছোট হরিদাস॥
ভক্তিমান ভাগবৎ বৈষ্ণব দু-জন।
চাষ বাস শিষ্য লয়ে জীবন যাপন॥
গৃহে রাধাকান্ত মূর্ত্তি প্রস্তর বিগ্রহ।
গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ আদি দারু দেহ॥
দুজনের গুরু ষড়ানন বিদ্যাভাণ্ড।
উদ্ভব গোস্বামীকুলে অকাল কুষ্মাণ্ড॥
বিশেষ নিপুণ কিন্তু গুরু-গিরি কাজে।
স্থূল বুঝে বিধি দেন যা যখন সাজে॥
সুধা বরিষণ হয় তাঁর বক্তৃতায়।
ইচ্ছামত নানা অর্থ এক কবিতায়॥
সেই শ্লোক বিনা আর পুঁজি পাটা নাই।
অথচ প্রত্যেক স্থলে উপমাটী চাই॥
কাজেই কল্পিত অর্থ করেন উদ্ধার।
শিষ্যভাবে গুরুর কি বিদ্যা চমৎকার॥

স্বনাম স্বাক্ষরে বাধে বিষম উৎপাৎ।
কলম ছুঁইলে তাঁর কাঁপে ডান হাত॥
একদিন এই জন্য মহা পীড়াপীড়ি।
লিখিলেন নাম বড় অনুরোধে পড়ি॥
স্বাক্ষরের শ্রমে গুরু ছাড়েন নিশ্বাস।
ঘামে অঙ্গ ভাসে শিষ্য করিছে বাতাস॥
বাঁধিল বিষম গোল গুরুজির ভ্রমে।
লিখেছেন দন্ত্য (স) নামের প্রথমে॥
একালের ছেলে গুলো বড়ই প্রবল।
"ভুল ভুল" বলে তারা হাসে খল খল॥
করতালি দেয় আর বলে উচ্চৈস্বরে।
বুড়া পণ্ডিতের ভুল প্রথম অক্ষরে॥
বহু লোক জড় কিন্তু সব সমতুল।
বুঝিতে না পারে কেহ হয়েছে কি ভুল॥
একজন সাহসী কোমর বেঁধে বলে।
ছেলে গুলো স্কুলে খৃষ্টানী মতে চলে॥
ব্রাহ্মণের লেখা কি ওদের সঙ্গে মিলে।
তাতেই বলিল "ভুল" হতভাগা ছেলে॥
ছেলে বলে, বুঝেছি বিদ্যার পরিচয়।
হইবে মূর্দ্ধণ্য "ষ" দন্ত্য "স" তো নয়॥
ষত্ব ণত্ব জ্ঞান নাই মিছা ভারি ভুরি।
এই মুখে গোসাঞী করেন গুরুগিরি॥

ফ্যাল ফ্যাল'চান গুরু মুখে নাই বোল।
কে জানে যে, ষ এ সত্র এতো গণ্ডগোল ॥
মাধব মদক ছিল নিকটেতে খাড়া।
কাশীদাসী ভারত পড়েছে আগা গোড়া ॥
মাধব বলিল, প্রভু; দেখেছি ছাপায়।
পেটকাটা ষত্র ষড়ানন লেখা যায় ॥
সুযোগ বুঝিয়া রাগে ফুলিলেন গুরু।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ কাঁপে বক্ষ উরু ॥
ওরে বেটা অবৈষ্ণব পাষণ্ড চণ্ডাল।
কি কথা বলিলি মুখে গেল পরকাল ॥
পবিত্র গোস্বামী কুলে জনম আমার।
মম নামে পেট-কাটা ষত্রর ব্যাভার।
না মানি পাণিনী মাহেশ্বরী ব্যাকরণ।
প্রাণ গেলে করিবোনা "কাটা" উচ্চারণ।
ব্রহ্মহত্যা গোহত্যায় আছে প্রতিকার।
রসনা দূষিত হ'লে গতি নাই আর ॥
আজি হতে মাধবের গুরু আমি নই।
পাঠাবো খারিজি পাটা দিন দুই বই ॥
তবে যদি আপনার রসনা সোনায়।
সর্ব্বস্ব গুরুকে দিয়া পাপ ক্ষমা চায় ॥
পাঁজি পুথি দেখে পরে হবে বিবেচনা।
পাঁচ সিকা দিলে হবে প্রথম সুচনা ॥

সব চুলা কাছা খোলা দ্বাদশ বৎসর।
সেবা দাসী-সহবাস, ইত্যাদি কঠোর॥
সব পণ্ড হয় এক "কাটা" উচ্চারণে।
পুরাণের সুধাবাণী দাস প্রভু ভণে॥
বৈষ্ণব হইবে শাক্ত যদি সে দৈবাৎ।
"কাটা কোটা রক্ত রবে, করে কর্ণপাৎ॥
বরঞ্চ চণ্ডাল ব্যাধ পায় দিব্য গতি।
শাক্তের নরক ধ্রুব নাহি অব্যাহতি॥
প্রেমদাস হরিদাস আদি শিষ্য সব।
গুরুর গর্জ্জনে স্তব্ধ মুখে নাই রব॥
প্রেমদাস গাঁজা খায় বিষম গোঙার।
সঙ্গী তার জগবন্ধু গাঁজার ইয়ার॥
কুলীনের পুত্র জগু জন্ম শাক্ত কুলে।
শুনিয়া গুরুর বাণী রাগে উঠে ফুলে॥
ব্যঙ্গ স্বরে বলে তারে আহা মরি মরি।
ভবের তুফানে ভাসে ফিকিরের তরি॥
বুলি ফিরাইলে যদি পাপী পায় পার।
দুদিনে বাড়িবে প্রভু তোমার পশার॥
আমি জানি যবনে বলে না কাটা কোটা।
জবাই করিয়া খায় খাশী পাঁঠী পাঁটা॥
বিশেষতঃ লহু বলে রক্তের বদলে।
এ খবর পেলে শিষ্য হবে দলে দলে॥

আমিও হাজির আছি চাই মন্ত্র দীক্ষা।
কিন্তু আগে চাই প্রভু সামান্য পরীক্ষা॥
"বোনানা" বলিলে যদি রক্ত জল হয়।
রাঙা রঙ ঘুচে যায় শ্বেত স্বচ্ছ রয়॥
সেই দণ্ডে শক্তিমন্ত্র ভাসাইয়া জলে।
গড়াগড়ি দিবো পড়ি তব পদতলে॥
একচেটে গুরুগিরি ঘটিবে তোমার।
হিন্দু ম্লেচ্ছ এক নায়ে হবে ভবপার॥
কুকুড়া বোনাবে চাচা কুমড়া বলিয়া।
বৈষ্ণব কচ্ছপ মাংস খাবে বোনাইয়া॥
মরমে জ্বলেন গুরু জগুর কথায়।
বাহিরে গম্ভীরভাব রাখেন বজায়॥
অতি কষ্টে কাষ্ঠহাসি দেখা দিল ঠোঁটে।
বলিলেন গাঁজায় সকল পাপ কাটে॥
সহজে জগুর হাতে পেলেন নিস্তার।
বিষম বিভ্রাট কিন্তু বাঁধিল আবার॥
শিষ্য মধ্যে দামু সাহা সবার প্রধান।
সহরে সহরে তার মদের দোকান॥
প্রত্যেক পিপায় হয় লাভ চারি গুণ।
দামু ভাবে শ্রীগুরুর চরণের গুণ॥
প্রত্যহ লাভের অঙ্কে খাতায় খাতায়।
গুরুর একাংশ প্রাপ্য জমা লেখা যায়॥

সেই দামু গুরুজির চরণ ধরিয়া।
কহিতে লাগিল কিছু বিনয় করিয়া॥
এ কেমন আজ্ঞা আজ করেন গোসাঞী।
কাটা কোটা না হলে যে প্রাণে মারা যাই॥
তরি তরকারি কুটে, কাটি কলাপাত।
মাছ বিনা এক বেলা নাহি রুচে ভাত॥
প্রকাণ্ড জীয়ন্ত জন্তু জলচর মিন।
প্রভুর সেবায় লাগে প্রায় প্রতি দিন॥
কুটিতে উছলে রক্ত, হাত লালে লাল।
সেবকের বেলা কেন যায় পরকাল॥
পায়ে ধরি ক্ষমা দেও রক্ষা কর দেশ।
ফিরাইয়া লও হেন কঠিন আদেশ॥
দামুকে কাতর দেখি ঠেকিলেন দায়।
হেট মুণ্ডে ষড়ানন ভাবেন উপায়॥
মাসে মাসে প্রভুর প্রণামী জমা হয়।
ইহারে উপেক্ষা করা সোজা কথা নয়॥
সাত পাঁচ ভাবি তারে বলেন গোসাঞী।
কাছে এসো গুহ্য কথা গোপনে শুনাই॥
বৈষ্ণবের ধর্ম্মে বাপু; জীব হিংসা মানা।
কাটা, না বলিয়া তাই বলিবে বোনানা॥
জীব-জন্তু নহে মৎস্য জলজ ফসল।
গায়ে রাঙ্গা রস দেখে শাক্ত ধরে ছল॥

মূর্খ তারা কি বুঝিবে সূক্ষ্ম ধর্ম্ম তত্ত্ব।
বোনাইয়া ধুয়ে ফেল হবে শুদ্ধ সত্ত্ব ॥
ক্ষুদ্র মাছে গোল নাই আস্ত রেঁধে খাও।
কাঁকড়ার দাড়া ভেঙ্গে দেদার চালাও ॥
কাঁকড়াটা ফল গণ্য জীব কেবা বলে।
বড় জাতি পানি-ফল সিন্ধুজলে ফলে ॥
নেড়া দাস বাবাজীর শ্রীমুখের বাণী।
প্রকাশ করিয়া বলি যতদূর জানি।
জবা ফুল, ওড় ফুল, শোণিত-চন্দন।
প্রকৃতীর রক্তে ধাতা করিল সৃজন ॥
ধুইলে ঘুচে না রক্ত থাকে চিরকাল।
ভিতরে বাহিরে তাই আগা গোড়া লাল।
সাবধান, প্রাণ গেলে ছুঁয়োনা ত্রিপত্র।
বৈষ্ণবের পক্ষে ইহা অতি অপবিত্র ॥
এক মনে সকলে শুনিল উপদেশ।
রহিল না মনে আর সন্দেহের লেশ ॥
গাঁজাখোর প্রেমদাস দারুণ গোঙার।
বাহির করিল এক শাণিত কুঠার ॥
বাগানে যাইয়া কাটে সব রাঙা ফুল।
অশোক কিংশুক জবা পলাশ সিমুল ॥
অবশেষে বিল্বমূলে আনিল কুঠার।
সুন্দর সু-স্বাদ বড় বড় ফল তার ॥

বর্ষে বর্ষে গুরু তার ভাগ পান আধা।
স্বার্থে বিঘ্ন দেখি তিনি দেন তায় বাধা ॥
বলেন শঙ্কর আমাদের ধর্ম্ম ভাই।
তাঁর প্রিয় বৃক্ষটী কাটিয়া কাজ নাই ॥
কাণ্ডজ্ঞান হীন শিষ্য, গুরু ঘোর গোঁড়া।
হায় রে! অন্ধেরে স্কন্ধে করিয়াছে খোঁড়া ॥
কর্দ্দম পূর্ণিত গর্ত্তে যায় গড়াগড়ি।
ছাড়িলে এড়ান নাই আছে জড়াজড়ি ॥
শুনিল গুরুর বাক্য রাখিল কুঠার।
দিন কত বাদে গোল বাধিল আবার ॥
কথক ঠাকুর কন ভারত-পূরাণ।
বড়ই মধুর তাঁর পদাবলি গাণ ॥
এক মনে কথকতা শুনে প্রেমদাস।
যেরূপে পাঞ্চালী-সুত নিশায় বিনাশ ॥
উঠিল প্রসঙ্গ ক্রমে বিল্ব-পত্র কথা।
স্বত্বরজতম গুণ, তার তিন পাতা ॥
বৃন্তমূলে আদ্যাশক্তি তিনের আধার।
পরম পবিত্র বস্তু সংসারের সার ॥
একথায় জ্বলিয়া উঠিল প্রেমদাস।
দ্রুতবেগে ঘরে গিয়া ছাড়িল নিশ্বাস ॥
শাণিত কুঠার লয়ে করে আস্ফালন।
বলে দেখ, বেহায়া বেটীর আচরণ ॥

সাধে কি ইহারে লোক বলে মহামায়া।
বৈষ্ণবের গাছে আছে লুকাইয়া কায়া॥
কথকের মুখে আজি পেয়েছি সন্ধান।
গাছ কেটে এখনি ঘুচাবো বাসস্থান॥
ছোট ভাই হরির গোঁড়ামী বাড়া বাড়ি।
শাক্ত শৈব দেখিলেই করে তাড়া তাড়ি॥
গুরুভক্ত এমন জগতে নাই আর।
গুরুর কৃপায় তার বেড়েছে পসার॥
হরি বলে, শঙ্কর কিসের ধর্ম্মভ্রাতা।
উহার গুণের কথা মনে আছে গাঁথা॥
মায়ার পুতলি উনি কে বলে সরল।
জরাসন্ধ দৈত্যের ছিলেন অনুবল॥
শুনিয়াছি গোপনেতে বর দেন তারে।
দেশ ছাড়া হন কৃষ্ণ তার অত্যাচারে॥
এইরূপে হরির বাড়িল জাতক্রোধ।
মনে ভাবে কিরূপে তুলিবো এর শোধ।
বাপার সন্ন্যাসী এক চৈত্রের গাজনে।
দণ্ডী দিয়া পথ হাঁটে উত্থান পতনে॥
আগে গিয়া খাজুরের কাঁটাপোতে পথে।
সন্ন্যাসীর বুকে বিঁধে ভাসে রক্তস্রোতে॥
উপবাসে পথ ক্লেশে শীর্ণ কলেবর।
দারুণ আঘাতে হলো অধিক কাতর॥

কেঁদে বলে, কোথা হে ! দয়াল মহেশ্বর ।

চাপিয়া বিকট হাসি আসিয়া নিকটে ।
বিদ্রুপ ভঙ্গিতে হরি জিজ্ঞাসে কপটে ॥
আহা মরি তুমি বাপু বল কার ভক্ত ।
উৎসর্গ করিলে কারে হৃদয়ের রক্ত ॥
ভাঙ্গড় পাগল বিনা কার হেন হিয়া ।
কেচায় ভক্তের রক্ত দেবতা হইয়া ॥
সন্ন্যাসী বলিল তুমি জাতিতে ব্রাহ্মণ ।
শিবের স্বাত্বিক পূজা জাননা কেমন ॥
ব্যঙ্গছলে, বলে হরি হইয়াছে ভুল ।
শাস্ত্র বটে সদানন্দ খাদ্য ফল মূল ॥
ভাঙ্গে ভোর ধুতুরার নেশায় বিহ্বল ।
গৃহীণীর চাই কিন্তু মহিষ ছাগল ॥
সেই খেদে দিন কত ছাড়িয়া কৈলাস ।
করিয়াছে বুড়া এই দেশে গুপ্ত বাস ॥
দিয়াছে মুকুন্দ ঘোষ সুন্দর মন্দির ।
সন্ধান পাইয়া মাগী হয়েছে হাজির ॥
এতদিন বুদ্ধের ছিলনা গোলমাল ।
রাক্ষসী ঘরণী লয়ে বেধেছে জঞ্জাল ॥
সদ্যরক্ত মদ্যমাংস দিতে হয় তারে ।
ত্রুটি হলে ভূমে ফেলে বুকে লাথি মারে ॥

দয়াল দেবতা হেন দেখিয়াছে কেবা।
দেবী খান বুক চিরে ধরে দেন দেবা॥
প্রাণে যদি সাধ থাকে ঘরে যাও ফিরে।
নিবারণ করি বাপ্! যেওনা মন্দিরে॥
আমরা সকল জানি গুপ্ত সমাচার।
রক্ত বিনা রাক্ষসীর কথা নাই আর॥
বাধিয়াছে সন্ন্যাসী মহলে হুল স্থূল।
কারো জিব ফোঁড়া কারো বেঁধা বাহুমূল॥
যাইলে এড়ান নাই করে পীড়াপীড়ি।
ঘাটে পথে উঠানে রক্তের ছড়াছড়ি॥

কপটীর কুটবাক্যে সন্ন্যাসী আকুল।
কাঁদিয়া মানসে ডাকে, কোথা দয়াময়!
কোথা নন্দী আন সেই ভীষণ ত্রিশূল॥
পাপীষ্ঠের পাপ বাণী কাণে নাহি সয়॥

ফুটিল কণ্টক বক্ষে বহিছে রুধির।
তথাপি গেলনা কেন এপাপ পরাণ।
বজ্রবাণী শুনে কেন না হই বধির॥
না জানিহে কোন্ পাপে এ-দণ্ড বিধান॥

শিব নিন্দা শুনিয়া রাখিতে নাই প্রাণ।
অথবা নিন্দুকে মারি এই শাস্ত্রনীতি।
কিন্তু এ-অবধ্য জাতি ব্রাহ্মণ সন্তান॥
নিজ মৃত্যু বিনা আর নাহি অন্য গতি॥

রক্তপাতে ব্রতভঙ্গ করিলেন বিধি।
তবে আর অসারজীবনে কিবা ফল।
অতএব এই ভিক্ষা চাহি গুণ-নিধি॥
অন্তকালে পাই যেন চরণ কমল॥

লইলাম ধুলিশয্যা জনমের মত।
ইচ্ছা এই, আর যেন উঠিতে না হয়।
কোথা গো মা কাল-নিদ্রা এসো চক্ষে দ্রুত॥
চিরকাল তব কোলে দেও গো আশ্রয়॥

ধিক্ বিপ্রবটু ধিক্ শিব নিন্দাকারী।
দিয়াছো হৃদয়ে মম নিদারুণ ব্যথা।
তোমার সাক্ষাতে এই প্রাণ পরিহরি॥
উচিত বিচার যেন করেন বিধাতা॥

উত্তপ্ত বালুকা ক্ষেত্রে ঢালে কলেবর।
মধ্যাহ্নে প্রচণ্ড তাপ ঢালেন মার্ত্তণ্ড।
কিন্তু কিবা আশ্চর্য্য ঘটনা অতঃপর॥
ভক্তে ছায়া দিল আসি মেঘ এক খণ্ড॥

সজল-জলদ গাঢ় সুন্দর গম্ভীর।
তুষার বর্ষণ হেন ছায়া সুশীতল।
ধ্রুব নক্ষত্রের মত স্বস্থানে সুস্থির ॥
ক্ষুদ্র অবিস্তীর্ণ কিন্তু অচল অটল ॥

হইল ভৈরব রবে অশরীরি বাণী।
ঘরে যাও ভক্ত রাজব্রত হলো পূর্ণ।
নিন্দুকের প্রতি রুষ্ট নন শূলপাণী ॥
তাই তার দর্প আজ হইল না চূর্ণ ॥

স্তুতি নিন্দা তাঁর পক্ষে একই সমান।
না বুঝিয়া তাহারে দিয়াছো অভিশাপ।
অতএব ভবিষ্যতে থেকো সাবধান ॥
মনে আনিওনা কভু প্রতিহিংসা পাপ ॥

যাতনা দিয়াছে মুর্খ হৃদয়ে তোমার।
বুকে তার শূল ব্যথা হবে সেই জন্য।
তবু তার প্রতি কৃপা হইবে ব্যাপার ॥
তাই বলে ধরাতলে সাধু সঙ্গ ধন্য ॥

সন্তোষে সন্ন্যাসী সুস্থ দেহে ঘরে যায়।
হরিদাস ঠাকুরের বড় বিড়ম্বনা।
আকুল হইল রাত্রে বুকের ব্যথায় ॥
কাঁদিয়া উঠিল আহা! বড়ই যাতনা ॥

(৯)

অসাধ্য হইল ব্যাধি ঔষধে মিটে না।
বৈদ্য ছাড়ি হরিদাস ধরিল ডাক্তার।
ফো-মেণ্ট পিপারমেণ্ট কিছুই খাটে না॥
আহারে অরুচি হায়! শয়নে চিৎকার॥

লুটায়ে পড়িল রাধাকান্ত পদোপান্তে।
রক্ষা কর বলে হরি, মরি প্রাণ যায়।
কি জানি কি অপরাধ করিয়াছি ভ্রান্তে॥
শরণ লইনু নাথ; রাখ এই দায়॥

মরিমরি কিবা সুধামাখা হরিণাম।
এমন ঔষধে আর থাকে কোন্ ব্যাধি?
ক্ষণেক বেদনা তার হইল আরাম॥
শুইল নিদ্রার কোলে দুই চক্ষু মুদি॥

নিদ্রা রাজ্যে সুষুপ্তি স্বপন দুটী দেশ।
ঘটে না সুষুপ্তি লাভ বহু ভাগ্য বিনা।
স্বপ্ন দেশে হরিদাস করিল প্রবেশ॥
সেখানেও হরির ঘটিল বিড়ম্বনা॥

ভীষণ বিরাট মূর্ত্তি নিরখে নয়নে।
বিকট করাল মুখ নর হরি বপু।
প্রখর নখর ধার সুতীক্ষ্ণ দশনে॥
হইতেছে ছিন্ন ভিন্ন হিরণ্য কশিপু॥

উরুপরে আরোপিত করি দেহ তার।
উদর বিদারি নাড়ি করিয়া বাহির।
জড়াইয়া নিজ গলে পরিলেন হার॥
ধুক্‌ধুকি মত ঝুলে দৈত্যের শরীর॥

নিরখি মুরতি হরি থর থর কাঁপে।
স্বপনে ছুটিতে চায় চলেনা চরণ।
মুদিত নয়ন আরো দুই হাতে চাপে॥
প্রাণভরি ডাকে কোথা শ্রীমধুসূদন॥

সে ডাকে কেমনে হরি থাকিবেন স্থির।
সাদরে বলেন তারে শুনরে বাছনি।
দুষ্টের দমন হেতু ধরি এ শরীর॥
রাধাকান্ত মূর্ত্তি মম পালিতে অবনি॥

এই দেখ পিতা পুত্র ভিন্ন ভিন্ন গতি।
কৃত পাতকের ফলে পতিত কশিপু।
কর্ম্ম গুণে প্রহ্লাদের চরম উন্নতি॥
ন্যায়পরায়ণ আমি পাতকির রিপু॥

খাজুরের কাঁটা বিঁধিয়াছে ভক্ত বক্ষে।
সেই পাপে পাইতেছ দারুণ যাতনা।
করিবোনা পক্ষপাত আমি কারো পক্ষে॥
প্রতিকার নাই এর শূলপাণী বিনা॥

কে বুঝে চক্রির চক্র গূঢ় অভিপ্রায়।
বিশেষতঃ সোজা কথা কন কোন কালে।
বাছুরী লুকায়ে ব্রহ্মা ঠেকিলেন দায়॥
পাঞ্চালীর গর্ব্বচূর্ণ অকাল রসালে।

গণ্ডমূর্খ বুঝে কবে নিজ হিতাহিত।
স্বপ্ন দেখি হরি আরো ভাবে বিপরীত॥
ভাবিল কৃষ্ণের নাই কিছুই ক্ষমতা।
উপকারে নাই তিনি কিসের দেবতা॥
তাগা বেঁধে বিল্লপত্র ধরিল বাপার।
সায়াহ্নে হবিষ্য করে প্রতি সোমবার॥
অল্প দিনে রোগে মুক্ত বাপার কৃপায়।
হইল দারুণ শৈব আর কেবা পায়॥
গোঁড়ামীর খরস্রোত বহিল উজান।
দুকুল ভাষায়ে চলে কোটালের বাণ॥
কুল দেব রাধাকান্তে দেয় গালাগালি।
না বলিলে নয় তাই গোটা কত বলি॥
কে জানে ক্ষমতা নাই একি পরমাদ।
তাহলে যাইবো কেন করিতে বিবাদ॥
দেখিতে চিকণকালা মূর্ত্তি চমৎকার।
গলে দোলে বনমালা চূড়ান্ত বাহার॥

অধরেতে বাঁশি, হাসি হাসি মুখ খানি।
বঙ্কিম নয়ন লম্পটের শিরোমণি॥
শিখেছেন চিরকাল ছলনা চাতুরী।
বাল্যলীলা ঠাকুরের ছানা ননী চুরি॥
মরি মরি কত গুণ কেবা দিবে লেখা।
শিরে টেঁড়া শিখি পুচ্ছ ভুলাতে বালিকা॥
সমরে কোমর বাঁধা, যুদ্ধ হেতু নয়।
সাজিয়া ফটিক চাঁদা চালাতেন হয়॥
মায়ারথে. ঘোড়াযুড়ে, শূন্যে যেতো উঠে।
তা-না হলে হাল ছেড়ে, পলাতেন ছুটে॥
শক্তিহীন রণ সাজে বিড়ম্বনা ভারি।
বধিতে মগধ রাজে সাজেন ভিখারী॥
সেকালে চাতুরি ছলে, সাধিতেন কাজ।
ছলে ভুলি রসাতলে, গেল বলিরাজ॥
একালে দেবতা গিরি, কঠিন ব্যাপার।
না দেখালে ভারি ভুরি থাকেনা পসার॥
পূর্ণব্রহ্ম অবতার, নদের নিমাই।
কোপীন দেখিয়া তাঁর, ভাগিল সবাই॥
সহজে অনন্ত কূলে, কে লয় আশ্রয়।
ব্যভিচারে জাতি গেলে, ভেকে ভক্তি হয়॥
কল্কি যদি যায় উঠে, হয় পাঁয়া পাঁড়ি।
এখনি পলায় ছুটে যত নেড়া নেড়ী॥

পরকাল ফক্কিকার কিছু নহে স্থির।
পুড়ে হবে ছারখার সোণার শরীর ॥
সুখে থাক ইহকালে এই কথা সার।
তা-নাহলে ঠকে গেলে ম'লে অন্ধকার ॥

মর্ম্ম কথা খুলে বলি, বিষ্ণুপদে জলাঞ্জলি,
নাম কাটাইয়া হবো শাক্ত।
বাগান করিবো মরু, কাটিবো কদম তরু,
শাদা ফুলে মাখাইবো রক্ত ॥
শ্বেত করবির মূলে, ছাগের রুধির ঢেলে
পরীক্ষা করিবো তার ফল।
বর্ণ যদি হয় লাল, থাকিবে তা চিরকাল,
তা না হলে কাটিয়া নির্ম্মূল ॥
ছিঁড়িয়া তুলসী মালা, রুদ্রাক্ষে সাজাবো গলা,
কাঠের খড়ম দিবো ফেলে।
বিনামা মহিষ চামে, অভ্যাস করিবো ক্রমে,
শোণিত চন্দন দিবো ভালে ॥
মম উপকারী বাপা, কিন্তু তিনি ঘোর ক্ষেপা,
গৃহিণীর বড় অনুগত।
তাতেই সাধিবো তাঁরে, দুই ফল একাধারে,
যুগল দেবতা বশীভূত ॥

মানসে মন্ত্রণা করি, রাগ ভরে করে হরি,
বিষ্ণুপদে ইস্তফা দাখিল।
অভিমানে বলে পুনঃ, খাজনা দিয়াছি দুন,
ফিরে আর চাহিনা ফাজিল॥
দুবেলা দিয়াছি পূজা, খাজা গজা তিলে-খাজা,
চিরকাল খেটেছি বেগার।
সকলি হইল পণ্ড, কে জানে ভণ্ডামী কাণ্ড,
দেখে শুনে শ্রদ্ধা নাই আর॥
বিনা সেই শিব শিবা, মিথ্যা সব দেবী দেবা,
সবার চরণে দণ্ডবৎ।
শিবপদে এ-জীবন, করিলাম সমর্পণ,
বিষ্ণু সহ আজি ফারখৎ॥
শ্রীমন্দির পরিহরি, দ্রুতবেগে গেল হরি,
না করিল চরণে প্রণাম।
সেই দিন হতে ছোঁড়া, হইল বিষম গোঁড়া,
প্রাণান্তে শুনে না হরিনাম॥
আছাড়ি ভাঙ্গিল খোল, মুখে বোম্ বোম্ বোল,
নেচে নেচে বগল বাজায়।
দেখিয়া তাহার হাল, লাগিল ছেলের পাল,
"হরিবোল" বলিয়া ক্ষেপায়॥
হরি যত গালি পাড়ে, তাদের আমোদ বাড়ে,
ঘন করতালি দিয়া নাচে।

তাড়া দিলে যায় দূরে, ফিরিলে আবার ফিরে,
ছুটিলে ছুটিবে পাছে পাছে ॥
হইল বিষম জ্বালা, ছিঁড়িয়া রুদ্রাক্ষ মালা,
অভিশাপ দিল হরিদাস।
হরিনাম যে শুণায়, তারে যেন সাপে খায়,
তিন দিনে হয় বংশ নাশ ॥
শাঁপে কবে ছেলে ডরে, চারিদিকে ঘুরে ফিরে,
হরিধ্বনি করে উচ্চৈঃস্বরে।
বিষম বিভ্রাটে পড়ি, হরি গেল পাড়া ছাড়ি,
লুকাইল যবন কবরে।
পুত্র আছে অনশনে, সহেনা মায়ের প্রাণে,
তৃতীয় প্রহর গত প্রায়।
নড়ি হাতে গুড়ি গুড়ি, খুঁজিয়া বেড়ায় বুড়ী,
বলে, হরিদাস ঘরে আয় ॥
হরি শব্দ মা'র মুখে, শুনিয়া উঠিল রূখে,
সমাধি মন্দির পরিহরি।
মুকটি উঠায়ে ছুটে, নয়নে অনল উঠে,
বুড়া মা'রে, মারে বুঝি ধরি।
গালি দিয়া বলে হরি, মা, হয়ে হইলি অরি,
বিঁধিতে এনেছো কাণে শূল।
পেয়ে মোরে কচি ছেলে, ঐ নাম রেখেছিলে,
তুমি যত অনর্থের মূল ॥

দিবো তার প্রতিশোধ মানিবোনা অনুরোধ,
পাঠাবো নরকে এক ঘায়।
পক্ষপাত ধর্ম্মপথে, করিবোনা কোন মতে,
তবে ধর্ম্ম থাকিবে বজায়॥
ফিরাইয়া নাম রাখ, শিবদাস বলে ডাক,
তাহলে এখনো প্রাণ বাঁচে।
এসো আমাদের দলে, রুদ্রাক্ষ পরহ গলে,
তিলক মন্দিরা ফেল মুছে॥
শুনে বুড়ী পাছে হাঁটে, হরিদাস মাঠে মাঠে,
দ্রুতগতি চলে অতি রাগে।
গ্রাম্য পথে দিনমানে, যাইতে সন্দেহ মনে,
ছেলেরা আবার যদি লাগে।
কাপালিক বেশ ধরি, সাজিয়াছে বেশ হরি,
সাত ছড়া রুদ্রাক্ষ গলায়।
ক্ষুধায় উদর জ্বলে, দিবা অবসান কালে,
দাঁড়াইল অশ্বথ তলায়॥
বিদেশী পথিক পথে, ভক্ষ্য ভিক্ষা দেয় হাতে,
কলা মূলা যাহা পায় খায়।
আনন্দে উথলে হিয়া, নাচে কর তালি দিয়া,
"হর হর বোম্ বোম্" গায়॥
বাধে গোল এই স্থলে, কত গুলা বেশ্যা মিলে,
এই পথে পূজা দিতে যায়।

সর্ব্ব অগ্রে প্রেমদাসী, অধরে মধুর হাসি,
রাশি রাশি অলঙ্কার গায় ॥
সম্প্রতি হয়েছে সতী, ধর্ম্মে ফিরিয়াছে মতি,
ছাড়িয়াছে বেশ্যার ব্যবসা।
হরিদাস গুরু তার, ভবার্ণবে কর্ণধার,
ভেক দিয়া দিয়াছে ভরসা ॥
তিন মাসে তিন পতি বদল করেছে সতী,
আবার নূতনে আকিঞ্চন।
জুটেছে চতুর্থ পাত্র, গুরুর ইঙ্গিত মাত্র,
হইবে কণ্ঠির আয়োজন ॥
আগামী দাদনী পূজা, আনিয়াছে বোঝা বোঝা,
সুবর্ণের পাঁচ সিকা সহ।
গুরুর অবস্থা দেখি, হেট মুখে বিধুমুখী,
অভিমানে যুড়িল কলহ ॥
হা-দেহে গোস্বামী রাজ, কি খেদে সন্ন্যাসী সাজ,
কিসে কবে পেলে অনাদর।
আতর চন্দন চূয়া, পমেটম পান গুয়া,
লুচি পুরি, পুরিয়া উদর ॥
করি মোরে সেবা দাসী, হলে যবে তীর্থবাসী,
ভাগবৎ লীলা শিক্ষা দিলে।
এ-তবে কি পালা প্রভু! কাণে শুনি নাই কভু,
বিনা মানে যোগী কেন হলে ॥

সর্ব্বাগ্রে তোমার শিষ্যা, তার পর হই বেশ্যা,
ভেকে ভক্তি হইল পশ্চাৎ।
পূর্ণ সর্ব্ব অভিলাষ, সাধু সঙ্গে স্বর্গ বাস,
সকলি তোমার প্রসাদাৎ॥
কৈশোরে বৈরাগ্যে মতি, জ্বালিয়া কলঙ্ক বাতি,
পতি মুখ পোড়ায়ে কৌতুকে।
ঘৃণা লজ্জা পরিহরি, তত্ত্বজ্ঞান পথ ধরি,
নির্জ্জন বাসিনী হাস্য মুখে॥
দয়া মায়া আদি করি, সাধনের যত অরি,
দুপায়ে দলিয়া কুতুহলে।
স্বর্গের সোপান খুলে, নিয়ে যাই পালে পালে,
সংসার-বিরাগী যত ছেলে॥

নীলাম্বরে প্রেমদাসী বদন আবরি।
নিরখে বঙ্কিম নেত্রে গুরুর মাধুরি॥
উঠিল হাসির ছটা বসন উজলি।
সজল জলদে যেন চমকে বিজলি॥
মর্ম্ম বুঝি হাসির গুরুর চক্ষু স্থির।
ভাবে মনে এবিপদে করি কি ফিকির॥
মশাহেরা দেয়, লক্ষ্মীছাড়া শিষ্য নয়।
মন্ত্র পাছে ফিরে দেয় সেই বড় ভয়॥

ভেবে চিন্তে হরিদাস অতি মৃদুস্বরে।
কাণে কাণে গুহ্য কথা কন ধীরে ধীরে॥
বিপাকে ঠেকেছি আমি শূল বেদনায়।
শিব বিনা নাহি আর এরোগে উপায়॥
চিরকাল তার সঙ্গে বাদ বিসম্বাদ।
চিনিতে পারিলে ক্ষেপা বাধিবে প্রমাদ॥
তাই এই ছদ্ম বেশে রুদ্রাক্ষ ধারণ।
যেন তেন প্রকারেণ স্বকার্য্য সাধন॥
ঢুলুঢুলু নেত্রে তারা উঠে উর্দ্ধ দিকে।
নাসাগ্রে আবদ্ধ দৃষ্টি ধুতুরার ঝোঁকে॥
ব্রহ্ম জ্ঞান রোগে তার বাহ্য জ্ঞান হারা।
চিনিতে পারেনা বৈরী দেখিয়া চেহারা॥
কিন্তু তার ভূত গুলা বড়ই সিয়ানা।
তাদের নিকটে বড় চাতুরি খাটেনা॥
করিয়াছি কার্য্য সিদ্ধ অনেক যতনে।
অমোঘ ঔষধ ক্ষেপা দিয়াছে স্বপনে॥
বুঝিয়াছে বেশ দেখে, আমি বড় ভক্ত।
দিন দুই গেলে কিন্তু সব হবে ব্যক্ত॥
নীরোগ হয়েছি আর অল্প আছে বাকী।
বুঝে দেখ করিয়াছি কেমন চালাকি॥
ঔষধ রেখেছি লিখে ভুলিবনা আর।
রাগ যদি করে হবে কি ক্ষতি আমার॥

শূলের ঔষধ তাঁর ভাণ্ডারের পুঁজি।
ফিকিরে লইনু তার কুলুপের কুঁজি॥
শিষ্যা বলে গুরু গো বালাই লয়ে মরি।
এ-না হলে চলে কি বেশ্যার গুরু গিরি॥
শিখেছি তপস্যা ফলে ছলনা চাতুরি।
না হলে জুটেনা অন্ন এব্যবসা করি॥
'পাপিনী, বলিয়া, খল লোকে ধরে ছল
ভরসা হইল আজি পেয়ে গুরু বল॥
ড় পুণ্যে পাইয়াছি তোমা হেন গুরু।
াস্ত্রের বিধান দিতে তুমি কল্পতরু॥
মছা পুঁথি ঘাঁটে অন্য ব্রাহ্মণ সন্তান।
ক দেয় মনের মত এমন বিধান॥
াতুরির নামে তারা কাণে দেয় হাত।
ন গুণে ধন, বিধি দেন শাক ভাত॥
পককণ্ঠে স্তব স্তুতি সুললিত অতি।
াবে ঢল ঢল গুরু তুষ্ট তার প্রতি॥
ন খুলে আশীর্ব্বাদ করে হরিদাস।
র্ণ হোক্ তোমার মনের অভিলাষ॥
নী মানী বিজ্ঞ জ্ঞানী সুবোধ বিদ্বান।
শ্বজয়ী বীর কিম্বা চতুর প্রধান॥
বাই নোওাবে মাথা তোমার চরণে।
াড়ে যদি কোন ক্রমে বঙ্কিম ইক্ষণে॥

বশীভূত হবে যেন গৃহজাত পশু।
কলপ লাগায়ে কেশে বৃদ্ধ হবে শিশু॥
থাকে যদি কেহ হেন বিকট বিদ্বান।
প্রত্যক্ষ-দর্শন বিনা মানে না প্রমাণ॥
সম্পর্কের তর্ক বাধে জনকের সহ।
শুনা কথা বাদ দেয় জিনিতে কলহ॥
কঠোর বিশ্বাসী, যার এহেন প্রকৃতি।
করিবে না অবিশ্বাস তোর বাক্য প্রতি॥
এ-বাক্য আমার কভু হবেনা অন্যথা।
তোমারে ভাবিবে তারা সাধ্বী পতিব্রতা॥
আহ্লাদে অধীরা মাগী বলে ধীরে ধীরে।
কি জন্য যাইবো আর গোবিন্দ মন্দিরে॥
যা-কিছু এনেছি তাঁর পূজা আয়োজন।
এই স্থানে ওচরণে করিনু অর্পণ॥
জীয়ন্ত দেবতা তুমি, তিনি তো পাথর।
মন বুঝে কারে তিনি দেন হেন বর॥
প্রণাম করিয়া বেশ্যা বিদায় হইল।
হরি ভাবে, ঘাম দিয়া জ্বর ছেড়ে গেল॥

পূজার সামগ্রী গুলি, হরি নিল বস্ত্রে তুলি,
রাধাকান্তে অঙ্গুষ্ঠ দেখায়।

হইয়াছে যা হবার, কি আর খাতির তাঁর
ফাঁকে ফাঁকে অন্য পথে যায় ॥
যেতে যেতে উচ্চৈঃস্বরে, বলে তাঁরে গর্ব্বভরে,
বঞ্চিত হইলে নিজ গুণে।
দেখ কত খাদ্য দ্রব্য, ক্ষীর ছানা আদিগব্য
নিয়ে যাই বাপার সদনে ॥
অভিমানে মতিচ্ছন্ন, হরি হরে ভাবে ভিন্ন,
একে নিন্দে অন্যে করে স্তুতি।
তথাপিও দয়াময়, হরিরে বিরূপ নয়,
কেমনে বুঝিব তাঁর গতি ॥
নাস্তিক বৌদ্ধকে বধি, উদয়ন গুণনিধি,
যখন গেলেন নীলাচলে।
প্রবেশ নিষেধ তাঁর, রুদ্ধ হলো পুরদ্বার,
দরশন হলোনা কপালে ॥
উদয়ন অনশনে, হত্যা দেন ক্ষুব্ধ মনে,
তিন দিন পুরির বাহিরে।
স্বপ্নে কন নারায়ণ, বৃথা কেন আকিঞ্চন,
পাবে না দর্শন, যাও ফিরে ॥
তুমি পাপী ব্রহ্মঘাতী, জ্ঞান গরিমায় মাতি,
করিয়াছো বড়ই কুকর্ম্ম।
ব্রাহ্মণে পর্ব্বতে তুলে, পড়িতে মন্ত্রণা দিলে,
ছি ছি ! এ-কি ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম ? ॥

বলিলে ঈশ্বরোনাস্তি, জানিতে যাহয় শাস্তি,
তবে কেন বলালে তা তারে।
অবোধ ব্রাহ্মণ আহা! বিশ্বাসে করিল তাহা,
প্রাণ দিল অজ্ঞান আঁধারে॥
তুষানলে পাপ ক্ষয়, এই জন্মে যদি হয়,
পর জন্মে আসি ও এখানে।
এখন হবে না দেখা, পার হয়ে স্বর্ণ রেখা,
কাশী যাও জ্ঞান অন্বেষণে॥
জ্ঞান-গরিমা-অম্বুধি, উদয়ন তর্ক নিধি,
ক্রোধে বলে, শুন তো ঠাকুর।
নাস্তিক পাষণ্ড জনে, ব্রাহ্মণ বল কেমনে?
বৌদ্ধগণ দারুণ অসুর॥
সম্পূর্ণ বেদ-বিরোধী, একি কথা গুননিধি!
তব মুখে হইল প্রচার।
বেদ বিধি কর্ম্ম ক্রিয়া, উড়াইল তুড়ি দিয়া,
হেন বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ তোমার॥
লোপ হয়েছিল সব, ডুবিতো তব গৌরব,
আমি এসে করেছি উদ্ধার।
বিচারে পরাস্ত করি, রেখেছি তোমার পুরি-
তার বুঝি এই পুরস্কার॥

শ্রীহরি সদয় হয়ে বলেন আবার।
কোথায় শিখিলে বাপু! এমন বিচার? ॥
কেবলে সন্তুষ্ট আমি হই উপকারে।
অপকারে কোন্ কালে নষ্ট করি কারে ॥
নাস্তিক আস্তিক বৌদ্ধ কিছুই জানি না।
হৃদয়ে যে ভাবে মোরে তারি আমি কেনা ॥
এ-জগতে নাস্তিক হইতে সাধ্য কার?।
"আছি কিম্বা নাই" এই চিন্তা সদা তার ॥
ভেবে দেখ সেই তার আন্তরিক তপ।
নয়ন মুদিয়া করে মোর নাম জপ ॥
নিদ্রা ভঙ্গে উদয়ন ভাবিয়া অস্থির।
তুষানলে দগ্ধ করে আপন শরীর ॥
তাই বলি কেবা বুঝে কিবা সুক্ষ্ম তত্ব।
শিবময় গুণত্রয় তমরজ স্বত্ব ॥
বরঞ্চ পাপীর প্রতি বেশী দয়া তাঁর।
কাতর হৃদয়ে যদি ডাকে এক বার ॥
হরির সম্বন্ধে দেখ প্রত্যক্ষ প্রমাণ।
স্বপনে শ্রীহরি তারে দিলেন সন্ধান ॥
মরি কিবা খেলা তাঁর যাই বলিহারি।
গুরু হয়ে সিদ্ধ মন্ত্র দিলেন মুরারি ॥
ধারণা হবে না ইহা অভক্তের মনে।
বাধাবে বিষম গোল, তর্ক সমর্থনে ॥

অবিশ্বাসী অবোধে প্রবোধ দেওয়া ভার।
প্রত্যক্ষ না মানে যদি আমরা নাচার ॥

নিতি নিতি এই মত, ঘটিতেছে অবিরত,
কার সাধ্য রাখে সংখ্যাধরি।
অল্প শিক্ষা নানা দোষ, কিছুতে নহে সন্তোষ,
অন্ধ কূপে পড়ে, তর্ক করি ॥
বিশ্বাসেই শুভমস্তু, বিশ্বাসে মিলায় বস্তু,
বিশ্বাসেই প্রেমের অঙ্কুর।
অবিশ্বাস অন্ধকার, ভবিষৎ ধূ-ধুকার,
তাই বলে তর্কে বহু দূর ॥
কি পদার্থ দেব শক্তি, কে বুঝে তা বিনা ভক্তি,
সে ভক্তির জননী বিশ্বাস।
এ-বিশ্বাস নাই যার, কপাল পুড়েছে তার
মরুভূমে বৃথা দেয় চাষ ॥
বিদ্যা বুদ্ধি কাজ নাই, বিজ্ঞানের মুখে ছাই,
মূর্খ হওয়া ভাল কলিকালে।
তিনি প্রভু আমি দাস, এইমাত্র অভিলাষ,
তার পর যা থাকে কপালে ॥
যেন এই থাকে জানা, বাপার করুণা বিনা,
কোন কর্ম্ম সম্পন্ন না হয়।

হরিকে কি হেতু কৃপা, সে কথা জানুন বাপা,
আমার জ্ঞাতব্য তাহা নয় ॥

অল্প দিনে ভুলে হরি শূলের বেদনা।
একান্তে বসিয়া চিন্তা করে নিরজনে।
শৈব হয়ে সহিলাম নানান লাঞ্ছনা ॥
ইহ পরকাল গেল পড়ে দুই টানে ॥

রাধাকান্ত পাদপদ্ম গাঁথা এই প্রাণে।
ভজিলাম বৈরী-দেবে ঠেকিয়া সঙ্কটে।
ফিরিয়া বৈষ্ণব হই বাঞ্ছা এই ক্ষণে ॥
কিন্তু যে বাপার তরে প্রাণ কেঁদে উঠে ॥

রাধাকান্তে দু-কথা বলেছি অভিমানে।
কাজ নিতে বাপার করিনু উপাসনা।
ভাল হলে ফিরে যাবো ছিল এই মনে ॥
ফাঁদে ফেলিবেন বাপা স্বপনে জানিনা ॥

জনমে জানিনা পরকাল কারে বলে।
পৈতৃক বিগ্রহ নিয়ে চালাই ব্যবসা।
যা-পাই তাঁহার নামে সুখে দিন চলে ॥
দিনান্তে দেখাই তাঁরে দু-খানি বাতাসা ॥

ঘরের দেবতা সহ ঘরাও বিবাদ।
সেই অভিমানে মজি করিনু কুকাজ।
হাতে পেয়ে বাপা পাতিলেন মায়া ফাঁদ॥
কে জানে তাঁহার হেন কুটিল মেজাজ॥

কে জানে জানেন তিনি এমন মোহিনী।
তাহলে কি আসিতাম তাঁহার নিকটে।
যা চাই তা দেন, যেন কত কেলে ঋণী॥
স্বপ্নে দেন মহৌষধ পড়িলে সঙ্কটে॥

স্বপ্নে দেখালেন খুলে ভবিষ্যৎ দ্বার।
দেখিলাম ধূধূকার মহা ভয়ঙ্কর।
একা ফেলে পলাইল পুত্র পরিবার॥
কান্না দেখে কোলে তুলে নিলেন সত্বর॥

আনিলেন হেন দেশে মরি কি মাধুরি।
ভুলেছিল ভোলা মন কুহকে তাঁহার।
উঠিতেছে চারিদিকে আনন্দ লহরি॥
সে দেশে রজনী নাই আশ্চর্য্য ব্যাপার॥

স্থান ভাল বটে কিন্তু তবু কেঁদে মরি।
প্রেয়সীর মুখ-শশী দেখিতে পাবোনা।
সোনার সংসার ফেলে হবো দেশান্তরি॥
যা থাকে কপালে হবে, আমি তো যাবোনা॥

ছাড়িয়াছি সেই হতে সংসর্গ বাপার।
তথাপিও করিবোনা নেমক-হারামী।
করেছেন উপকার শোধিবো সে-ধার ॥
ছাড়িলাম শৈব-বেশ কপট-ভণ্ডামী ॥

চিরকাল ভালবাসা রাধাকান্ত সনে।
তাঁরি দোষে ঘটেছিল সামান্য বিবাদ।
শূলের ঔষধ যদি রাখিতেন জেনে ॥
তবে আর ঘটিতোনা এত পরমাদ ॥

ঠেকেছি বিষম ফাঁদে দুই দিকে দায়।
স্মরিলে বাপার গুণ মর্ম্মে পড়ে টান।
পদে পদে ঋণী আমি বাঁধা তাঁর পায় ॥
এদিকে ছাড়িয়া যায় শিষ্য যজমান ॥

একে তো দেশের লোক কত ছল ধরে।
"বোম্ বোম্" রব তুলে ছেলেরা ক্ষেপায়.
ঘরে পরে জ্বালাতন অন্তরে বাহিরে ॥
মরণ মঙ্গল ছিল শূল বেদনায় ॥

অসতী নারীর মত দুই দিকে মতি।
হায়রে! বৈষ্ণবকুলে আমি কুলাঙ্গার
পাশরিতে না পারিনু ধবল মূরতি ॥
শিষ্য সেবকের কাছে মুখ তোলা ভার ॥

কল্পতরু শিবে আমি করিবো পরীক্ষা।
শুনিয়াছি যে যা মাগে তাই দেন তারে।
কাতরে তাঁহার পায়ে মাগি এই ভিক্ষা॥
"শত্রুভাবে ভাবি তাঁরে" তার দত্ত বরে॥

কোমল হৃদয় মম হউক পাষাণ।
ভক্তিরস হয় যেন বিদ্বেষ গরল।
কৃতজ্ঞতা ভুলে হই পশুর সমান॥
না ঝরে নয়নে যেন আর প্রেম-জল॥

যথাসাধ্য হৃৎপিণ্ড করেছি কঠিন।
তথাপি গলিয়া যায় হইলে স্মরণ।
জ্বলন্ত এ পাপ বক্ষে তুমিহে; যেদিন॥
শীতল চরণামৃত করিলে সিঞ্চন॥

হায় রে; তোমারে তবু না ভুলিলে নয়।
নতুবা জীবিকা-বৃত্তি সকলি যে যায়।
সোদর বিপক্ষ অপবাদ দেশময়॥
নেড়ানেড়ী ছেড়ে যায় ঠেকিয়াছি দায়॥

বিশেষ জানিনা, কিন্তু গুরু মুখে শুনা।
রাধাকান্ত সঙ্গে নাকি তব দলাদলি।
সেই রাধাকান্ত পদ করি উপাসনা॥
শত্রুর সেবক আমি স্পষ্ট খুলে বলি॥

যেই কৃষ্ণ সেই এই নদের নিমাই।
গৃহ ছিদ্র প্রকাশ করিলে জাতি যায়।
হাড়ী মুচী ডোম লয়ে এক সঙ্গে খাই ॥
তাই বলি হেন জনে দেওহে বিদায় ॥

এরূপে বিদায় লয়ে হরিদাস যায়।
শৈব হয়ে শ্রীকৃষ্ণে দিয়াছে গালাগালি।
কেমনে করিবে দেখা মলিন লজ্জায় ॥
মনে মনে ভাবে, আজ কি ফিকির খেলি ॥

সুধার অধিক মিঠা বৈরী নিন্দা-বাণী।
ভাবিল, ঢালিবো তাই কর্ণেতে তাঁহার।
আহ্লাদে অধীর হইবেন চক্রপাণী ॥
কোন্ লাজে পূর্ব্বকথা তুলিবেন আর ॥

কিন্তু হেন নিন্দা নিধি পাইবো কোথায়।
অগাধ অম্বুধি সম মহিমা বাপার।
হিল্লোলে পাতকী স্নিগ্ধ সুখ মোক্ষ পায় ॥
রবি কলেবরে কোথা কলঙ্ক সঞ্চার ॥

কিছু দূর গিয়া হরি দাঁড়ায় আবার।
ভরসা হলোনা যেতে হরির মন্দিরে।
নিরজনে বসি মূঢ় ভাসে আঁখি নীরে ॥
দুইকুল যায় বুঝি মজিল সংসার ॥

কশব কুচক্রী বড় নন কাঁচা ছেলে।
ক পারে ভুলাতে তাঁরে মুখের কথায়।
পারে সহজে কিন্তু বশ করা যায়॥
র্ব্বস্ব ছাড়িয়া দেন বেল পাতা পেলে॥

দের অধিক তাঁর শ্রীমুখের কথা।
ান মতে কোনকালে হয় না খণ্ডন।
নঙ্গত বর দিতে পটু বিলক্ষণ॥
রি বরে ঘাড়ে যোড়া লাগে কাটা মাথা॥

ামিও মাগিবো আজ অসঙ্গত বর।
রাধাকান্ত কৃপা যেন হয় মম প্রতি।
ার্জ্জনা করেন তিনি সমস্ত দুষ্কৃতি॥
ার যেন কখন না হই স্বতন্তর॥

ধু হাতে তাঁর কাছে যাবোনা এবার।
চ্ছ বিল্বপত্র বা লইবো কোন্ লাজে।
াদ গন্ধ নাই যাতে, লাগে কোন্ কাজে॥
ন দ্রব্য দিবো যাহা সংসারের সার॥

তন গাছের ফল কাটিল কাঁঠাল।
রল নিটোল গোল আধ মোন ভারি।
চলা ঠেলি খাজা কোষ গাঁথা সারি সারি॥
াছ-পাকা সুধাস্বাদ সুগন্ধ রসাল॥

গুপ্ত পথে হরিদাস গেল ভোরে ভোরে।
জানিল কেবল তার স্থবিরা জননী।
কেঁদে বলে কোথা হে ! দয়াল চিন্তামণি ॥
কাটাকাটি ঘটে বুঝি কাঁঠালের তরে ॥

বুড়ী জানে বড় ছেলে বিষম গোঙার।
রেখেছে কাঁঠাল সেই কাঁটা পালা ঢেকে।
গাছ-পাকা হলো কিনা নিত্য টিপে দেখে ॥
রাধাকান্তে দিবে এই বড় বাঞ্ছা তার ॥

শ্রদ্ধা ভক্তি দুভায়ের একই সমান।
বড়'র বাড়ার ভাগ আছে সেই গুণ।
শিশুকাল হতে ইনি গাঁজায় নিপুন ॥
টানে টানে স্বরস্বতী কণ্ঠে অধিষ্ঠান ॥

বিগ্রহে অচলা প্রেম কিন্তু এক-রোখা !
মত ভঙ্গ হইলে গুরুর কাটে মাথা।
লোকে ভাবে সেই ভয়ে নির্ব্বাক দেবতা ॥
সব মুর্খ তাঁর চক্ষে তিনি বিজ্ঞ একা ॥

বিশেষে বিচার বুদ্ধি অতি চমৎকার।
সর্ব্বস্ব সামগ্রীতার গাঁজা কাটা ছুরি।
দৈবে কোন্ ছেলে তাই করিয়াছে চুরি ॥
ক্ষণ মাত্রে পাড়ায় উঠিল হাহাকার ॥

ভাবিয়া চিন্তিয়া শিশু করিল উপায় ।
চুপে চুপে ছুরিখানি আনিয়া যতনে ।
দারু প্রতিমার নীচে রাখিল গোপনে ॥
চোরা মাল রেখে গোরা ঠেকিলেন দায় ॥

অতীত মৌতাতকাল রাগে গরগর ।
প্রভুর চরিত্র দেখে হইল বিরক্ত ।
বিগ্রহের প্রতি চায় নয়ন আরক্ত ॥
আস্ফালনে কাঁপে তাঁর দারু কলেবর ॥

রাগ ভরে টানে ধোরে দুখানি চরণ ।
শক্তি-হীন জীর্ণ-তনু ভাঙ্গিল আঙ্গুল ।
হায় হায় করি ধায় যত ভক্ত কুল ॥
হাতে পায়ে ধোরে সবে করিল বারণ ॥

সেই প্রেমদাস আজ প্রত্যুষে উঠিল ।
গাঁজায় অনল দিয়া লাগাইল টান ।
কলিকায় দপ্ দপ্ অগ্নি দীপ্তমান ॥
নিকটে কাঁঠাল গাছে আলোক ছুটিল ॥

সপল্লব কাঁপে শাখী প্রাতঃ সমীরণে ।
পাতার শিশির যেন ঝরে অশ্রু নীর ।
বক্ষ মধ্যে ছিন্ন বৃন্তে গলিছে রুধীর ॥
বায়ুযোগে ঘনশ্বাস বহে ক্ষণে ক্ষণে ॥

রাগভরে প্রেমদাস জুড়িল চিৎকার।
অকস্মাৎ বজ্রাঘাৎ যেন গিরিবক্ষে।
সশঙ্কিত নরনারী নিরখে গবাক্ষে॥
আড়ষ্ট হইয়া শিশু গলা ধরে' মা'র॥

পুত্র কণ্ঠধ্বনি শুনি জননী হাজির;
তাঁর মত রত্ন গর্ভা কে'কবে ধরায়।
নিশ্চিন্ত হইয়া একদণ্ড নিদ্রা যায়॥
জীয়ন্তে যম-যাতনা কুপুত্র নারীর॥

বুড়ী জানে হরিদাস কেটেছে কাঁঠাল।
প্রেমদাস সে সম্বাদ কিছুই জানেনা।
চোরে লইয়াছে তার মনেতে ধারণা॥
মাগীর কথার দোষে বাধিল জঞ্জাল॥

বুড়ী বলে হরি তো কাঁঠাল কাটে নাই।
নিয়ে গেল যেটা সেটা কিনে ছিল হাটে।
দেখিতে সমান দুটী গাছপাকা বটে॥
শোধিতে বাপার ধার গেল তাঁর ঠাঁই॥

রাধাকান্ত টের পেলে ঘটিব প্রমাদ।
ফাঁকে ফাঁকে গুপ্ত পথে তাই ভোরে গেল।
প্রাণের দায়েতে পূজা মানসিক ছিল॥
পর দেবতার ঋণ বড় অপবাদ॥

দয়া করি মরা ছেলে দিয়াছেন ফিরে।
সমানে খাবেন পূজা যত দেব দেবী।
ফকীরের হাতে শীর্ণি পাবে ওলাবিবি॥
না হলে যে দ্বেষা দ্বেষি ঘটে পরস্পরে॥

বড়ই হিংসক এই দেবতার জাতি।
মিলে মিশে পূজা খেতে কেহই জানেনা।
ঘরের প্রভুর আরো বেশী কুমন্ত্রণা॥
জ্বলিয়া উঠেন শুনে বাপার সুখ্যাতি॥

রাগে গর গর, কাপে থর থর,
মর মর মাগি; বলে মা'রে।
কুলে কুলাঙ্গার, হরে দূরা চার,
কারধন দেয় নিয়ে কারে॥

পিযুষ রসাল, তেমন কাঁঠাল,
খায় কি ধূতুরা খোরে।
ছেঁড়া ঝুলি কাঁথা, সাপের পইতা,
কে-বলে দেবতা তারে॥

কেবা বলে যোগী, উলঙ্গিনী মাগী,
বুকে উঠে লাথি মারে।
শুধু গাঁজা খেলে, বুদ্ধি যায় খুলে,
তাতে কেবা দোষ ধরে॥

ভাঙ্গ গুলে খায়, ধুতুরা মিশায়,
তাই পাগলামী করে।
হলাহল খায়, ঢলিয়া ঢলায়,
অন্য হলে যায় ম'রে ॥

কিবা জাতি জন্ম, নাহি ধর্ম্ম কর্ম্ম,
শ্মশানে মশানে ফেরে।
দেবে না ডরায়, অগ্রভাগ খায়,
কে-জানে কিসের জোরে ॥

তাতে তো ডরিনে, ভেল্কিতে ভুলিনে,
যা-পারে করুক মোরে।
হরে কুলাঙ্গারে, করাতের ধারে,
বোনাইবো জটে ধোরে ॥

ছুরি হাতে প্রেমদাস ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায়।
হরির শরীর আজ হবে শির শূন্য।
মা দিল সন্ধান কয়ে আর কোথা যায় ॥
স্ত্রী বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী বলে এই জন্য ॥

"কেটোনা কেটোনা" বাবা ; করি কৃতাঞ্জলি।
বলিতে বলিতে বুড়ী পাছে পাছে ছুটে।
দাতে কুটা করি তোরে কাতরেতে বলি ॥
কাটা কাটি করিয়া উঠোনা ফাঁসি কাঠে।

"রে দুষ্টে ! জঠর তোর নরক সঙ্কুল ।
জনমিল তাতে এই কীট হরি দাস ।
তারে কেটে নিস্কলঙ্ক করি পিতৃকুল ॥
তার পর তোরে আমি করিবো বিনাশ ॥

মুখ দেখে পাপ হয় শীঘ্র যাও দূরে !
স্ত্রী-পুত্র জননী ভাই কিছুই না চাই ।
রাধাকান্ত কার্য্যে যদি প্রাণে যাই মরে ॥
কোন্ তুচ্ছ ফাঁশি কাঠ ! যমে না ডরাই ॥

হর্ত্তা কর্ত্তা রাধাকান্ত আমি তাঁর দাস ।
গড়া গড়ি যায় যম তাঁর শ্রীচরণে ।
তাঁর ফল খায় যদি ক্ষেপা কৃত্তিবাস ॥
কি ফল হইবে আর শরীর ধারণে ॥

বক্ষে ধরি শ্রীকান্তের শ্রীপদ দুখানি ।
বিশ্ব ছাড়ি যাবো চলি অতি দূর দেশে ।
নাহি যথা ভুমণ্ডল চন্দ্র দিনমণি ॥
রচিবো নূতন বিশ্ব পদরেণু লেশে ॥

বলিতে বলিতে তথা বিধির বিপাকে ।
চমকিল প্রেমদাস থমকি দাঁড়ায় ।
হঠাৎ গাঁজার গন্ধ প্রেবেশীল নাকে ॥
উড়ে গেল হরি ভক্তি চারি দিকে চায় ॥

উদাসীন সাধু ঢুলু ঢুলু ঢু-নয়ন।
গাঁজা টানে পথ পার্শ্বে বটবৃক্ষ মূলে।
ভক্তিভাবে প্রেমদাস বন্দিয়া চরণ।
প্রসাদী কলিকা তার হাতে নিল তুলে॥

লোহিত হইল চক্ষু নেশায় বিভোর।
দ্রুতপদে মঠপানে ছুটিল আবার।
দেখিল "কাঁঠাল কাঁধে আগে যায় চোর॥
পাছে হতে ডাকি বলে, দাঁড়া কুলাঙ্গার।

বিপাকে ঠেকিল হরি উড়িল পরাণ।
কাঁপিতে কাঁপিতে বলে, "কোথা দয়াময়।
এ বিপদে তুমি বিনা কে করিবে ত্রাণ।
কুল-দেব রুষ্ট তুমি হও হে সদয়।

অধম নারকী আমি পাপিষ্ঠ চণ্ডাল।
রাধাকান্ত দেবে অদ্য করিয়া বঞ্চিত।
তাঁহার মুখের গ্রাস এনেছি কাঁঠাল॥
এ বিপদে রক্ষা করা তোমার উচিত।

মনে এই ভাবে আর ছুটে দ্রুত বেগে।
বাপার মন্দিরে আসি পড়িল ভূতলে।
আত্ম সমর্পন করে বিভু পদযুগে
বলে, যায় যাক্ প্রাণ রেখো অন্তঃকালে।

তাই বা কেমনে বলি হায়রে কপাল ।
দায়ে প'ড়ে আজ তব পদে অনুগত ।
শ্রীপদে ইস্তফা দিয়া ঘটায়েছি কাল ॥
কোন্ মুখে মাগি পুনঃ বর অসঙ্গত ॥

তব পদে আন্তরিক ভক্তি তো ছিল না ।
সেই পাপে প্রথমে ধরিল শূল ব্যথা ।
তবু কেন দয়া হলো আমি তা জানি না ॥
বড় লজ্জা হয় দেব ! তুলিতে সে কথা ॥

জানিয়াছি স্বভাবতঃ তুমি দয়াময় ।
পায়ে ধরি সেরূপ স্বভাব ভুলে যাও ।
আশীর্ব্বাদ কর যাতে শীঘ্র মৃত্যু হয় ॥
মরিলে এড়ান পাই মারিয়া বাঁচাও ॥

বাঁধিল বিরোধ মম রাধাকান্ত সহ ।
করিয়াছি তাঁর পায় বহু অপরাধ ।
তাই বলি কাজ নাই কোন্দল কলহ ॥
কৃষ্ণ রুষ্ট যারে তার জীবনে কি সাধ ॥

অনুগত রক্ষা করা তোমার অভ্যাস ।
তাতেই সতর্ক করি থাকিতে সময় ।
পাতকী কীটানু কীট কপটী এ দাস ॥
হেন জনে বাঁচাইলে কিবা ফলোদয় ॥

বিশেষতঃ রাধাকান্ত নহে ক্ষুদ্র বৈরী।
গিরি তুলে আঙুলে কুঞ্জর মারে কিলে।
বড় তুচ্ছ কথা দেব! আমি যদি মরি॥
তুমি কেন পর দায়ে ঠেকিবে মুস্কিলে॥

আরো দেখ আমি তো তোমার ভক্ত নই।
আমার মরণে তব কলঙ্ক হবে না।
পাছে পাছে প্রেম দাস আসিতেছে ঐ॥
যা ইচ্ছা করুক তুমি কিছুই বোলো না॥

দেখ কিবা বাপার মাহাত্ম্য চমৎকার।
দ্বার দেশে প্রেমদাস থমকি দাঁড়ায়।
মন্দিরে যাইতে আর সাধ্য নাহি তার॥
অনল হলকা যেন ঢেলে দেয় গায়॥

প্রেমদাস ভাবে এ অনল ভেল্কি-বাজি।
না হলে পুড়ে না কেন হরির শরীর।
তাই বলে, ভাল ভাল থাক্ তুই পাজি॥
বুঝিবো বাহিরে থাকি কে কেমন বীর॥

পাথর তুলিল এক ভার গুরুতর।
মস্তক করিয়া লক্ষ্য উঠাইল হাত।
আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটে অতঃপর॥
ভুজস্তম্ভ কণ্ঠরোধ হলো অকস্মাৎ॥

কেবল মনের দোষে মূঢ়ের দুর্গতি।
তথাপি বাপার দয়া অবোধে একান্ত।
লুকাইয়া লিঙ্গরূপ প্রস্তর মূরতি॥
তার চক্ষে তখনি হলেন রাধাকান্ত॥

নবীন নীরদ রূপ দলিত কজ্জল।
ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম ঠাম চরণে চরণ।
তরুণ অরুণ জিনি চারু পদ তল॥
পীত ধটি আটা কটি মদন মোহন॥

একি! একি! তুমি কেন হেন শত্রুপুরে।
কে—মম সর্ব্বস্ব ধন আনিল হেথায়।
কাঁধে এসো চুপে চুপে নিয়ে যাই ঘরে॥
না জানি বিলম্ব হলে ঘটে কোন্ দায়॥

ভাঙ্গড় দেখিতে পেলে হইবে প্রমাদ।
শীঘ্র চল থাকে যদি প্রাণের বাসনা।
বুঝিতে পারি না, কে পাতিল কোন্ ফাঁদ॥
শুনিয়াছি এখানে ভূতের কারখানা॥

রাগ হয়ে থাকে যদি কাঁঠালের জন্য।
আমিও তো সেই কাজে এসেছি সাজিয়া।
ঘরে গেলে হরিকে করিবো ছিন্ন ভিন্ন॥
কাজ নাই শত্রুপুরে বিবাদ কাজিয়া॥

তবে যদি লড়াই করিতে সাধ থাকে।
রণ-সাজ করি ফিরে এসোহে আবার।
সুদর্শন চক্র এনো বাঁশরিটি রেখে ॥
শুনিয়াছি তার নাকি বড় তীক্ষ্ণ ধার ॥

ধরিয়া তুলিবে কাঁধে এই অভিলাষ।
দেখিতে দেখিতে হইলেন রূপান্তর।
হরিহর চারুমূর্ত্তি দেখে প্রেম দাস ॥
তথাপিও ভেদ বুদ্ধি ছাড়ে না বর্ব্বর ॥

মরি কিবা চমৎকার, শোভা শ্রীচরণে।
পুঁজিপাটা বিধাতার, বিশ্ব নিরমানে ॥
কে বলে রে, পরমাণু, অনাদি কারণ।
এই শ্রীপদের রেণু, সেই নিত্যধন ॥
মায়ার মুকুর পাতি, প্রকৃতি কৌশলে।
ধরিল নখর জ্যোতি, প্রতিবিম্ব ছলে ॥
কৃষাণু চন্দ্রমা ভানু, সেই উপাদানে।
পাইল তেজস্বী তনু, বিভুর বিধানে ॥
রূপ দেখি অভিমানে ছাড়ি দীর্ঘ শ্বাস।
গদ গদ ভাবে তাঁরে বলে প্রেমদাস ॥
ঘুচিয়াছে তার ভুজস্তম্ভ কণ্ঠরোধ।
তথাপি দেবের লীলা বুঝে না অবোধ ॥

মিশিয়াছ অঙ্গে অঙ্গে, খাড়া'গলে গলে।
কে জানে বৈরীর সঙ্গে, ভাব তলে তলে॥
কেমনে চাপিয়া ছিলা এমন চাতুরি।
ধন্য হে! তোমার লীলা, যাই বলিহারি॥
লোকে বলে ভক্তাধীন, স্বভাব তোমার।
তা বলে কি দীন হীন, প্রতি অবিচার॥
তবে নাকি দয়া বেশী, কাঙাল মহলে।
বিদূরের ক্ষুদে খুশি, রাজভোগ ফেলে॥
কার মুখে দিবে চাপা, কেবা তা জানে না।
চিরকাল এই ক্ষেপা, তোমারে মানে না।
আমি তার পরিচয় বিলক্ষণ জানি।
বল তবে দয়াময় ভক্ত কবে তিনি॥
বুঝি ভক্তি স্রোত বেগে, জিবে সরে লাল।
হইল পূজার আগে, প্রসাদ রসাল।
বলিহারি মরি মরি, হলো কলি ঘোর।
যার জন্য চুরি করি, সেই বলে চোর॥
চাষ চষি ভাত খাই, ক্ষুদ্র অভিলাষী।
কোঁদল কলহ নাই, বাপা প্রতিবেশী॥
পাতিয়া বিষম ফাঁদ, মানুষে জড়াও।
বাধাইয়া বিসম্বাদ, অন্তরে দাঁড়াও।
তথাপি অবোধ প্রাণ, প্রবোধ মানে না।
হলে তব অপমান, সুস্থির থাকে না॥

রাখিতে তোমার মান, করিয়াছি পণ।
দিতে হয় দিবো প্রাণ, আছে যতক্ষণ॥
বিরোধের মূলীভূত, তুমি হে মুরারি।
তবু মন অনুগত ফিরিতে না পারি॥
মজি ঘোর অভিমানে, কাল হাত ধোরে টানে,
ছাড়াইয়া নিয়ে যেতে চায়।
কিন্তু সেই কাল-হাত, শাদা হলো অকস্মাৎ,
ছি! ছি! বলি, হাত ধুতে যায়॥
ফিরে এসে দেখে শুনে, সুবর্ণ বলয় চিনে,
কাল ভুজ ধরিল কষিয়া।
আবার হইল শাদা, লাগিল বিষম ধাঁধা,
মাথা ধরি পড়িল বসিয়া॥
বৃথা পরিশ্রম সার, ফিরে ফিরে বার বার,
ধরে কাল শাদা হয় শেষ।
অধোমুখে প্রেমদাস, ভাবে এ কি সর্ব্বনাশ,
এ—কেমন মায়াময় দেশ॥
এসব ভেল্কির খেলা, ভোজবাজি জানে ভোলা,
গলে তার চণ্ডালের মুণ্ড।
ঘরণী রাক্ষসী জায়া, নাম তার মহামায়া,
মুখ মেলি গরাসে ব্রহ্মাণ্ড॥
মন্দিরের এক পার্শ্বে মোহান্ত প্রশান্ত।
নীরবে দেখেন বসি লীলা আদ্যোপান্ত॥

এতকাণ্ডে অভাগার না হইল জ্ঞান।
নিকটে আসিয়া তাই সাদরে শুধান॥
বল বৎস! কোন্ খেদে চক্ষে বহে জল।
শান্তি নিকেতনে কেন হইলে চঞ্চল॥
পিয়াসেতে ফাটে বক্ষ ক্ষীরোদে সাঁতার।
তথাপি খুলেনা মুখ এ-কি চমৎকার॥
যেরূপে তোমারে দেখা দিলেন গোশাঞী।
হেনরূপ আমি তো জনমে দেখি নাই॥
যার জন্য লালায়িত ব্রহ্মা আখণ্ডল।
সাক্ষাতে দেখিলে হেন চরণ কমল॥
যা চাহিবে তাই পাবে মাগ ইষ্টবর।
তার কি ভাবনা যার সাক্ষাতে শঙ্কর॥
প্রেমদাস বলে বাবা! বরে কাজ নাই।
ফিরে দেও রাধাকান্তে ঘরে নিয়ে যাই॥
পায়ে ধরি দিও নাহে কাণে কুমন্ত্রণা।
করিবো না প্রাণ গেলে শিব আরাধনা॥
রাধাকান্ত বিনা আমি কিছুই জানি না।
ব্রহ্মপদ পাই যদি তথাপি ভুলি না॥
ভুলায় খৃষ্টান যেন করিতে খৃষ্টান।
সেই মত বুঝি হে! তোমার অনুষ্ঠান॥
কিন্তু মম কিছুতেই নাহি অভিলাষ।
জীবনে মরণে আমি রাধাকান্ত দাস॥

শঙ্করের নিন্দা শুনি মোহান্ত দুঃখিত ।
কিন্তু একাগ্রতা দেখি হইলেন প্রীত ॥
মরি মরি অবোধের হিয়া ভক্তি ভরা ।
কু-গুরুর মন্ত্রণায় কিন্তু দিশাহারা ॥
লাগিয়াছে জ্ঞান নেত্রে বিষাক্ত অঞ্জন ।
সাধু উপদেশ শুধা আশু প্রয়োজন ॥
ভাগ্যগুণে পায় লোক গুরু জ্ঞানবান ।
তাঁর উপদেশ দূরবীক্ষণ সমান ॥
দৃষ্টি-শক্তি বৃদ্ধি পায় অধ্যাত্ম জগতে ।
ব্রহ্মময় দেখে বিশ্ব, আত্মা সর্ব্বভূতে ॥
গো-মূর্খ কু-গুরু গুলা বিষম বালাই ।
কিবা ফল দূরবীণে যাতে কাচ নাই ॥
জগতের হিতে রত মোহান্ত ঠাকুর ।
ধরিলেন চক্ষে তার বেদান্ত মুকুর ॥
চেতন হইল তার অধ্যাত্ম জগতে ।
অবিদ্যা উবিয়া গেল দেখিতে দেখিতে ॥
উড়ে গেল স্থূল দেহ আত্মার বিকার ।
ক্ষিত্যপ্‌তেজ বায়ু ব্যোম রহিল না আর ॥
কেবল চিন্ময় ব্রহ্ম শিব সদানন্দ ।
অচিন্ত্য অব্যক্ত নাস্তি রূপরস গন্ধ ॥
ন-ষণ্ড পুমান নারী, নিত্য নিরাকার ।
পবিত্র প্রণব মাত্র সঙ্কেত তাহার ॥

এ—বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সব মায়ার রচনা।
মরু-মরিচিকা যথা মনের কল্পনা॥
বিমল মুকুর রূপা দেবী যোগমায়া।
ধোরেছেন বক্ষে ব্রহ্ম প্রতিবিম্ব ছায়া॥
পরব্রহ্ম শক্তিযোগে পরমা প্রকৃতি।
তিন ভাগ করিলেন সেই প্রতিকৃতি॥
স্বত্বরজ তমগুণে তিনটী শরীর।
লোহিত অশীত শীত, বরণ রুচির॥
এই তিন গুণে সৃষ্টি স্থিতি লয় হয়।
জ্ঞানীর নয়নে তাহা এক বই নয়॥
হরিহর বিরিঞ্চি আকারে মাত্র ভেদ।
একে তিন তিনে এক বলে চারিবেদ॥
আদি অন্ত মধ্য হীন অখণ্ড অনন্ত।
ভেদ জ্ঞানে দুঃখ পায় মতিহীন ভ্রান্ত॥
মোহান্তের পদধূলি, দুহাতে মাথায় তুলি,
প্রেমদাস কহে সকরুণে।
বল বল মহাশয়, মনেতে বড় সংশয়,
নিদ্রিত কি আছি জাগরণে॥
যা দেখিনু আঁখি ভরি, কেমনে বিশ্বাস করি,
সত্য কি জগৎ ভুওয়া বাজি।
ভুপতির রাজছত্র, ভিখারীর ভিক্ষা পাত্র,
সকলি মায়ার কারসাজি॥

পুনঃ তারে মোহান্ত দিলেন দিব্যজ্ঞান।
আনন্দে বিভোর দুই ব্রাহ্মণ সন্তান॥
হরিদাস লইল জ্যেষ্ঠের পদধূলি।
দুই ভাই আনন্দে করিল কোলাকোলি॥
প্রেমদাস শিব লিঙ্গে তুলসী চাপায়।
হরি দিল বিল্বদল শ্রীহরির পায়॥

সম্পূর্ণ।